প্রশ্নোত্তরে

সহজ তাল্খীসুল মিফতাহ

আরবী-বাংলা

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মদ আমীর হামযাহ্

উস্তাদুল হাদীস ওয়াত তাফসীর

জামেয়া আশরাফিয়া আমলা পাড়া

নারায়ণগঞ্জ

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মীরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

আল - কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১, বাংলাবাজার ঢাকা। ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।

ফোনঃ ৭১৬৫ ৪৭৭ মোবাঃ ০১৭ ১ ৬ ৮৫৭৭ ২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
বাসা নং ২১৭, ব্লক ত,
মিরপুর -১২ পল্লবী, ঢাকা।

স্বত্ব ঃ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর ২০০৮ঈ.

মূল্য ঃ এক শত চল্লিশ টাকা

কম্পোজ
আল-কাউসার কম্পিউটারস

মুদ্রণ
মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
লাল বাগ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة على رسوله محمد وآله اجمعين امابعد

আল্লাহ তা'আলার বিধি নিষেধ ও প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ এর দিক নির্দেশনা মেনে চলার মাঝেই বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তি নিহিত। যার মূল ভিত্তি কুরআনে হাকীম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস সম্ভার। এতদুভয়ের সূক্ষ্মতা ও গভীরতায় পৌছা এবং সঠিক মর্ম অনুধাবন করার জন্য বিশুদ্ধভাবে ফাসাহাত বালাগাত জানা, আরবী সাহিত্যালংকারের অগাধ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা কুরআনে হাকীমের ভাষায় যে গতি, স্বাচ্ছন্দ্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনা রয়েছে তা সত্যিই অনুপম; এর অদ্বিতীয় সাহিত্যালংকার তৎকালিন আরবের বড় বড় কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদেরকে অবাক করে দিয়েছিল। কেউ ছোট একটি আয়াতের অনুরূপ কিছু উপস্থাপন করতে পারেনি, পারবেও না কোনও দিন।

বালাগাত ফাসাহাতে যাদের ব্যুৎপত্তি আছে, কেবল তারাই কুরআন হাদীসের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন এবং এতুদভয়ের গভীরতায় পৌছতে পারেন। ফলশ্রুতিতে যুগে যুগে ফাসাহাত ও বালাগাতের উপর উলামায়ে কেরামের নিরলশ পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনা চলেছে । এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. জগৎ বিখ্যাত অমর গ্রন্থ تلخيص المفتاح রচনা করেন । বালাগাত ফাসাহাত শাস্ত্রের এ গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারীতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই।

বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত এ কিতাব দরসে নেজামীর সিলেবাসভুক্ত হয়ে আসছে। এ সিলেবাসের বাইরেও বিশ্বের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কিতাব পঠিত হয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, সমকালের দুর্বল হিম্মত ছাত্র-শিক্ষক এ কিতাবটি নিয়ে বরাবরই ভীতশ্রদ্ধ। আগ্রহী ও উদ্যমী ছাত্রের সংখ্যা খুবই নগন্য। তাদের পক্ষেও এ কিতাব বুঝা-বুঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

মূল কিতাব তালখীসুল মিফতাহ এর ইবারত থেকে মূল বিষয়বস্তু আহরণ করা খুবই দুর্বোধ্য মনে হয়। এমনকি বহু মাদ্রাসার সিলেবাস থেকে এ কিতাবের নাম কর্তন হয়ে গেছে। ফলে ছাত্রদের অনীহা ও ভয় আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বালাগাত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকায় কুরআন-হাদীসের গভীরতায় পৌছতে পারছে না। সব মিলিয়ে যেন বালাগাত শাস্ত্রে এক লা-ইলমী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়াও প্রাচীনকালের রচনা পদ্ধতি ও বর্তমানকালের রচনা পদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন বিষয়াদি উদ্ভাবিত

হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে পঠন ও পাঠনের আধুনিক কলা-কৌশল। জটিল জটিল বিষয়ও উপস্থাপিত হচ্ছে সহজ-সরলভাবে। কেননা পূর্বের যুগের মানুষের মেধা আর বর্তমান যুগের মানুষের মেধার মধ্যে রয়েছে বিস্তর তফাৎ।

কিন্তু ছাত্ররা সারা বছর কিতাব বুঝতে না পারার কারণে পরীক্ষার সময় হতাশ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ কিতাব বুঝলেও সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল নাম্বার উঠাতে হিমশিম খায়। কারণ, অধিকাংশ কিতাবই প্রাচীন ধাচে লিখিত। দেখা যায় মূল কিতাব আরবী, বুঝতে হলে দেখতে হয় উর্দু শরাহ, বাংলা ভাষায় তেমন কোন শরাহও পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও অনেকেই বাংলা ভাষার শরাহ এর ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তবে সুখের বিষয়, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বাংলা ভাষার প্রতি এ অনীহার প্রাচীর অনেকটা ভাংগতে পেরেছি। উলামায়ে কিরাম আজ এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মূল কিতাবটি কওমী মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিতাব হিসাবে নির্ধারিত। বাজারে এর দু' একটি শরাহ যদিও পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো ছাত্রদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।এসব বিষয়কে সামনে রেখে আমরা সহজ-সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় তালখীসূল মিফতাহ্ এর একটি শরাহ পেশ করার ইচ্ছা করি এবং এর দায়ীত্ব প্রদান করি উদিয়মান লেখক স্নেহাস্পদ মাওলানা আমীর হামযাহ্কে। শরাহটি ছাত্রদের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর লাভ, মূল কিতাব বুঝতে সহায়ক এবং কিতাবের বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শরাহটির মূল উপাদান হিসেবে রাখা হয় বিশ্ববিখ্যাত মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব রচিত تكميل الاماني নামক শরাহটিকে। এছাড়াও একাধিক কিতাবের সহযোগীতা নেওয়া হয়েছে।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং দু'আ করছি, তিনি যেন মূল কিতাবের এর মত শরাহটিকেও কবুল করে নেন এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই মহৎ হৃদয় পাঠক বর্গের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব। ইনশাআল্লাহ!

তাং ১৫-১০-০৮ ইং

বিনীত

সম্পাদক

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ---৩

কিতাবের বিষয় পরিচিতি

ইলমুল মা'আনী এর আভিধানিক অর্থ---------------------------------১১
ইলমুল মা'আনী এর পরিভাষিক অথ---------------------------------১১
আলোচ্য বিষয়---১১
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ---১১
ইলমুল বালাগাতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-------------------১১
ইলমুল বয়ান এর আভিধানিক অর্থ---------------------------------১২
ইলমুল বয়ান এর পারিভাষিক অর্থ ---------------------------------১২
আলোচ্য বিষয় ঃ---১২
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ--১২
ইলমুল বয়ানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস -------------------১৩
ইলমুল বদী' এর আভিধানিক অর্থ ঃ ---------------------------------১৩
পারিভাষিক অর্থ ঃ --১৩
আলোচ্য বিষয় ---১৪
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য---১৪
ইলমুল বদী'এর ক্রমবিকাশ ঃ--------------------------------------১৪
কিতাবের লিখক পরিচিতি---১৫
জন্ম ও বংশঃ ---১৫
শিক্ষা ও কর্ম জীবন --১৫
ইন্তেকাল --১৫
রচনাবলী --১৫
তালখীছুল মিফতাহ ও এর শরাহ ----------------------------------১৫
কিতাবের শুরুতে আল্লাহর নাম ও ১৭
প্রশংসা আনার কারণ ? ---১৭
حمد এর সংজ্ঞাঃ--১৭
شكر এর সংজ্ঞা ---১৮
উমূম খুসুস মিন্ অজ্হিনের জন্য কি প্রয়োজন ?----------------------১৮
"আল্লাহ" শব্দের বিশ্লেষ--১৯
الحمد لله বাক্যটি فعليه নাকি اسميه ?-------------------------------১৯
হাম্দ শব্দটি আগে আনার কারণ ?------------------------------------২০
যে কারণে প্রশংসা করা হয়েছে---------------------------------------২০
منعم به অনির্দিষ্ট রাখার কারণ -------------------------------------২০

বয়ানের নেয়ামতকে বিশেষভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা------------২১
صلوة শব্দের অর্থ------------২২
سيد ও حكمة এর মর্ম------------২২
"ال" শব্দের তাহকীকঃ------------২৩
"ال" ও "اهل" এর মধ্যে পার্থক্য ঃ------------২৩
"ال" এর দ্বারা উদ্দেশ্য------------২৩
الاطهار - صحابته ও خير শব্দের তাহকীক------------২৪
اما শব্দের মূল কি ------------২৫
"اما" শব্দের ব্যবহারিক অর্থ------------২৫
"بعد" শব্দের তাহকীক ও ব্যবহার রীতিঃ------------২৬
ইলমে বালাগাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও গভীরতার প্রমাণ------------২৬
উপরিউক্ত পাঠে প্রাপ্ত তাশ্‌রীহ্‌------------২৭
নযমে কুরআন এর মর্মার্থ------------২৮
মেফতাহুল উলূমের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার কারণ------------২৯
একটি প্রশ্নের জবাব------------২৯
মিফতাহুল উলূম রচয়িতার পরিচয়------------৩০
তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি ত্রুটি------------৩০
حشو تطويل ও تعقيد এর অর্থ------------৩০
মুখতাসার সংকলকের কারণ------------৩১
মিসাল ও শাহেদের সংজ্ঞা------------৩২
মিছাল ও শাহেদের সম্বন্ধ------------৩২
"لم ال" শব্দের তাহকীক------------৩২
যে ধাঁচে মুখতাসার সংকলন হল------------৩৩
তাল্‌খীসুল মিফতাহ্‌ নামকরণের কারণ------------৩৪
লেখকের মুনাজাত------------৩৫
মুকাদ্দিমা------------৩৫
"مقدمة" শব্দের উৎসমূল------------৩৫
ফাসাহাতের অর্থ ------------৩৬
ফাসাহাতের প্রকারভেদ------------৩৭
বালাগাতের অর্থ ও ব্যবহার------------৩৭
সংজ্ঞায়নের পূর্বে প্রকারভেদ করা------------৩৭
فالفصاحة প্রারম্ভিক "ফা" এর বর্ণনা------------৩৮
ফাসাহাতের আলোচনা আগে আনার কারণ ------------৩৮
ফাসাহাতে মুফরাদের সংজ্ঞা------------৩৮

কিয়াসে লুগাবীর উদ্দেশ্য--৩৯
তানাফুরের সংজ্ঞা --৩৯
কবিতার শব্দবিশ্লেষণ--৪০
কবিতার তরজমাঃ--৪০
কবিতার মর্মার্থ--৪১
গারাবাতের পরিচয়--৪১
কবিতার তাহকীক--৪১
কবিতার তরজমা --৪২
মুখালাফাতের সংজ্ঞা--৪২
মুখালাফাতে কিয়াসের উদাহরণ--৪২
কতিপয় লোকের মতে ফাসাহাতে মুফরাদ--৪৩
উদাহরণটির বিশ্লেষণ --৪৩
কতিপয় লোকের মতটি অসার--৪৩
ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞা--৪৪
যু'ফে তালীফের সংজ্ঞা --৪৫
তানাফুরে কালিমাতের পরিচয়--৪৫
কবিতার বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গ কথা--৪৫
কবিতার মর্মার্থ --৪৭
কবিতার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা --৪৭
কবিতার বিশ্লেষণ --৪৭
امانى الانتقال বলার উদ্দেশ্য --৪৮
কবিতার তাহকীক, ও তাশরীহ--৪৮
ফাসাহাতে কালামের আরেকটি সংজ্ঞা--৫০
কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ ঃ--৫০
তাতাবুয়ে ইয়াফতের উদ্দেশ্য--৫০
কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ --৫১
কবিতার তরজমা ঃ--৫১
আপত্তিকর অভিমত ও তার জবাব --৫২
ফাসাহাতের মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞা--৫২
ملكة শব্দ চয়নের ব্যাখ্যা--৫২
لفظ فصيح বলার কারণ--৫৩
বালাগাতের সংজ্ঞা ও প্রসঙ্গ কথা--৫৩
حال এর পরিচয় ঃ--৫৪
مقتضى الحال এর প্রথম প্রকারের বিবরণ--৫৫

সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতায় বালাগাতের মর্যাদা----------------------------৫৭
ই'তিবার শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য--৫৭
دلائل الاعجاز গ্রন্থে উদ্ধৃত বক্তব্যের বিরোধ মীমাংসা-----------------৫৮
বালাগাতের স্তর--৬০
বালাগাতের মধ্যস্তরের বিভিন্নতা------------------------------------৬০
কালামের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয় -----------------------------------৬১
বালাগাতে মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞা--৬১
ফসীহ ও বলীগের মধ্যকার সম্পর্ক-----------------------------------৬২
যার উপর বালাগাত নির্ভরশীল--৬৩
বালাগাতের প্রথম মওকূফ আলাইহি--------------------------------------৬৩
বালাগাতের দ্বিতীয় মওকূফ আলাইহি -------------------------------------৬৩
ইল্‌মে মা'আনী ও ইলমে বয়ান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা---------------৬৪
উক্ত বিদ্যা দুটির নামকরণ---৬৪
ইলমে বদী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ---------------------------------৬৫

الفن الاول علم المعانى

ইলমে মা'আনীর বিধান বর্ণনা পূর্বে সংজ্ঞায়নের কারণ------------------৬৫
ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ---৬৫
মা'রেফাতের ব্যাখ্যা---৬৬
التى يطابق اللفظ ...الخ শর্তটির উপকারীতা----------------------৬৬
উক্ত সীমাবদ্ধতার রূপরেখা--৬৬
সীমাবদ্ধতার কারণ--৬৭
দলীলে হছর---৬৮
নিসবতের শ্রেণীভাগ এবং প্রত্যেকটির সংজ্ঞা----------------------------৬৮
বাক্যটি কখন خبريه আর কখন انشائيه হয় ?-------------------------৬৯
দলীলে হছরের পরিসমাপ্তি---৭১
সিদ্‌ক ও কিয্‌বের সংজ্ঞায় নিযাম মু'তাযেলী----------------------------৭১
নিযাম মু'তাযেলীর প্রমাণ--৭৩
ইমাম জাহিযের মতে খবরের সীমাবদ্ধতা--------------------------------৭৩
ইমাম জাহিযের প্রমাণ--৭৩
ইমাম জাহিযের প্রামাণ্য আয়াত---৭৪
প্রমাণ বিশ্লেষণ---৭৪
প্রমাণটির অসারতার ব্যাখ্যা--৭৪

احوال الاسناد الخبرى

সংবাদমূলক اسناد এর অবস্থা

ইসনাদের সংজ্ঞা--৭৫
ইন্‌শার পূর্বে খবরের বর্ণনা দেওয়ার কারণ------------------------------৭৫
جمله خبريه ব্যবহারের মৌলিক উদ্দেশ্য------------------------------৭৫
সংজ্ঞা ও নামকরণ--৭৫
আলেম শ্রোতাকে মূর্খের খবর দেওয়া------------------------------৭৭
কখন বাক্যে তাকীদ আনবে ?------------------------------------৭৮
তাকীদ আনার উত্তমতা--৭৮
তাকীদ আনার আবশ্যতা--৭৯
তাকীদ আনার উদাহরণ--৭৯
উক্ত তিন পদ্ধতির বাক্যের নামকরণ------------------------------৮০
উক্ত উদাহরণের ব্যাখ্যা--৮৪
ইসনাদের সাধারণ প্রকার--৮৫
হাকীকতে আকলিয়ার সংজ্ঞা ও শর্তাবলি------------------------------৮৬
হাকীকতে আকলিয়া চার প্রকার।------------------------------------৮৭
মাজাযে আকলীর সংজ্ঞা--৮৮
উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর বিশ্লেষণ------------------------------------৮৯
تاول শর্তটির উপকারীতা--৯২
উক্ত করীনার প্রয়োজনীয়তা--৯৭
করীনার শ্রেণীভাগ--৯৮
অর্থগত করীনা মাজাযে আকলীর হাকীকতের পরিচয়------------------------৯৯
হাকীকতের পরিচয় সুস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণঃ ------------------------------৯৯
মাজায প্রসঙ্গে আল্লামা সাককাকী------------------------------------১০১
সাককাকীর মতে ইস্তিআরাহ ------------------------------------১০২
আল্লামা সাককাকীর মাযহাবের ত্রুটি------------------------------------১০২
সাককাকীর মাযহাব ভ্রান্ত কেন?------------------------------------১০৪
সাককাকীর মাযহাবের উপর আরেকটি প্রশ্ন------------------------------১০৫

মুসনাদ ইলাইহির অবস্থা

--১০৬
مسند اليه কে উহ্য রাখা --১০৭
বাহুল্যতা থেকে বাঁচা এবং তাখঈলের উদাহরণ------------------------------১০৯
مسند اليه উল্লেখ করা --১০৯
মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা ঃ------------------------------------১১২
مسند اليه মারেফা হয় কয়ভাবে?------------------------------------১১২
খেতাবের আলোচনা--

অথবা ইসমে মওসূল দ্বারা ---------- ১১৩
অন্য উদ্দেশ্যে খেতাবের ব্যবহার ---------- ১১৩
আলম বা নাম দ্বারা মারেফা আনার উদ্দেশ্য ---------- ১১৪
اسم اشاره দ্বারা معرفه আনা ঃ ---------- ১১৯
مسند اليه কে ইসমে ইশারা দ্বারা মা'রেফা আনার কারণ ---------- ১২১
مسند اليه কে ال দ্বারা معرفه আনা ঃ ---------- ১২৪
معهود দ্বারা উদ্দেশ্য ---------- ১২৫
আলিফ-লামের ব্যবহার ---------- ১২৫
আলিফ-লামে হাকীকীর অর্থ ---------- ১২৫
ইস্তিগরাকের প্রকার ও সংজ্ঞা ---------- ১২৭
লামে ইস্তিগরাকযুক্ত একবচনের সিফাত? ---------- ১২৭
مسند اليه কে اضافت দ্বারা معرفۃ আনাঃ ---------- ১৩১
ইযাফত দ্বারা মা'রেফা লওয়ার কারণ ---------- ১৩৩
مسند اليه কে نكره আনা ঃ ---------- ১৩৬
مسند اليه এর সিফাত আনা ---------- ১৩৭
সিফাত আনার কারণ ---------- ১৩৮
তাখসীস কাকে বলে ---------- ১৩৯
مسنداليه এর تاكيد আনা ঃ ---------- ১৩৯
তাকীদ আনার কারণঃ বদল আনার কারণ ---------- ১৪২
বদল কত প্রকার ? ---------- ১৪৩
مسند اليه এর উপর عطف করাঃ ---------- ১৫৬
شر اهر ذاناب বাক্যে তাখসীস আছে কি নেই ---------- ১৫৬
নাহ্বীদের মতে شر اهر ذاناب এর অর্থ ---------- ১৫৭
شر اهر ذاناب বাক্যে তাখসীস আছে কি না? ---------- ১৫৯
عموم سلب এবং سلب عموم এর মধ্যে পার্থক্য ---------- ১৬২
ইবনে মালেক প্রমূখের অভিমত ---------- ১৬৩
তাদের মতের ব্যাখ্যা ---------- ১৬৬
আমাদের দাবীর প্রমাণ ---------- ১৬৭
শাইখের মাযহাব ---------- ১৬৭
তাকীদকে মা'মূল বলার কারণ ---------- ১৬৯
নফী مسند اليه কে পশ্চাদ্বর্তী করা ---------- ১৭২
ইলতিফাতের সূরত ---------- ১৮০
ইলতিফাতের সংজ্ঞা দুটির পার্থক্য ---------- ১৮১
التفات অবলম্বনের কারণ ঃ ---------- ১৮৪
কল্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতবিরোধ ---------- ১৯২

কিতাবের বিষয় পরিচিতি

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বালাগাত কি ?

উত্তর ঃ ইলমুল বালাগাত মূলত তিনটি ইলমের সমষ্টির নাম। বালাগাত সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কিতাবে এ তিনটি ইলমের আলোচনা পর্যায়ক্রমে এসেছে। ইলম তিনটি হচ্ছে- (১) ইলমুল মা'আনী। (২) ইলমুল বায়ান। (৩) ইলমুল বাদী। নিম্নে এ তিনটি ইল্‌মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইলমুল মা'আনী এর আভিধানিক অর্থ

প্রশ্ন ঃ ইলমুল মা'আনীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ مَعَانِى শব্দটি مَعْنٰى এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- উদ্দেশ্য, মর্ম ও তাৎপর্য।

ইলমুল মা'আনী এর পরিভাষিক অর্থ

ইলমুল মা'আনী বলা হয় ঐ ইলমকে, যার সাহায্যে আরবী বাক্যের ঐ সব অবস্থা জানা যায়, যার দ্বারা বাক্যটি مُقْتَضٰى حَال (স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) মোতাবেক হয়।

আল্লামা সাক্কাকী রহ. এর মতে বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধানকে مَعَانِى বলা হয়, যার দ্বারা সে সব বৈশিষ্ট্য জেনে নিজ কথাকে 'মুকতাযায়ে হাল'-এর অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয় কি ?

উত্তর ঃ বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী রচিত বাক্যসমূহই ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল মা'আনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ বাক্যকে মুকাতাযায়ে হাল মোতাবেক গঠন করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখা।

ইলমুল বালাগাতের ক্রমবিকাশ

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বালাগাতের ক্রমবিকাশের ধারা কি ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকী (মৃঃ ১৮৭ হিঃ) এ বিষয়ে কিছু মূলনীতি তৈরি করেন। তবে তার এ মূলনীতিগুলো কোনো লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়না। তারপর আবূ উসমান আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব ইস্পাহানী

রহ.(মৃঃ ২৫৫ হিঃ), যার উপনাম ছিল আবু উসমান এবং যাহেয নামে মশহুর ছিলেন। তিনি এ বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেন। তাকে কেউ কেউ ইলমুল মা'আনীর প্রথম প্রবর্তক বলে থাকেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ اَلْبَيَانُ وَالتَّبْيِيْنُ এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। তারপর শুরু হয় শায়খ আবূ বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (মৃঃ ৪৭১/৪৭৪ হি ঃ) এর যুগ। এ বিষয়ে তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থ دَلَائِلُ الْاِعْجَازِ এক অসামান্য কীর্তি। এ কিতাবে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব আলোচনাকে সন্নিবেশিত করেছেন। তারপর শুরু হয় আবূ ইয়াকূব ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ সাক্কাকী রহ. (মৃতঃ ৬২৬ হিঃ) এর সময়কাল। তিনি ছিলেন একাধারে নাহু, সরফ, ফিক্হ, মানতিক ও বালাগাতের ইমাম। ইলমের সব শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি তাঁর অনন্য গ্রন্থ مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ তিন খণ্ডে সমাপ্ত করেন।

ইলমুল বয়ান এর আভিধানিক অর্থ

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বায়ানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ بَيَانٌ শব্দের অর্থ– স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে সুস্পষ্ট ও সাবলীল কথাবার্তা ব্যক্ত করা হয়, তাকেও بَيَانٌ বলা হয়।

ইলমুল বয়ান এর পারিভাষিক অর্থ

بَيَانٌ ঐ ইলমকে বলা হয়, যার সাহায্যে একটি বিষয়কে একাধিকভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এর একেকটি পদ্ধতি অন্যটির তুলনায় উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়। যেমন, تَشْبِيْهٌ، مَجَازٌ، اِسْتِعَارَةٌ ও كِنَايَةٌ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বায়ানের আলোচ্য বিষয় কি ?

উত্তর ঃ শব্দমালা ও শব্দমালা দ্বারা গঠিত বাক্যাবলি, যেখানে মনের অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বায়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ একটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করা এ ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

ইলমুল বয়ানের ক্রমবিকাশ

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বায়ানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস কি ?

উত্তর ঃ ইলমের প্রবর্তকদের মধ্যে সীবওয়াইহ, খলীল ইবনে আহমদ, আবূ উবাইদাহ মা'মার ইবনে মুসান্না রহ. (মৃত্যুঃ ২০৯ হি.) প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। মা'মার ইবনে মুসান্না রহ. এ বিষয়ে مَجَازُ الْقُرْآنِ নামে একটি সমৃদ্ধ কিতাব লিখেন। এতে তিনি কুরআনের সকল বর্ণনাপদ্ধতি এবং রচনাশৈলীকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। আবূ আলী মুহাম্মদ ইবনে হাসান হাতেমী রহ. (মৃঃ ৩৮৮ হি.) এর থেকে এ শাস্ত্রের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। তিনি "سِرُّ الصِّنَاعَةِ وَأَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। যার মাধ্যমে তিনি ইলমুল বয়ানের যথেষ্ট খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর পরে আবুল হাসান মুহাম্মদ তাহির শরীফ রযী মূসাবী (মৃঃ ৪০৬ হি.) উল্লিখিত বিষয়ে দু'টি কিতাব লিখেন। একটি হল تَلْخِيصُ الْبَيَانِ عَنْ مَجَازَاتِ الْقُرْآنِ অপরটি হল, مَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ কিতাবদ্বয়ে কুরআন ও হাদীস এর অভিনব ইসতিআরা ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর আবূ মনসূর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ছা'আলিবী (মৃঃ ৪২৯ হি.) سِحْرُ الْبَلَاغَةِ وَسِرُّ الْبَرَاعَةِ নামে এ বিষয়ে একটি উত্তম কিতাব লিখেন। এরপর শায়খ আবূ বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (মৃঃ ৪৭৪ হি.) কর্তৃক রচিত أَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ এবং আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী রচিত আসাসুল বালাগাহ أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধতম কিতাব।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বদী' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ بَدِيع শব্দটি بَدَعَ الشَّيْئَ থেকে নির্গত। এর অর্থ হল– কোনও জিনিসকে উপমা বা নজিরবিহীন সৃষ্টি করা। সুতরাং بَدِيع অর্থ হল– অভিনব, নব উদ্ভাবিত, স্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকেই নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন, তাই তাকে اَلْبَدِيع বলা হয়। যেমন, কুরআনের আয়াত– بَدِيعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ। অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ بَدِيع ঐ ইল্‌মকে বলা হয়, যার সাহায্যে বাক্যলঙ্কারের এমন সব নিয়ম-কানুন জানা যায়, যার প্রয়োগ বাক্যের ফাসাহাত ও বালাগাতের অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ হওয়ার পর হয়।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বদী' এর আলোচ্য বিষয় কি ?

উত্তর ঃ বাক্যলঙ্কারের এসব নিয়মনীতি সমৃদ্ধ ইবারতই এ বিষয়ের আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বদী' এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য মাধুর্য সৃষ্টি করা।

ইলমুল বদী'এর ক্রমবিকাশ

প্রশ্ন ঃ ইলমুল বদী' এর ক্রমবিকাশের ধারা কি ?

উত্তর ঃ আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আল মুরতাযী বিল্লাহ্ আব্দুল্লাহ ইবনে আল মু'তায (মৃঃ ২৯৬ হি.) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কিতাব রচনা করেন। তাঁর কিতাবের নাম اَلْبَدِيْع এটি কিছুদিন পূর্বে জার্মানে প্রকাশিত হয়েছে। ইলমের এ শাখাটি তাঁর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় এবং তিনিই এ ইলমের নাম اَلْبَدِيْعُ নির্বাচন করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবের শুরুতে লিখেন– مَاجَمَعَ قَبْلِيْ فُنُوْنَ الْبَدِيْعِ اَحَدٌ "আমার পূর্বে بَدِيْع বিষয়ে কেউ কলম ধরেনি।" তিনি তার কিতাবে ইলমে বদী' এর সতেরটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। তারপর কুদামা ইবনে জা'ফর (মৃঃ ৩৩৭ হি.) আরও তেরটি নিয়ম বৃদ্ধি করেন। যার ফলে মোট ত্রিশটি নিয়ম হয়। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম نَقْدُ النَّثْر । এতে তিনি قِيَاس ـ حَدّ ـ وَصْف ও رَسْم এর আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি কিতাবের নাম হল, نَقْدُ الشِّعْر এ কিতাবে তিনি مُبَالَغَه ـ تَشْبِيْه ـ تَمْثِيْل ـ تَرْصِيْع ـ وَزْن قَافِيَه اَسْبَابُ جُوْدَةِ الشِّعْر ـ حَدُّ الشِّعْر ইত্যাদি বিষয় আলোচা করেন। তাঁর রচিত আরেকটি কিতাব রয়েছে, যার নাম جَوَاهِرُ الْاَلْفَاظ। পরবর্তীকালে আবূ হিলাল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাহ্ল আসকারী صَنَاعَت প্রসঙ্গে আরও সাতটি নিয়ম যোগ করেন। এতে صَنَاعَت এর সংখ্যা দাঁড়ায় সাঁইত্রিশটি। তাঁর রচিত কিতাবের নাম اَلصَّنَاعَتَيْن । কিতাবটি আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনায় অদ্বিতীয়। তারপরে কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী (মৃঃ ৪০৩ হি.) اِعْجَازُ الْقُرْاٰن নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি ইলমে বাদী সম্পর্কে তার পূর্বসূরিদের মতামত পর্যালোচনা করে দলীলের সাহায্যে বিভিন্ন মতকে অগ্রাধিকার দেন। তারপর আবূ আলী হাসান ইবনে রাশীক কায়রাওয়ানী আযদী (মৃঃ ৪৬৩ হি.) এবং শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইউসুফ তীফাশী (মৃঃ ৬৫১ হি.) ইলমে বদী' এর صَنَاعَت এর

আরও নিয়ম বৃদ্ধি করে তা সত্তরে উন্নীত করেন। এ ছাড়া ইবনে রাশীকের কিতাব اَلْعُمْدَةُ فِىْ مَحَاسِنِ الشِّعْرِ وَ اٰدَابِهٖ ইবনে মুনকিয এর কিতাব اَلتَّفْرِيْعُ فِى الْبَدِيْعِ এবং শায়খ হামাবীর কিতাব خَزَانَةُ الْاَدَبِ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিতাবের লেখক পরিচিতি

প্রশ্ন ঃ লিখকের পরিচিতি বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ জন্ম ও বংশঃ নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ। লকব আবুল মা'আনী, জামালুদ্দীন ও কাযিউল-কুযাত। পিতার নাম আবদুর রহমান। তিনি ৬৬৬ মতান্তরে ৬৬০ হিজরীতে কাযবীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন ঃ আল্লামা কাযবীনী ছিলেন হিজরী সপ্ত শতকের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি অতি অল্প সময়ে ফিক্হ শাস্ত্র আয়ত্ব করেন এবং রোমের সীমান্ত অঞ্চলে মাত্র ২০ বছর বয়সে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন পর দামেস্কে এসে ইলমে মা'আনী, বয়ান, আদব, হাদীস তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে আরও গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এরপর দামেস্কের জামে মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন। পরে সিরিয়া ও মিসরে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তেকালঃ বিচারপতির দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। কোন চিকিৎসায় তাঁর রোগা নিরাময় হয়নি। অবশেষে ১৫ই জুমাদালউলা ৭০৯ হিজরীতে মহান আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরজগতে পাড়ি জমান।

রচনাবলী ঃ তিনি আল্লামা জুরজানী ও আবু ইয়াকুব সাক্কাকীর রচনা পদ্ধতির সমন্বয়ে মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডের তালখীছ রচনা করেন। যার নাম তালখীছুল মিফতাহ। এরপর আল-ই'যাহ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরও বহু কিতাব রচনা করেন।

তালখীছুল মিফতাহ ও এর শরাহ

এটি একটি অনুপম কিতাব। যার দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, বিন্যাস, বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত উপস্থাপন সব মিলিয়ে এটি একটি চমৎকার সংকলন। যদ্দরুন বহু আলেম এর শরাহ লিখেছেন। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শরাহ হলঃ ○ মুখতাসারুল মা'আনী –শেখ সা'দুদ্দীন তাফতাজানী। তালখীছে চয়িত কবিতাগুলোর উপরও একাধিক শরাহ রচিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَنْعَمَ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ

সহজ তরজমা

করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; তার নিয়ামতরাজি এবং মনের ভাব প্রকাশ শিক্ষা দানের ওপর; যা আমরা অনবগত ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ কিতাবের শুরুতে আল্লাহর নাম ও প্রশংসা আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ তালখীসুল মিফতাহ প্রণেতা তার কিতাব بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করেছেন। এরপর তথা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এনেছেন। বস্তুতঃ তিনি এমনটি করেছেন কুরআনে কারীমের অনুসরণার্থে। কেননা কুরআন মজীদও প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ এরপর حَمْدُ اللّٰهِ দ্বারা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হাদীস শরীফে بِسْمِ اللّٰهِ ও حَمْدُ اللّٰهِ বর্জনকারীর ব্যাপারে যে ধমকি এসেছে, এর থেকে আত্মরক্ষার জন্য। যেমন, বলা হয়েছে,

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ، كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ فَهُوَ اَبْتَرُ

অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার নাম ও প্রশংসা ছাড়া কাজ শুরু করে তাহলে তার কাজ অসম্পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন ঃ লেখক রহ. بِسْمِ اللّٰهِ এবং حَمْدُ اللّٰهِ কে আতফের সাথে বয়ান করেননি কেন? অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَنْعَمَ বলেন নি কেন ?

উত্তরঃ বাক্য দুটির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে مَقْصُوْد بِالذَّاتِ বা মূখ্য উদ্দেশ্য; একটি অপরটি অনুগামী নয়। যদি আতফের সাথে উল্লেখ করা হত, তাহলে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বাক্য مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ প্রমাণিত হত না।

حَمْد এর সংজ্ঞাঃ حَمْد এর আভিধানিক অর্থ, প্রশংসা করা। পারিভাষিক অর্থ– সম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুখে কারও প্রশংসা করা। এ প্রশংসা চাই কোন অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত হোক কিংবা অনুগ্রহ ছাড়াই হোক।

উল্লেখ্য যে, হামদের স্থানে পাঁচটি বিষয় থাকে। (১) حَامِد বা প্রশংসাকারী। (২) مَحْمُوْد বা যার প্রশংসা করা হয়। (৩) مَحْمُوْدٌ بِهٖ বা যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়। (৫) صِيْغَه বা হাম্দ নির্দেশক শব্দ

প্রশ্ন ঃ شُكْر **এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?**

উত্তর ঃ شُكْر এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা তাফতাযানী রহ. বলেন, شُكْر এমন কাজ, যা অনুগ্রহকারীর সম্মান বুঝায় তার অনুগ্রহকারী হওয়া হিসাবে। চাই তা মুখে হোক বা অন্তরে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই দ্বারাই হোক।

উল্লেখ্য যে, حَمْد এবং شُكْر এর একটি مَوْرِد এবং একটি مُتَعَلِّق (লাম যবর যুক্ত) রয়েছে। مَوْرِد দ্বারা উদ্দেশ্য, حَمْد ও شُكْر প্রকাশস্থল অর্থাৎ যে অঙ্গ দ্বারা হামদ এবং شُكْر প্রকাশিত হয়। যেমন, حَمْد এর প্রকাশস্থল শুধু মুখ। شُكْر এর প্রকাশস্থল মুখ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর مُتَعَلِّق দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে যে জিনিসের মোকাবেলায় হামদ ও শোকর হয়। অর্থাৎ حَمْد এর মধ্যে مَحْمُود এবং شُكْر এর মধ্যে مَشْكُوْرعَلَيْهِ স্ব-স্ব مُتَعَلِّق হয়ে থাকে। এ ভূমিকার পর কথা হল, مَوْرِد حَمْد বা হামদের প্রকাশস্থল এবং مَوْرِد شُكْر বা শোকর এর প্রকাশস্থল এর মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক কেননা حَمْد এর প্রকাশস্থল খাস এবং شُكْر এর প্রকাশস্থল আম। যে দু'জিনিসের মধ্যে একটি খাস, অপরটি আম হয়, এদের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক থাকে। কাজেই হামদ এর প্রকাশস্থল এবং শোকর এর প্রকাশস্থলের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে উভয়টির مُتَعَلِّق এর মাঝেও عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক। কেননা حَمْد এর مُتَعَلِّق (নেয়ামত ও গায়রে নেয়ামত) আম। আর شُكْر এর مُتَعَلِّق খাস (শুধুমাত্র নেয়ামত)। তদ্রুপ হামদ ও শোকর এর মর্মার্থের মধ্যেও عُمُوْم خُصُوْص وَجْه এর সম্পর্ক। কেননা عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এর সম্পর্ক হয়, যেখানে দুটি কুল্লির মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি কুল্লির মাঝে অল্প عُمُوْم এবং অল্প خُصُوْص হয়ে থাকে, তা এখানে বিদ্যমান। কারণ, حَمْد তার مُتَعَلِّق এর বিবেচনায় তো عَام কিন্তু তার প্রকাশস্থল এর বিবেচনায় خَاص কিন্তু شُكْر এর বিপরীত। অর্থাৎ شُكْر তার مُتَعَلِّق এর বিবেচনায় আম। মোটকথা, যেহেতু حَمْد এবং شُكْر এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির মধ্যে অল্প عُمُوْم এবং অল্প خُصُوْص রয়েছে, তাই উভয়টির মাঝে আবশ্যিকভাবে عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এর সম্পর্ক হবে।

প্রশ্ন ঃ উমূম খুসূস মিন্ অজ্হিনের জন্য কি প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এর জন্য তিনটি উদাহরণ পাওয়া আবশ্যক। (১) এমন উদাহরণ, যার উপর حَمْد এর সংজ্ঞা প্রয়োগ হয় এবং شُكْر এর সংজ্ঞাও প্রয়োগ হয়। (২) এমন উদাহরণ, যার উপর শুধু حَمْد এর সংজ্ঞা প্রয়োগ হবে। (৩) এমন উদাহরণ যার উপর শুধু شُكْر এর সংজ্ঞা প্রয়োগ

হয়। যেমন, খালেদ হামিদের অনুগ্রহের মোকাবেলায় মুখে তার প্রশংসা করল। যেহেতু মুখে প্রশংসা করা হয়েছে, সেহেতু এটি হামদ। আবার যেহেতু অনুগ্রহের মোকাবেলা প্রশংসা করা হয়েছে, সেহেতু শোকর হয়েছে। খালেদ যদি কোন অনুগ্রহ ছাড়াই মুখে হামিদের প্রশংসা করে, তাহলে এমতাবস্থায় حَمْد তো পাওয়া যাবে কিন্তু شُكْر পাওয়া যাবে না। যদি খালেদ কোন অনুগ্রহের মোকাবেলায় মুখ ছাড়া অন্য পন্থায় হামিদের প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে এমতাবস্থায় شُكْر পাওয়া যাবে; কিন্তু حَمْد পাওয়া যাবে ন

প্রশ্ন ঃ "আল্লাহ" শব্দের বিশ্লেষণ দাও ?

উত্তর ঃ লোকজন যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তার ব্যাপারে বিস্ময়ে হতবিহবল, তদ্রূপ তার নামের ব্যাপারেও। প্রাচীন দার্শনিকগণ আল্লাহ তা'আলার اِسْم ذَاتِى বা সত্তাগত নাম হওয়াকে অস্বীকার করেন। আবার যারা আল্লাহ তা'আলার اِسْم ذَاتِى হওয়ার প্রবক্তা তাদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, اَللّٰه শব্দ اِسْم جَامِد। কেউ কেউ বলেন, اِسْم مُشْتَق। যারা اِسْم مُشْتَق বলেন, তাদের মধ্যেও এর উৎসমূল বা মুশতাক মিন্‌হু নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কাযী বায়যাবী রহ. এ ব্যাপারে সাতটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। اَللّٰهُ শব্দ কুল্লী না কি জুয্ঈ, এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তার তাহকীক একটি কঠিন কাজ, অনুরূপভাবে اَللّٰهُ শব্দের তাহকীকও একটি কঠিন কাজ। আল্লামা তাফতাযানী রহ. আল্লাহ তা'আলার যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বুঝা যায়, তার মতে اَللّٰهُ শব্দটি আল্লাহর সত্তাগত নাম। সাথে সাথে اَللّٰهُ শব্দটি জুয্ঈ এবং اِسْم جَامِد।

প্রশ্ন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যটি فِعْلِيَّه নাকি اِسْمِيَّه?

উত্তর ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মূলতঃ جُمْلَه فِعْلِيَّه ছিল। কিন্তু جُمْلَه اِسْمِيَّه নেওয়া হয়েছে। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মূলতঃ مَنْصُوْب ছিল অর্থাৎ حَمْدُ اللّٰهِ ছিল। কোনও কোনও আলেম এটাকে مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে আবার কেউ مَفْعُوْل مُطْلَق হওয়ার কারণে مَنْصُوْب পড়েছেন। যারা مَفْعُوْل بِه বলেন, তারা نُوْجِدُ حَمْدَ اللّٰهِ। فِعْل نَاصِب উহ্য ধরেন। তাদের মতে উহ্য ইবারত ছিল نُوْجِدُ পক্ষান্তরে যারা مَفْعُوْل مُطْلَق বলেন, তাদের মতে نَحْمَدُ فِعْل نَاصِب উহ্য আছে। উহ্য ইবারত হবে نَحْمَدُ اللّٰهَ حَمْدًا। মোটকথা, নসবদানকারী فِعْل টি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং اَلْحَمْدُ এর نَصَب কে رَفَع দ্বারা পরিবর্তন করে جُمْلَه اِسْمِيَّه বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ হাম্‌দ শব্দটি আগে আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ যুক্তিমতে আল্লাহ শব্দকে حَمْد এর পূর্বে এনে, لِلّٰهِ الْحَمْدُ বলা উচিৎ ছিল। কেননা اَللّٰهُ শব্দ ذَات বা সত্ত্বার বুঝায়; حَمْد শব্দটি বুঝায় গুণ। আর সত্ত্বা সব সময় গুণাবলীর (وَصْف) এর উপর অগ্রবর্তী হয়। কাজেই উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও ذَات বা সত্ত্বাকে অগ্রবর্তী করা উচিৎ। যাতে প্রণয়ন বাস্তব অনুযায়ী হয়ে যায়। কিন্তু রচনা শুরু করার কারণে এ স্থানটি যেহেতু প্রশংসার স্থান, সেহেতু এ স্থানের বিবেচনায় حَمْد কে অগ্রবর্তী করা অধিক গুরুত্ববহ।

মোটকথা, এস্থানে اَللّٰهُ শব্দের গুরুত্ব ذَاتِىْ এবং حَمْد এর গুরুত্ব عَرَضِىْ। আর مُقْتَضٰى حَال এর গুরুত্ব عَرَضِىْ বা প্রাসঙ্গিক; সত্ত্বাগত নয়। আর যে সুরতে مُقْتَضٰى حَال এর গুরুত্ব عَرَضِىْ হয় অর্থাৎ হাল عَرَضِىْ গুরুত্বকে কামনা করে, সে সুরতে عَرَضِىْ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম; ذَاتِىْ গুরুত্বের প্রতিক নয়। অতএব এখানে এ عَرَضِىْ গুরুত্বের কারণে حَمْد কে اَللّٰه এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। যেমন, কাশ্‌শাফ প্রণেতা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ এর মধ্যে اِقْرَاْ ফে'লকে অগ্রবর্তী করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এখানে اِقْرَاْ ফে'লটি আল্লাহর নাম থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ স্থানটি পাঠ করার স্থান অর্থাৎ এখানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয় বরং হুজুর ﷺ কে পাঠ করার জন্য আহ্বান করা উদ্দেশ্য। কাজেই এখানে যেরূপভাবে عَرَضِىْ গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তথা مَقَام قِرَاءَت (পাঠ করার স্থান) এর প্রতি লক্ষ্য করে اِقْرَاْ ফে'লকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে, অথচ আল্লাহর নামের গুরুত্ব ذَاتِىْ বা সত্ত্বাগতভাবে অধিক, অনুরূপভাবে তালখীস প্রণেতাও عَرَضِىْ গুরুত্ব তথা (مَقَام حَمْد) প্রশংসার স্থানের প্রতি লক্ষ্য করে حَمْد কে অগ্রবর্তী করেছেন। যদিও আল্লাহর নামের গুরুত্ব সত্ত্বাগতভাবে বেশি।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে প্রশংসা করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ حَمْد (প্রশংসা) এবং مَحْمُوْد (যার প্রশংসা করা হয়) এর উল্লেখের পর লেখক مَحْمُوْد عَلَيْهِ প্রশংসা করার কারণ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি যে নেয়ামত দিয়েছেন, সে জন্য এবং যা আমরা জানতাম না অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ مُنْعَمْ بِهٖ অনির্দিষ্ট রাখার কারণ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার مُنْعَمْ بِهٖ অসংখ্য অগণিত। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে– وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا (তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা গণে শেষ করতে পারবে না।) কাজেই যদি যাবতীয় নেয়ামত উল্লেখ করা উদ্দেশ্য হলে তা অসম্ভব। কেননা যাবতীয় নেয়ামতকে ব্যক্ত

করতে ভাষা অক্ষম। আবার কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হলে, উক্ত কতক বস্তুর সাথে (مُنْعَم بِهٖ) নেয়ামতসমূহের সীমাবদ্ধতা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে সন্দেহ সৃষ্টি হবে, আল্লাহ তা'আলা কতক নেয়ামতের কারণে প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু যেগুলো উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলোর কারণে তিনি প্রশংসার উপযুক্ত নন। অথচ বাস্তবে তা নয় বরং তিনি তার সকল নেয়ামতের জন্য প্রশংসার উপযুক্ত। মোটকথা, যাবতীয় নেয়ামতকে ব্যক্ত করতে ভাষা অক্ষম। বিধায় নেয়ামতের কোন একটিও উল্লেখ করেননি। একই কারণে কতক নেয়ামতকেও উল্লেখ করেনি।

مَا اَنْعَمَ এর উপর عَلَّمَ এর আত্ফ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ হয়েছে। কেননা আমরা যা জানতাম না তথা ভাষা ও কথা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে তা শিক্ষা দেওয়াও একটি নেয়ামত। সুতরাং ব্যাপক নেয়ামত উল্লেখ করার পর আত্ফের মাধ্যমে এ নির্দিষ্ট নিয়ামত উল্লেখ করার দ্বারা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ হয়েছে। যেমন, تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ এর মধ্যে رُوْح কে مَلٰٓئِكَة এর উপর এবং حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এর মধ্যে صَلٰوةُ وُسْطٰى কে صَلَوٰات এর উপর আত্ফ করা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বয়ানের নেয়ামতকে বিশেষভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন কি ?

উত্তর ঃ নেয়ামতে বয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করার জন্য এ নেয়ামতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলোর একটি হল "বয়ান"। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের কথা অন্যকে বুঝাতে পারে, কিন্তু অন্য প্রাণী তা করতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে নেয়ামতের বয়ানকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছিল। এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কের কারণে প্রশংসা সম্বলিত বাক্যের উপর দরূদ সম্বলিত বাক্যকে আত্ফ করা হয়েছে।

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِمَنْ نَطَقَ بِالصَّوَابِ وَاَفْضَلِ مَنْ اُوْتِىَ الْحِكْمَةَوَفَصْلَ الْخِطَابِ وَعَلٰى اٰلِهِ الْاَطْهَارِوَصَحَابَتِهِ الْاَخْيَارِ

সহজ তরজমা

অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি, যিনি ছিলেন সে সব লোকদের মাঝে সর্বোত্তম, যারা সঠিক কথা বলেছেন এবং সে সকল লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যাদেরকে হেকমত ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। (দরূদ ও সালাম) বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও সুমহান সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ صَلٰوة **শব্দের অর্থ কি ?**

উত্তর ঃ صَلٰوة শব্দটি صَلّٰى শব্দ থেকে গৃহীত। যার শাব্দিক অর্থ দু'আ। যেমন, হাদীসে এসেছে –

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ مَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

এর মধ্যে فَلْيُصَلِّ শব্দটি فَلْيَدْعُ এর অর্থে এসেছে। অনুরূপভাবে আয়াতে কারীমা وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ এর মধ্যে صَلِّ শব্দটি اُدْعُ অর্থে এসেছে। এরপর مَجَازِمُرْسَل হিসেবে صَلٰوة শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট রুকনসমূহ আদায় করার জন্য হতে লাগল। কেননা দু'আ নির্দিষ্ট রুকনসমূহেরই অংশ। সুতরাং جُزْء বলে كُل উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সম্পর্কের ভিন্নতার কারণে صَلٰوة এর অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার সালাত দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য হয়। ফিরিশতাদের সালাত দ্বারা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য হয়। মুমিনদের সালাত দ্বারা রহমত প্রার্থনা ও দু'আ উদ্দেশ্য হয়। আর পক্ষীকূলের সালাত দ্বারা তাসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণা উদ্দেশ্য হয়।

প্রশ্ন ঃ سَيِّد **ও** حِكْمَة **এর মর্ম কি ?**

উত্তর ঃ سَيِّد অর্থ– সরদার, নেতা। مَنْ نَطَقَ بِالصَّوَابِ এবং مَنْ اُوْتِىَ الْحِكْمَةَ। দ্বারা নবীগণ উদ্দেশ্য। কেননা তারা হক ও সত্যের প্রবক্তা। তাদেরকে শরী'আতের ইলমও দেওয়া হয়েছে। অতএব মূল ইবারতের অনুবাদ হবে, "পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার মহানবী মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর; যিনি তাদের মাঝে সর্বোত্তম, যারা হক ও সত্য বলেছেন এবং যাদেরকে শরী'আতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তথা নবীদের জামায়াতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই তিনি গোটা সৃষ্টির মাঝেও

সর্বশ্রেষ্ঠ। فَصْل মাসদারটি مَفْعُوْل তথা اِسْم مَفْعُوْل এর অর্থে অথবা ইসমে ফায়েল فَاصِل এর অর্থে ব্যবহৃত। প্রথমটি হলে মর্ম হবে, সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা সম্বোধিত সবাই বুঝে। তাদের কাছে বাক্যটি দুর্বোধ্য মনে হয় না। আর দ্বিতীয়টি হলে فَصْل خِطَاب এর অর্থ হবে, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। পক্ষান্তরে فَصْل কে মাসদারী অর্থের উপর অটল রাখতে চাইলে তাও বৈধ আছে। এ সুরতে فَصْل خِطَاب কে فَصْل মাসদার এর সাথে নিম্নোক্ত মোবালাগাহ হিসাবে বিশেষিত করা হবে। যেমন, زَيْدٌ عَدْلٌ এর মধ্যে عَدْل শব্দটি যায়েদের সাথে মোবালাগাহ হিসাবে বিশেষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ "آل" শব্দের তাহকীক কর ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ :وَعَلٰى اٰلِهِ الخ ঃ আল্লামা তাফতাযানী রহ. বলেন– آلٌ এর মূলতঃ اَهْلٌ ছিল। কেননা এর তাসগীর اُهَيْلٌ আসে। বলা বাহুল্য, কোন জিনিসের তাসগীর তাকে তার মূল জিনিসের দিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ তাসগীরের মধ্যে শব্দের মূল হরফসমূহ প্রকাশিত হয়ে যায়। অতএব اُهَيْلٌ তাসগীর আসাই প্রমাণ করে যে, هَا মূল হরফ এবং آل মূলতঃ اَهْلٌ ছিল। তবে প্রশ্ন থাকে, اَهْل থেকে آل হল কিভাবে? বলা হয়, এর মধ্যে তা'লীল হয়েছে। "هَا" কে কিয়াসের পরিপন্থী همزه দ্বারা পরিবর্ত করা হয়েছে। অতঃপর اٰمَنَ এর নিয়ম অনুযায়ী হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে آل বানানো হয়েছে। কোনও কোনও আলেম বলেন, آلٌ মূলতঃ اَوَلٌ ছিল। এরপর واو হরকতযুক্ত এবং তার পূর্বের অক্ষর যবরযুক্ত হওয়ার কারণে واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ "آلٌ" ও "اَهْلٌ" এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ শারেহ রহ. آلٌ এবং اَهْلٌ এর পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেন, آلٌ সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তিদের বেলায় ব্যবহৃত হয়। তাদের সম্মান ও আভিজাত্য ইহকালীন হোক। যেমন, آل اِبْرَاهِيْم ـ آل مُحَمَّد অথবা পরকালীন হোক। যেমন, آل فِرْعَوْن প্রমুখ। আবার কেউ কেউ বলেন, اَهْل শব্দটি জ্ঞান সম্পন্ন ও জ্ঞানহীনদের বেলায় ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে آل শব্দটি শুধুমাত্র জ্ঞান সম্পন্নদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ তৃতীয় আরেকটি পার্থক্য বর্ণনা করেন অর্থাৎ آل শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে اَهْل শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ "آل" এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ آل দ্বারা কি উদ্দেশ্য –এ ব্যাপারে সামান্য মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, آل দ্বারা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যাদের উপর সদকার মাল ভক্ষণ করা হারাম এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।

রাফেজীরা বলে, آل দ্বারা হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন রাযি. উদ্দেশ্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে হুজুর ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণ ও পরিবার-পরিজন উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক পরহেযগার মুমিনই তাঁর آل এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ الأطهار ، صحابته ও خير শব্দের তাহকীক কর ?

উত্তর ঃ اَلْأَطْهَارُ শব্দটি ال এর ছিফাত। এটি طَاهِرٌ এর বহুবচন। যেমন, أَطْهَار শব্দটি أَصْحَابٌ صَاحِبٌ এর বহুবচন। মুছান্নিফ রহ. ال এর ছিফাত হিসেবে أَطْهَار শব্দ ব্যবহার করে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا এর প্রতি ইংগিত করেছেন। صَحَابَةٌ মূলতঃ মাসদার। কিন্তু আধিক্যতার ভিত্তিতে হুজুর ﷺ সাথীদের উপর প্রয়োগ হতে থাকে। পক্ষান্তরে أَصْحَاب শব্দটি ব্যাপক। এটি তার প্রত্যেক সাথীদের ক্ষেত্রে বলা যায়। أَخْيَار শব্দটি خَيِّر (তাশদীদযুক্ত) এর বহুবচন। তাশদীদ বিহীন خَيْر এর বহুবচনও أَخْيَار আসে। কেননা তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদ শূন্য উভয়টি ছিফাতে মোশাব্বাহ এবং উভয়টির বহুবচন أَخْيَار এর ওজনে আসে। উভয়টির অর্থের মাঝে পার্থক্য হল, خَيْر তাশদীদ মুক্ত হলে সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে এবং خَيِّر তাশদীদ যুক্ত হলে সততা ও ধার্মীকতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ নেওয়াই সমীচীন। أَخْيَار শব্দটি দ্বারা মুছান্নিফ রহ. কুরআনের আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এবং হাদীস خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي এর দিকে ইংগিত করেছেন।

أَمَّا بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا مِنْ أَجَلِّ الْعُلُوْمِ قَدْرًا وَأَدَقِّهَا سِرًّا إِذْ بِهِ يُعْرَفُ دَقَائِقُ الْعَرَبِيَّةِ وَأَسْرَارُهَا وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوْهِ الْإِعْجَازِ فِىْ نَظْمِ الْقُرْاٰنِ أَسْتَارُهَا

সহজ তরজমা

হামদ ও সালাতের পর! ইলমে বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যাসমূহ উচ্চমর্যাদা ও সূক্ষ্ম রহস্য সম্বলিত একটি শাস্ত্র। কেননা এর দ্বারা আরবী ভাষার তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করা যায় এবং উন্মোচিত করা হয় কুরআনের অলৌকিকতার মুখ হতে আবরণকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ أَمَّا শব্দের মূলতঃ কি ছিল ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। যথা–

(১) أَمَّا মূলতঃ أَنْ مَا ছিল। নূনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে।

(২) أَمَّا মূলতঃ مَهْمَا ছিল। প্রথম মীম হামযার মধ্যে কালবে মাকানী করা হয়েছে। এরপর মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) أَمَّا মূলতঃ مَهْمَا ছিল। প্রথম মীম ও "হা" এর মধ্যে কালবে মাকানী উলোট-পালট করা হয়েছে। তারপর মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম এবং "হা" কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

(৪) أَمَّا শব্দটি তার আসল অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ এটাই মূল।

প্রশ্ন ঃ "أَمَّا" শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ এ শব্দ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(১) তাকীদের জন্য। যেমন, أَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ। এর অর্থ, مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ অর্থাৎ যখনই কোন জিনিস অস্তিত্বশীল হবে, তখনই যায়েদ যাবে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রতি মুহূর্ত কোন না কোন জিনিস অস্তিত্ব লাভ করছে। এটা যেমন সত্য, তেমনি যায়েদের গমনও প্রমাণিত সত্য হবে। বস্তুতঃ কোন জিনিস নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়ার নামই তাকীদ। অতএব أَمَّا শব্দ তাকীদের জন্য হয় বলে প্রমাণিত হল।

(২) তাফসীল বা ব্যাখ্যার জন্য। যেমন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ। এর মধ্যে أَمَّا শব্দ দ্বারা ضَرْبِ مَثَلٍ তথা প্রবাদ মান্যকারী ও অমান্যকারীর ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য।

(৩) শর্তের জন্য। যেমন, اَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ । এর মধ্যে যায়েদের যাওয়া কোন জিনিস বিদ্যমান হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। এর নামই শর্ত। এখানে اَمَّا শব্দটি তার পরবর্তী বিষয়কে পূর্ববর্তী বিষয় থেকে পৃথক করার জন্য চয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ "بَعْدُ" শব্দের তাহকীক ও ব্যবহার রীতিকি ?

উত্তর ঃ এখানে بَعْدُ শব্দটি ইযাফত থেকে বিচ্ছিন্ন যরফে যমান মবনী। উহ্য ইবারত হল, بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ । এর ব্যাখ্যা হল, قَبْلُ ও بَعْدُ শব্দদ্বয় যরফ এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো যরফে মাকানের জন্যও ব্যবহৃত হয় আবার যরফে যমানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে بَعْدُ শব্দটি যরফে যমানের জন্য ব্যবহৃত; মাকানের জন্য নয়। উভয়টির তিন অবস্থা। (১) এর মুযাফ ইলাইহি উল্লেখ থাকবে। (২) এর মুযাফ ইলাইহি বিস্মৃত থাকবে। (৩) এর মুযাফ ইলাইহি উহ্য থাকবে কিন্তু মা'নবী হবে অর্থাৎ শব্দের মধ্যে উহ্য হলেও মনের মধ্যে থাকবে। প্রথম দু' সুরতে উভয়টি তার عَامِل অনুযায়ী মু'রাব হয়। তৃতীয় সুরতে পেশের উপর মবনী হয়।

প্রশ্ন ঃ ইলমে বালাগাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও গভীরতার প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. مِنْ اَجَلِّ الْعُلُوْمِ এর মধ্যে مِنْ تَبْعِيْض এনে ইংগিত করেছেন, ইলমে বালাগাত মর্যাদায় কতক ইলম থেকে শ্রেষ্ঠ; সমস্ত ইলম থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। কেননা ইলমে তাওহীদ, ইলমে উসূল, ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীস ইত্যাদি ইলমে বালাগাত থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন।

মোটকথা, কোনও কোনও বিদ্যার বিপরীতে ইলমে বালাগাতের মর্যাদা সর্বাধিক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। لَفْ نَشْر غَيْر مُرَتَّب হিসাবে (ক্রমিকানুসারে) মুছান্নিফ রহ. ইলমে বালাগাত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ার দলীল উল্লেখ করেছেন। তারপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, ইলমে বালাগাত এ জন্য সূক্ষ্ম যে, আরবী ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ও রহস্যসমূহ ইলমে বালাগাত এবং তার অনুগামী ইলম দ্বারা জানা যায়; এ ছাড়া অন্যান্য ইলম যেমন অভিধান শাস্ত্র, নাহুব ও সরফ ইত্যাদি দ্বারা তা জানা যায় না। আর রহস্যভেদের বিচারের ইল্মে বালাগাত নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সূক্ষ্ম। এ শ্রেষ্ঠত্বের দলীল প্রসঙ্গে মুছান্নিফ রহ. বলেন, ইলমে বালাগাত এ জন্য শ্রেষ্ঠ যে, বালাগাতের সূক্ষ্মতা ও রহস্যভেদ যা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত, তা কুরআন মোজেযা হওয়ার কারণ। এর উপর আবৃত পর্দা এ ইলম দ্বারা দূর করা হয় অর্থাৎ ইলমে বালাগাত দ্বারাই জানা যায়, কুরআন مُعْجِزٌ বা অক্ষমকারী। এর বিপরীত করা এবং এর দৃষ্টান্ত পেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন কথা হল, কুরআন مُعْجِز তথা অক্ষমকারী কীভাবে? এর উত্তর হল, কুরআন যেহেতু বালাগাতের শ্রেষ্ঠ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের বালাগাত বিদ্যমান। এর মধ্যে বালাগাতের কোন স্তর নেই, সেহেতু কুরআন مُعْجِز বা অক্ষমকারী।

প্রশ্ন ঃ কুরআন যে বালাগাতের শ্রেষ্ঠ কিতাব এ কথার দলীল কি?

জবাব ঃ কুরআন এমন সূক্ষ্মতা ও রহস্যভেদে ভরপুর, যা মানবীয় সাধ্যের উর্ধ্বে। বিধায় কুরআনের মধ্যে নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের বালাগাত রয়েছে। মোটকথা, ইলম বালাগাতের দ্বারা اِعْجَاز قُرْآن এর পদ্ধতি ও নিয়ম কানুনের জ্ঞান অর্জন হয়। আর اِعْجَاز قُرْآن এর পদ্ধতির জ্ঞান রাসূল ﷺ এর সত্যতা প্রমাণের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ যখন কুরআনের اِعْجَاز প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং জানা যাবে, কুরআন مُعْجِز বা অক্ষমকারী, মানুষের জন্য এর দৃষ্টান্ত পেশ করা অসম্ভব, তখন প্রমাণিত হবে কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের উপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল, কুরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ওহী নবীর উপর অবতীর্ণ হয়। অতএব হুজুর ﷺ যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হত, তিনি যে নবী, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর লোকজনও তাকে নবী হিসাবে সত্যায়ণ করবে। মোটকথা, اِعْجَاز قُرْآن এর জ্ঞান রাসূল ﷺ এর সত্যতা প্রমাণের সোপান। তাকে সত্যায়ন করা ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত সৌভাগ্য ও সফলতার চাবিকাঠি। কাজেই ইলমে বালাগাত মর্যাদার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ইলম হবে। কেননা কোন ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও নগণ্যতার ভিত্তি হল, তার বিষয়সমূহ ও উদ্দেশ্য। সুতরাং ইলমে বালাগাতের বিষয়সমূহ তথা اِعْجَاز قُرْآن যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সেহেতু ইলমে বালাগাতও সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এর উদ্দেশ্য তথা নবী করীম ﷺ এর সত্যায়ণ অথবা ইহকালীন ও পরকালীন সফলতাও যেহেতু শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই ইলমে বালাগাতও শ্রেষ্ঠ ইলমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন ঃ উপরিউক্ত পাঠে প্রাপ্ত ইজায কি ?

উত্তর ঃ وُجُوْه اِعْجَاز দ্বারা বালাগাতের পদ্ধতি ও প্রকার উদ্দেশ্য, যেগুলোর দ্বারা اِعْجَاز অর্জিত হয়। এ পদ্ধতিও প্রকারসমূহের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এর পদ্ধতির সম্পর্ক শুধুমাত্র তারকীবগুলোর সাথে।

ইবারতে وُجُوْه اِعْجَاز এর উল্লেখ করাটা اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَة এবং اِسْتِعَارَه হিসেবে হয়েছে। কেননা اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَة বলা হয়, একটি تَخْيِيْلِيَّه জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মনে মনে তাশবীহ দেওয়া এবং তাশবীহ এর রুকনসমূহ থেকে শুধু مُشَبَّه উল্লেখ করা। কিন্তু مُشَبَّه بِه ـ حَرْف تَشْبِيْه এবং

مُشَبَّه উল্লেখ না করা। اِسْتِعَارَه تَخْيِيْلِيَّه বলা হয় وَجْه تَشْبِيْه এর জন্য مُشَبَّه بِه এর কোন লাযেমকে সাব্যস্ত করা। اِسْتِعَارَه تَرْشِيْحِيَّه বলা হয়, مُشَبَّه এর জন্য مُشَبَّه بِه এর কোন মোনাসাব উল্লেখ করা। اِيْهَام বলা হয়, এক শব্দের দুটি অর্থ থাকা। একটি যার নিকটবর্তী ও ব্যবহার বেশি হয়, করীনা ছাড়াই মন সে দিকে ধাবিত হয় আর দ্বিতীয় অর্থ দূরবর্তী হয় অর্থাৎ শব্দটি সে অর্থে কম ব্যবহার হয়। করীনা ছাড়া মন সে দিকে ধাবিত হয় না এবং ঘটনাক্রমে সে করীনা প্রকাশ্যে না হয়ে অপ্রকাশ্যে হয়। অতএব যদি এ শব্দ দ্বারা দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে তাকে اِيْهَام বলে, যার অপর নাম تَوْرِيَه এবং যা مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّه এর অন্তর্ভুক্ত।

মুছান্নিফ রহ. وُجُوْه اِعْجَاز কে পর্দায় আচ্ছাদিত জিনিসের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। উভয়টির মাঝে সমন্বয়কারী এবং وَجْه تَشْبِيْه হল, সৌন্দর্যের ব্যাপার জ্ঞাত না হওয়া। অর্থাৎ যেরূপভাবে পর্দায় আচ্ছাদিত জিনিসের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ অনবগত থাকে, অনুরূপভাবে وُجُوْه اِعْجَاز এর সৌন্দর্যের ব্যাপারেও অধিকাংশ মানুষ অনবগত। সুতরাং মুছান্নিফ রহ. যেহেতু مُشَبَّه তথা শুধু وُجُوْه اِعْجَاز উল্লেখ করেছেন এবং তাশবীহর বাকী রুকনগুলো উল্লেখ করেন নি, তাই وُجُوْه اِعْجَاز এর উল্লেখ করাটা اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه হিসেবে হবে এবং পর্দা مُشَبَّه بِه (পর্দার নিচে আচ্ছাদিত বস্তু) এর জন্য যেহেতু লাযেম। আর লাযেম কে مُشَبَّه তথা وُجُوْه اِعْجَاز এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেহেতু মূল ইবারতের اَسْتَار এর উল্লেখ করাটা اِسْتِعَارَه تَخْيِيْلِيَّه হিসেবে হবে এবং وُجُوْه এর উল্লেখ করাটা اِيْهَام হিসেবে হবে। কেননা وَجْه এর দুটি অর্থ। এক. নির্দিষ্ট অঙ্গ তথা চেহারা। এ অর্থে প্রয়োগ অধিক নিকটবর্তী। এ অর্থে ব্যবহারও অধিক। দুই. পদ্ধতি বা প্রকারসমূহ। এ অর্থে وَجْه শব্দের প্রয়োগ দূরবর্তী। সুতরাং এখানে দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা اِعْجَاز এর জন্য অঙ্গ এবং চেহারা উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব। পূর্বেই বলা হয়েছে, দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াকে اِيْهَام বলে। বিধায় وُجُوْه এর উল্লেখ করাটা اِيْهَام হবে।

প্রশ্ন ঃ নযমে কুরআন এর মর্মার্থ কি ?

উত্তর ঃ نَظْم قُرْاٰن কুরআনের শব্দাবলীর এমন লিপিবদ্ধতার নাম, যার মধ্যে সমস্ত مَعَانِىْ ও اُمُوْر কে তার চাহিদা ভিত্তিক স্থানে রাখা হয়েছে এবং এগুলোর দালালতসমূহে এমনভাবে تَنَاسُبْ ও تَنَاسُقْ হয়েছে যে, প্রত্যেক দালালত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মনের ভাব আদায় করতে কয়েকটি বাক্যের সহাবস্থান এবং মিলন বা একটিকে অপরটির সাথে যুক্ত করে দেওয়ার নাম নযমে কুরআন নয়।

وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِىْ صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ اَبُو يَعْقُوْبَ يُوْسُفُ السَّكَّاكِيُّ اَعْظَمَ مَا صُنِّفَ فِيْهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ نَفْعًا لِكَوْنِهِ اَحْسَنَهَا تَرْتِيْبًا وَاَتَمَّهَا تَحْرِيْرًا وَاَكْثَرَهَا لِلْاُصُوْلِ جَمْعًا

সহজ তরজমা

আর আল্লামা আবূ ইয়াকুব সাক্কাকী কর্তৃক প্রণিত মিফতাহুল উলূম গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় এ বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি হতে সমধিক উপকারী। কারণ, এর বিন্যাস অতি চমৎকার। বিবরণ খুবই পূর্ণাঙ্গ। মূলনীতির আধিক্যতা সম্বলিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মিফতাহুল উলূমের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ كَانَ অংশটি لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ এর উপর আত্ফ হয়েছে। এ ইবারত দ্বারা মুছান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য হল, আল্লামা সাক্কাকী রহ. এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব মিফতাহুল উলূম এর তৃতীয় খণ্ড, যাতে ইলমে মা'আনী, বয়ান ও বদী আলোচনা রয়েছে, সেটি এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ থেকে তিনটি কারণে অধিক উপকারী। যথা–

(১) অন্যান্য কিতাবের তুলনায় এর বিন্যাস উত্তম বা এটি সুবিন্যস্ত। (২) অনর্থক ও অযথা বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (৩) তৃতীয় খণ্ডে যে সমস্ত নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যান্য কিতাবে ততোধিক নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়নি অর্থাৎ অন্যান্য কিতাবের তুলনায় এতে নিয়মনীতি প্রচুর।

একটি প্রশ্নের জবাব

মুছান্নিফ রহ. এর ইবারতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُوْمِ এর মধ্যে مِنْ بَيَانِيَّةٌ অর্থ হল, তৃতীয় খণ্ড তথা مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ। এর দ্বারা বুঝা গেল, তৃতীয় খণ্ডের নামই مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ কিতাবে তিনটি খণ্ড রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নয়টি ইলম। যেমন, প্রথম খণ্ড নাহু-ছরফ ও ইশতিকাক প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় খণ্ড قَوَافِىْ. مَنْطِق ও عَرُوْض এর আলোচনা প্রসঙ্গে। আর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ইলমে মা'আনী, বয়ান ও বদীর আলোচনা। সুতরাং এমনটি হলে তো তৃতীয় খণ্ড مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ এরই একটি খণ্ড হবে। মূল কিতাব মিফতাহুল উলূম হবে না।

উত্তরঃ এ مِنْ শুধু بَيَانِيَه এর জন্য নয় বরং তৎসঙ্গে تَبْعِيْض এর অর্থও রয়েছে। উদ্দেশ্য হল, তৃতীয় খণ্ড তথা মিফতাহুল উলূমের একটি খণ্ড, যাকে তৃতীয় খণ্ড বলা হয়। এ সূরতে তৃতীয় খণ্ড ও মিফতাহুল উলূম দুটি একই বস্তু হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় খণ্ড মিফতাহুল উলূমের মধ্যে সর্বোত্তম খণ্ড। ফলে তৃতীয় খণ্ডই যেন পুরা মিফতাহুল উলূম।

প্রশ্ন ঃ মিফতাহুল উলূম রচয়িতার পরিচয় কি ?

উত্তর ঃ মিফতাহুর উলূমের লেখকের নাম ইউসুফ। আবু ইয়াকুব তার উপনাম। তাকে সাক্কাকী হয়ত তার জন্মস্থান সাক্কাকার দিকে নিসবত করে বলা হয়েছে। কেননা সাক্কাকা নিশাপুর বা ইরাক কিংবা ইয়ামনের একটি জনপদের নাম। অথবা এটি তার বংশীয় নিসবত। যেমন, সুয়ূতী রহ. বর্ণনা করেছেন। কেননা তার পূর্বপুরুষ সাক্কাক বা কর্মকার ছিলেন। স্বর্ণ-রূপার নকশা তৈরী করতেন।

প্রশ্ন ঃ তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ কর ?

উত্তর ঃ لٰكِنْ শব্দটি اِسْتِدْرَاكْ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কথার দ্বারা যে ধারনা সৃষ্টি হয়েছে, সে ধারণা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। পূর্বে ধারণা হয়েছিল, তৃতীয় খণ্ড সুবিন্যস্ত, পূর্ণাঙ্গ ও নিয়ম-নীতি সমৃদ্ধ। বিধায় সেটি حَشْو ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবে। মুছান্নিফ রহ. এ ধারণা খণ্ডন করে বলেন, সকল সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও তৃতীয় খণ্ড حَشْو . تَطْوِيْل ও تَعْقِيْد থেকে অরক্ষিত ছিল। অতএব حَشْو থাকার কারণে تَجْرِيْد তথা حَشْو মুক্তকরণ এর প্রয়োজন ছিল। تَعْقِيْد এর কারণে اِيْضَاح তথা দুর্বোধ্যতা দূরীকরণ প্রয়োজন ছিল এবং تَطْوِيْل এর কারণে اِخْتِصَار তথা সংক্ষেপণের প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন ঃ تَطْوِيْل ঃ حَشْو ও تَعْقِيْد এর অর্থ কি ?

উত্তর ঃ حَشْو বলা হয়, বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে, যার প্রতি বাক্যটি মুখাপেক্ষী নয়। চাই সেই অতিরিক্ত কথা উপকারী হোক বা অনুপকারী হোক এবং সেটি নির্দিষ্ট হোক বা না হোক।

تَطْوِيْل বলা হয় বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে, যা আসল উদ্দেশ্যের বাইরে এবং যার দ্বারা কোন উপকারও হয় না। এদুটির পার্থক্য اِطْنَاب এর অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

تَعْقِيْد বলা হয়, বাক্য দুর্বোধ্য হওয়াকে, যার অর্থ সহজে বিকশিত হয় না। যদি এ দুর্বোধ্যতা শব্দগত ত্রুটির কারণে সৃষ্টি হয়, তাহলে একে تَعْقِيْد لَفْظِيْ বলে। আর শব্দের মধ্যে আগ-পিছ হওয়ার কারণে সৃষ্টি হলে তাকে تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ বলে।

وَلٰكِنْ كَانَ غَيْرَ مَصُوْنٍ عَنِ الْحَشْوِ وَالتَّطْوِيْلِ وَالتَّعْقِيْدِ قَابِلًا لِلْاِخْتِصَارِ وَمُفْتَقِرًا اِلَى الْاِيْضَاحِ وَالتَّجْرِيْدِ اَلَّفْتُ مُخْتَصَرًا يَتَضَمَّنُ مَا فِيْهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَيَشْتَمِلُ عَلٰى مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْاَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ

وَلَمْ اٰلُ جُهْدًا فِىْ تَحْقِيْقِهٖ وَتَهْذِيْبِهٖ وَرَتَّبْتُهٗ تَرْتِيْبًا اَقْرَبُ تَنَاوُلًا مِنْ تَرْتِيْبِهٖ وَلَمْ اُبَالِغْ فِىْ اِخْتِصَارِ لَفْظِهٖ تَقْرِيْبًا لِتَعَاطِيْهِ وَطَلَبًا لِتَسْهِيْلِ فَهْمِهٖ عَلٰى طَالِبِيْهِ

সহজ তরজমা

অবশ্য বাহুল্যতা, অযথা অতিরঞ্জন ও অস্পষ্টতা হতে মুক্ত না হওয়ায় সংক্ষেপণযোগ্য। সুস্পষ্টকরণ ও বিয়োজনের মুখাপেক্ষী। কাজেই আমি এমন একটি পুস্তিকা রচনা করেছি, যাতে উল্লিখিত মূলনীতিগুলো সন্নেবেশিত আছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় উদাহরণ-উদ্ধৃতি।

আর তাত্ত্বিক আলোচনা ও বৈচিত্রায়ণের ক্ষেত্রে আমি কোনরূপ অবহেলা করিনি। সাধারণ বিন্যাস অপেক্ষা সহজে হৃদয়ঙ্গম করার মত করে একে সাজিয়েছি। এর শব্দগুলো সহজ-সাবলীল। উদ্দেশ্যে মাত্রারিক্ত সংক্ষেপণ করেনি। ছাত্রদের জন্য অনায়েসে বোধগম্য ও সুখপাঠ্য।·

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মুখতাসার সংকলকের কারণ কি ?

উত্তর ঃ اَلَّفْتُ ফে'লটি لَمَّا এর জবাব। অর্থাৎ لَمَّا كَانَ থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, সব কিছু মুখতাসার সংকলনের কারণ। ভাবার্থ হল, যেহেতু ইলমে বালাগাত এবং এর অনুগামী ইলম মর্যাদার দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং রহস্যভেদের বিচারে অতি সূক্ষ্ম আর ইলমে বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড বিন্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। অনর্থক কথা মুক্ত হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ এবং উসূল সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপকারী। অথচ حَشْو - تَطْوِيْل ও تَعْقِيْد এর ন্যায় ইলমে বালাগাত বিরোধী বিষয় থেকে মুক্ত নয়। সেহেতু আমি এমন সংক্ষিপ্ত কিতাব সংকলন করছি, যার মধ্যে সেসব কায়েদাসমূহ রয়েছে, যেগুলো তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ আছে। সাথে সাথে এমন মিছাল এবং শাওয়াহেদও উল্লেখ আছে, যেগুলো প্রয়োজনীয়। আমি এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে এবং এটাকে সম্পাদনা করতে কোন ত্রুটি করিনি।

প্রশ্ন ঃ মিছাল ও শাহেদের সংজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ أَمْثِلَة শব্দটি مِثَال এর বহুবচন। مِثَال বলা হয়, এমন جُزْئِيْ কে, যা কায়েদার স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতার জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন, তুমি বললে– নাহুর কায়েদা হল, كُلُّ مَفْعُوْلٍ مَنْصُوْبٌ তথা প্রত্যেক মাফউল মানসূব হয়। যেমন, رَأَيْتُ زَيْدًا। লক্ষণীয় যে, رَأَيْتُ زَيْدًا বাক্যটি উক্ত কায়েদাকে স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং رَأَيْتُ زَيْدًا এ কায়েদার মিছাল হবে।

شَاهِد বলা হয় এমন جُزْئِيْ কে, যা কায়েদাকে প্রমাণিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন, তুমি একটি কায়েদা বর্ণনা করলে যে, لَنْ ফে'লে মুযারে থেকে নূনে এরাবীকে বিলুপ্ত করে দেয়। এর প্রমাণের জন্য কুরআনে একটি আয়াত لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ উল্লেখ করলে। এ আয়াতকে মিসাল বলা হবে না বরং শাহেদ বলা হবে।

প্রশ্ন ঃ মিছাল ও শাহেদের মাঝে সম্বন্ধ কি ?

উত্তর ঃ شَاهِد মিসাল থেকে খাছ। উভয়টি মাঝে রয়েছে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক। কারণ, شَاهِد এর জন্য জরুরী হল, তা কুরআন থেকে অথবা হাদীস থেকে কিংবা এমন লোকের উক্তি হতে হবে, যিনি আরবী সাহিত্যে স্বীকৃত এবং নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে مِثَال এর জন্য এ বিষয়টি জরুরী নয়। তাই شَاهِد মিছাল হতে পারে। কিন্তু مِثَال এর জন্য شَاهِد হওয়া জরুরী নয়। দ্বিতীয়তঃ مِثَال শুধু স্পষ্ট করার জন্য হয়। এতে কায়েদা প্রমাণিত হতে পারে; নাও হতে পারে। আর شَاهِد কায়দাকে স্পষ্ট করার সাথে সাথে প্রমাণিতও করে। অতএব شَاهِد কুল্লী হল। مِثَال হল جُزْئِيْ। আর কুল্লী جُزْئِيْ থেকে خَاص হয়। তাই شَاهِد খাস হল; مِثَال হল আম। অবশ্য যদি বলা হয়, شَاهِد শুধু কায়েদাসমূহ প্রমাণিত করার জন্য উল্লেখ করা হয় আর مِثَال শুধু কায়েদাসমূহ স্পষ্ট করার জন্য পেশ করা হয়, তাহলে উভয়টার মাঝে تَبَايُن বা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক হবে। তদ্রূপ যদি شَاهِد কায়েদাসমূহ প্রমাণিত করার জন্য উল্লেখ হয়; স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ হোক বা না হোক। আর مِثَال কায়েদাসমূহ স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ হয়; প্রমাণ করার জন্য হোক বা হোক। এ ক্ষেত্রে এটি আম। এ সুরতে উভয়টির মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এর সম্পর্ক হবে।

প্রশ্ন ঃ "لَمْ أَلُ" শব্দের তাহকীক কর ?

উত্তর ঃ أَلُ ছীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّم বহস فِعْل مُضَارِع। এর মূল ছিল أَأْلُو প্রথম হামাযাটি মুতাকাল্লিমের এবং দ্বিতীয় হামযাটি فاء কালিমার। দ্বিতীয় হামযাকে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় آلو হয়েছে। এরপর لَمْ আসার কারণে واو পড়ে গেছে। তাই آل হয়ে গেছে। অথবা এটি آلو থেকে উদ্ভূত। آلو হামযা যবর যুক্ত এবং লাম

সাকিন যুক্ত। অথবা উভয়টি পেশযুক্ত। এর অর্থ– অলসতা করা, ঢিলেমি করা। তবে কখনও تَضْمِيْن এর ভিত্তিতে নিষেধ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। لَا آلُوْكَ جُهْدًا (আমি তোমাকে পরিশ্রম করা থেকে বাঁধা দিব না।) প্রথম অর্থ হিসাবে এক মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে এবং দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে দুটি মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে। শারেহ রহ. বলেন, এ স্থানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু' মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হয়, দ্বিতীয় মাফউল তো جُهْدًا। প্রথম মাফউল কি? এর উত্তরে শারেহ রহ. বলেন, প্রথম মাফউল উহ্য আছে। মূল ইবারত হল, لَمْ اٰلُوْكَ جُهْدًا তথা لَمْ اَمْنَعْكَ جُهْدًا অর্থাৎ আমি এ মুখতাসারের তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেসব আলোচনা এতে উল্লেখ আছে, এগুলোর তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারে আমি চেষ্টাকে তোমার থেকে নিষেধ করিনি। উদ্দেশ্য হল, আমি এ কিতাবের তাহকীক (তথ্যানুসন্ধানের) এবং তাহযীব (অপ্রয়োজনী বিষয়াবলী বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে) পুরাপুরি চেষ্টা করেছি। এতে কোন প্রকার ত্রুটি করিনি বরং যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন ঃ কি ধাঁচে কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, আমি এ কিতাবখানা এমনভাবে বিন্যাস করেছি, যেন এর দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লামা সাক্কাকী রহ. এর বিন্যাসকৃত তৃতীয় খণ্ড এত উত্তম নয়। আমি এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াকে সহজ করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের কাছে এর বোধগম্যতাকে সহজ করার জন্য শব্দসংক্ষেপণে অতিরঞ্জন পরিত্যাগ করেছি। কেননা অধিক সংক্ষিপ্ত হলে বিষয়বস্তু কঠিন হয়ে যায়। আমি এর মধ্যে উল্লেখিত قَوَاعِد ও شَوَاهِد ছাড়া এমন কিছু فَوَائِد উল্লেখ করেছি, যা অপ্রত্যাশিত। অন্যান্য কিছু এমন (زائد) অতিরিক্ত বিষয় আমি উল্লেখ করেছি, যা আমার গবেষণা লব্ধ। আমি কাউকে এগুলো স্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষভাবেও বর্ণনা করতে শুনিনি। অর্থাৎ কারো কথা এমন হওয়া যে, তাদের কথা থেকে এ অতিরিক্ত বিষয় এমনিতেই হাসিল হয়ে যায়। যদিও সে বিষয়গুলো উল্লেখ করার ইচ্ছে তার ছিল না।

মুছান্নিফ রহ. তার কিতাবের প্রশংসায় তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যথা–

(১) এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত। এ বৈশিষ্ট্য মুছান্নিফ রহ. এর উক্তি اَلَّفْتُ مُخْتَصَرًا وَلَمْ اُبَالِغْ فِيْ اِخْتِصَارِ لَفْظِهٖ থেকে বুঝা যায়।

(২) এ কিতাবটি مُنَقَّح বা অতিরিক্ত কথা মুক্ত। এ বৈশিষ্ট্য তার উক্তি وَلَمْ اٰلُ جُهْدًا فِيْ تَحْقِيْقِهٖ وَتَهْذِيْبِهٖ থেকে বুঝা যায়।

(৩) এ কিতাবটি سَهْلُ الْمَاخَذِ তথা সুখপাঠ্য বা সহজ পাঠ্য। এ বৈশিষ্ট্য তার উক্তি طَلَبًا لِتَسْهِيْلِ فَهْمِهٖ থেকে বুঝা যায়।

মুছান্নিফ রহ. তার কিতাবে এ তিনিটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার দ্বারা আল্লামা সাক্কাকীর প্রতি (تَعْرِيْض) বিশেষ ধরনের ইংগিত করেছেন অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন, আমার কিতাবে تَطْوِيْل ও حَشْو- تَعْقِيْد নেই। কিন্তু মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে এ তিনটি বিষয়ই বিদ্যামান।

وَاَضَفْتُ اِلٰى ذَالِكَ فَوَائِدَ عَثَرْتُ فِىْ بَعْضِ كُتُبِ الْقَوْمِ وَزَوَائِدَ لَمْ اَظْفَرْ فِىْ كَلَامِ اَحَدٍ بِالتَّصْرِيْحِ بِهَا وَلَابِالْاِشَارَةِ اِلَيْهَا وَسَمَّيْتُهٗ تَلْخِيْصَ الْمِفْتَاحِ

সহজ তরজমা

তৎসঙ্গে সংযোজন করেছি এমন কিছু উপকারী ও বাড়তি বিষয়, যা কোন লেখকের কিতাবে পেয়েছি। আবার কোনটি পাইনি। না স্পষ্টভাবে না ইংগিতে। এর নামকরণ করেছি তালখীসুল মিফাতহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مُطَوَّل عُثُوْر শব্দের অর্থ হল, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয় অবগত হওয়া। এর মধ্যে মুছান্নিফ এর উপর আপত্তি করে বলা হয়েছে, মুছান্নিফ এর উপর বড়ই আশ্চার্য যে, তিনি অন্যান্য লোকদের কিতাব থেকে নেওয়া বিষয়গুলোকে فَوَائِد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন এবং নিজের গবেষণা লব্ধ বিষয়সমূহকে زَوَائِد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন ? এর উত্তর হল, প্রথমতঃ মুছান্নিফ রহ. এর উক্ত বর্ণনাধারা তার দীনতা-বিনয়েরই বহিঃপ্রকাশ। এটি সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। দ্বিতীয়তঃ এখানে زَوَائِد দ্বারা "অতিরিক্ত" অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং فَوَائِد এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলো অন্যান্যদের কিতাব থেকে চয়িত فَوَائِد থেকেও বেশি বা উত্তম। যেমন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَة (যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়ে বেশি কিছু।) এখানে زِيَادَة বা বেশি কিছু বলে আল্লাহ তা'আলার দিদার (দর্শন) উদ্দেশ্য, যা জান্নাতের সকল নিয়ামতের উর্ধ্বে।

প্রশ্ন ঃ তালখীসুল মিফতাহ নামকরণের কারণ কি ?

উত্তর ঃ এখানে মুছান্নিফ রহ. তালখীসুল মিফতাহ নাম রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন। এটিকে উপকারী করার জন্য দু'আ করেছেন। তিনি বলেন- আমি এ সংক্ষিপ্ত নাম তালখীসুল মিফতাহ রেখেছি। কেননা এ কিতাবটি মিফতাহুল উলূমের বড় একটি অংশের তালখীস বা সারসংক্ষেপ। শারেহ রহ. বলেন, এ কিতাবটির নাম তালখীসুল মিফতাহ রাখার কারণ হল, যাতে এর নাম এর আসল অর্থ (সংক্ষেপণ-বিয়োজন) এর সাথে মিলে যায়। উদ্দেশ্য হল, এ কিতাবে যে সমস্ত নির্দিষ্ট শব্দ উল্লেখ আছে, সেগুলোতে সংযোজন-বিয়োজন এর অর্থ আছে।

অতএব এর নির্দিষ্ট শব্দাবলীর নাম তালখীস রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন, নামাযের নির্দিষ্ট কাজের নাম সালাত (দু'আ) রাখা হয়েছে। কেননা (اَفْعَال مَعْلُوْمَه) নির্দিষ্ট কাজসমূহে দু'আও রয়েছে।

وَاَنَا اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اَنْ يَّنْفَعَ بِهٖ كَمَا نَفَعَ بِاَصْلِهٖ اَنَّهٗ وَلِىُّ ذٰلِكَ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ مُقَدَّمَةٌ :

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি– তিনি যেন স্বীয় অনুগ্রহে এ গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের মতই উপকারী করেন। তিনি এর অভিভাবক, তিনিই যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক।

প্রশ্ন ঃ মুছান্নিফ রহ. কি দু'আ করেছেন ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এ কিতাব দ্বারা উপকৃত করুন। যেমন এর মূল কিতাব তথা তৃতীয় খণ্ড দ্বারা উপকৃত করেছেন। اَنَّهٗ এর হামযা যবর বিশিষ্ট হবে। এটি اَسْأَلُ اللّٰهَ এর ইল্লত। উহ্য ইবারত হল لِاَنَّهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে উপকৃত করার জন্য দু'আ করেছি যে, তিনিই উপকারের মালিক ও অফুরন্ত মঙ্গলকারী। পক্ষান্তরে اِنَّهٗ এর হামযাকে যেরের সাথে পড়া হলে একটি اِسْتِئْنَاف এর জন্য হবে। অর্থাৎ একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব হবে। প্রশ্ন হবে যে, মুছান্নিফ রহ. আল্লাহ তা'আলার কাছেই এ আবেদন কেন করলেন; অন্যের কাছে করেন নি কেন? মুছান্নিফ রহ. এর জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলাই উপকারের মালিক। তাই তার কাছেই আবেদন করেছি।

مُقَدَّمَةٌ শব্দটি هٰذِهٖ উহ্য مُبْتَدَاء এর خَبَر অর্থাৎ هٰذِهٖ مُقَدَّمَةٌ। মুছান্নিফ রহ. এ সংক্ষিপ্ত কিতাব তথা তালখীসুল মিফতাহ এর মধ্যে একটি মুকাদ্দিমা ও তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ "مُقَدَّمَة" শব্দের উৎসমূল কি ?

উত্তর ঃ مُقَدَّمَة শব্দটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ থেকে গৃহীত। مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ বলা হয়, সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে, যারা মূল বাহিনীর আগে আগে চলে। যেমনিভাবে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ মূল বাহিনীর আগে চলে, তেমনি مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ ও মূল কিতাবের আগে আসে। সে সূত্রেই এ مُقَدَّمَة কে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ থেকে গৃহীত বলা হয়েছে। শারেহ রহ. বলেন, مُقَدَّمَة শব্দটি تَقَدَّمَ অর্থে ব্যবহৃত قَدَّمَ থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ এরূপ مُقَدَّمَة শব্দটির دَال এ যবর-যের উভয়ভাবেই পড়া যায়। প্রথম সুরতে এর مُشْتَق مِنْهُ ঐ قَدَّمَ হবে, যা تَقَدَّمَ লাযেম এর অর্থে হয়েছে। যেমন, لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এর মধ্যে تُقَدِّمُوْا শব্দটি

تَقَدَّمُوْا এর অর্থে এসেছে। তখন উদ্দেশ্য হবে, এমন বিষয় যা মুাকদ্দিমাতে উল্লেখিত হয়েছে, সে সব অগ্রে আসার উপযুক্ত হওয়ার কারণে স্বয়ং مُقَدِّم বা অগ্রে এসেছে। আবার قَدَّمَ মুতা'আদ্দী থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। তখন অর্থ হবে, মুকাদ্দিমা তার সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে অজ্ঞ ব্যক্তির উপর مُقَدِّم বা অগ্রগামীকারী অর্থাৎ কেউ যদি مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ কে জানার পর কিতাব আরম্ভ করে, তাহলে এ কিতাব সম্পর্কে তার যতটুকু জ্ঞান হবে, এ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির ততটুকু জ্ঞান হবে না।

দ্বিতীয় সুরতে এর مُشْتَقٌ مِنْهُ শুধু قَدَّمَ মুতা'আদ্দী হবে। তখন অর্থ হবে, অগ্রবর্তী বা যাকে আগে আনা হয়েছে। যেহেতু مُقَدَّمَه কে মূল কিতাবের আগে আনা হয়, তাই একে مُقَدَّمَه বলা হয়।

اَلْفَصَاحَةُ يُوْصَفُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَالْكَلَامُ وَالْمُتَكَلِّمُ وَالْبَلَاغَةُ يُوْصَفُ بِهَا اَخِيْرَانِ فَقَطْ ـ

فَالْفَصَاحَةُ فِى الْمُفْرَدِ خُلُوْصُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوْفِ وَالْغَرَابَةِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ ـ فَالتَّنَافُرُ نَحْوُ: غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ اِلَى الْعُلٰى

সহজ তরজমা

فَصَاحَت এর সাথে مُفْرَد - كَلَام এবং مُتَكَلِّم গুণান্বিত হয়। আর بَلَاغَت এর দ্বারা কেবল শেষ দুটি গুণান্বিত হয়।

فَصَاحَت فِى الْمُفْرَدِ ঃ হল, مُفْرَد শব্দটি تَنَافُر حُرُوْف ও غَرَابَت এবং مُخَالَفَة قِيَاس থেকে মুক্ত হওয়া। تَنَافُر حُرُوْف ঃ যেমন, কবিতার পংক্তি ঃ غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ اِلَى الْعُلٰى।

فَصَاحَت مُتَكَلِّم ঃ এমন যোগ্যতা, যার মাধ্যমে فَصِيْح শব্দ দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ অভিধানে ফাসাহাত শব্দটি স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। তবে স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়া ফাসাহাতের হাকীকী অর্থ নয় বরং ফাসাহাতের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। আর সবকটি অর্থই স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়াকে আবশ্যক করে। যেমন– কথা বলতে পারা, বাকক্ষমতা, ভোরের আলো, ফেনা বা বুদ বুদ সরে যাওয়া, বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। অতএব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যখন কথা বলতে পারে তখন শব্দাবলী প্রকাশিত হয়। যখন সকাল আলোকিত হয় তখন আলো প্রকাশিত হয় এবং যখন ফেনা সরে যাবে বা

বের হয়ে যাবে, তখন এর নিচের বস্তু প্রকাশিত হয়ে যাবে। মোটকথা, إِبَانَت ও ظُهُوْر বা স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়া –ফাসাহাতের প্রকৃত আভিধানিক অর্থ নয় বরং এ অর্থটি দালালতে ইলতেযামী বা ফাসাহাতের আবশ্যকীয় অর্থ। মোটকথা, ফাসাহাতের যতগুলো অর্থ আছে, সবগুলোতেই স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার অর্থ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতের প্রকারভেদ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ এ ইবারতে মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতের তিনটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। (১) ফাসাহাতে মুফরাদে। (২) ফাসাহাতে কালাম। (৩) ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম। সুতরাং ফাসাহাতের সাথে মুফরাদ বিশেষিত হয় এবং فَصَاحَت শব্দ এর صِفَت হয়। যেমন, বলা হয় كَلِمَةٌ فَصِيْحَةٌ। তদ্রূপ কালামও ফাসাহাতের সাথে বিশেষিত হয়। যেমন, বলা হয় كَلَام فَصِيْح এবং قَصِيْدَةٌ فَصِيْحَةٌ। আবার মুতাকাল্লিমও বিশেষিত হয়। যেমন, বলা হয়– كَاتِبٌ فَصِيْحٌ এবং شَاعِرٌ فَصِيْحٌ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ বালাগাতের অর্থ ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর ?

উত্তর ঃ বালাগাত শব্দটি পৌছা ও পরিসমাপ্তির অর্থ প্রদান করে। বালাগাত দু'প্রকার। (১) বালাগাতে কালাম। (২) বালাগাতে মুতাকাল্লিম। অর্থাৎ বালাগাতের সাথে কালাম এবং মুতাকাল্লিম বিশেষিত হয়। কিন্তু মুফরাদ বিশেষিত হয় না। কারণ, আরবদের কাউকে كَلِمَةٌ بَلِيْغَةٌ বলতে শোনা যায়নি অর্থাৎ যদি বালাগাতের সাথে কালিমা বিশেষিত হত, তাহলে আরবদের থেকে كَلِمَةٌ بَلِيْغَةٌ এর ব্যবহার অবশ্যই শোনা যেত। কিন্তু এরূপ শোনা যায়নি। বিধায় বালাগত দ্বারা কালিমা বিশেষিত হবে না।

প্রশ্ন ঃ সংজ্ঞায়ণের পূর্বে প্রকারভেদ বর্ণনা করা হল কেন ?

উত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, লেখকদের রীতি মতে প্রথমতঃ কোন জিনিসের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়। এরপর তার প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়। যেমন, নাহবী কিতাবাদিতে প্রথমে কালিমা এবং কালামের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তারপর এগুলোর প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তালখীসের মুছান্নিফ উক্ত রীতি পরিহার করেছেন। যেমন, তিনি ফাসাহাত-বালাগাতের সংজ্ঞা দেওয়া ছাড়াই এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। এরপর এগুলোর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। এমনটি করলেন কেন?

উত্তরঃ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আবশ্যক হল, সংজ্ঞায়িত বস্তু বা مُعَرَّف এর জন্য এমন একটি মৌলিক অর্থ থাকা, যা তার অধীনের সবগুলো বিষয়ের মাঝে পাওয়া যাবে এবং অধীন বিষয়গুলো মৌলিক অর্থে অংশীদার হবে। কিন্তু ফাসাহাত ও

বালাগাতের মধ্যে এরূপ কোন মৌলিক অর্থ (مَفْهُوم كُلِّى) খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যা দুটি প্রকারেই যৌথ হবে। তাই বালাগাতের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। এজন্যই মুছান্নিফ এগুলোর সংজ্ঞা পরিহার করে প্রথমে প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজেব রহ. একই কারণে মুস্তাসনাকে সংজ্ঞা দেওয়া ছাড়াই মুত্তাসিল ও মুনকাতি এর দিকে ভাগ করেছেন। এরপর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানেও ব্যাপারটি তেমনই হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ فَالْفَصَاحَةُ প্রারম্ভিক "ফা" এর বর্ণনা দাও ?

উত্তর ঃ এখানে মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতের তিনটি প্রকারকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। তাই فَالْفَصَاحَةُ এর "ফাটি فَا، تَفْصِيْلِيَّه হবে অথবা تَفْسِيْرِيَّه তথা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যা মূলক হবে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন হয়। যেমন, মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতের আলোচনাকে বালাগাতের আগে আনলেন কেন? অর্থাৎ ফাসাহাতের তিন প্রকারের সংজ্ঞা আগে উল্লেখ করলেন কেন?

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতের আলোচনা আগে আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ বালাগাতের সংজ্ঞা ফাসাহাতের সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। কারণ, বালাগাতের সংজ্ঞায় ফাসাহাতের কথা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ। সুতরাং যেহেতু বালাগাতের সংজ্ঞায় ফাসাহাত ধর্তব্য, তাই বালাগাতের সংজ্ঞা বুঝা অবশ্যই ফাসাহাতের সংজ্ঞা বুঝার উপর নির্ভরশীল হবে এবং ফাসাহাত বুঝা এর জন্য مَوْقُوْف عَلَيْهِ হবে। আর যেহেতু مَوْقُوْف عَلَيْهِ মওকূফের আগে আসে, সেহেতু মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতকে আগে এনেছেন অর্থাৎ ফাসাহাতের প্রকারসমূহের সংজ্ঞা আগে বর্ণনা করেছেন। এরপর বালাগাতের প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতে মুফরাদকে ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম এর আগে উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর ঃ ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম উভয়টি ফাসাহাতে মুফরাদ এর উপর নির্ভরশীল। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, ফাসাহাতে কালাম কোন মাধ্যম ছাড়াই ফাসাহাতে মুফরাদ এর উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমটি ফাসাহাতে কালামের মাধ্যমে নির্ভরশীল। মোটকথা, ফাসাহাতে মুফরাদ হল- مَوْقُوْف عَلَيْهِ আর উভয়টির ফাসাহাত হল মওকূফ। বিধায় মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতে মুফরাদকে উভয়টির ফাসাহাতের আগে এনেছেন।

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতে মুফরাদের সংজ্ঞা দাও ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতে মুফরাদের সংজ্ঞায় বলেন, ফাসাহাতে মুফরাদ বলা হয় মুফরাদের মধ্যে তানাফুরে হুরূফ, গারাবাত ও মুখালাফাতে

কিয়াসে লুগাবী না হওয়াকে। কারণ, মুফরাদের মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে। (১) مَادَّةْ বা তার অক্ষরসমূহ। (২) তার আকৃতি বা ছিফাত। (৩) অর্থ নির্দেশ।

সুতরাং মাদ্দাহর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে তাকে তানাফুরে হুরূফ, আকৃতি বা ছিগাহর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি হলে তাকে মুখলাফাতে কিয়াসে লুগাবী আর অর্থ নির্দেশ বা বুঝানোর ক্ষেত্রে কোন দোষ-ত্রুটি হলে তাকে গারাবাত বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ কিয়াসে লুগাবীর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কিয়াসে লুগাবী দ্বারা ঐ কিয়াস উদ্দেশ্য নয়, যা লুগাতের মধ্যে হয়। অর্থাৎ কোন যোগসূত্র থাকার ভিত্তিতে এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। যেমন, নাবীযে তামার নেশা জাতীয় হওয়ার কারণে একে হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে মদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় বরং এখানে ঐ কিয়াস উদ্দেশ্য, যার লক্ষ্যবস্তু হয় অভিধানের শব্দাবলীর অনুসন্ধান ও গবেষণা তথা কিয়াসে ছরফী। যেমন, অভিধানের শব্দাবলী গবেষণা করে ছরফীগণ এ উসূল নির্ধারণ করেছেন যে, যখন يـاء এবং واو হরকত যুক্ত হয় এবং এর পূর্বের হরফ যদি যবর যুক্ত হয়, তাহলে উক্ত يـاء এবং واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ তানাফুরের সংজ্ঞা দাও ?

উত্তর ঃ تَنَافُر কালিমার এমন গুণকে বলা হয়, যা মুখের ব্যবহারে শব্দকে কঠিন এবং উচ্চারণে কষ্টসাধ্য করে দেয়। ফলে শব্দের সবলীলতা হারিয়ে যায়। যেমন, ইমরাউল কায়েসের কবিতায় مُسْتَشْزِرَات শব্দটি। এটি উচ্চারণে কঠিন। এর উচ্চারণের সময় সাবলীলতা ঠিক থাকে না।

পুরা কবিতাটি নিম্নরূপ–

وَفَرْعٍ يَزِيْنُ الْمَتْنَ اَسْوَدَ فَاحِمٍ + اَثِيْثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ
غَدَائِرُهٗ مُسْتَشْزِرَاتٌ اِلَى الْعُلٰى + تَضِلُّ الْعِقَاصُ فِىْ مُثَنًّى وَّمُرْسَلِ

প্রশ্ন ঃ কবিতার শব্দ সমূহের বিশ্লেষণ দাও ?

উত্তর ঃ غَدَائِر - غَدِيْرَةٌ এর جَمع কোমরের দিকে ঝুলন্ত গুচ্ছ। مُسْتَشْزِرَاتٌ এর زاء তে যের-যবর উভয়ভাবে পড়া যায়। কেননা اِسْتَشْزَرَ লাযেম-মুতা'আদ্দী দু'ভাবেই আসে। লাযেম হওয়ার সুরতে اِسْتِشْزِرَات এর অর্থ হবে, اِرْتَفَعَ বা উঁচু হল। আর مُسْتَشْزِرَات এর زاء তে যের হবে। অর্থ, مُرْتَفِعَاتٌ। মুতা'আদ্দী হওয়ার সুরতে اِسْتَشْزَرَ এর অর্থ হবে, رَفَعَ বা উঁচু করল। আর مُسْتَشْزَرَات এর زاء যবর বিশিষ্ট হবে مَرْفُوْعَات ।

عُلٰى ঃ عُلْيَا এর جَمع অর্থ উঁচু স্থান বা উঁচু দিক।

تَضِلُّ ঃ এর অর্থ تَغِيْبُ হারিয়ে গেল। এটি ضَلَال থেকে গৃহীত।

عِقَاصٌ ঃ এটি عَقِيصَةٌ এর جَمع অর্থ, ফিতা দ্বারা পেচানো চুল, খোঁপা।

مُثَنَّى ঃ পেচানো চুল। বেণি করা চুল।

مُرْسَلٌ ঃ ছাড়া চুল। খোলা চুল।

فَرْع ঃ সাধারণতঃ চুলকে বলা হয়, যা مُرْسَل ও مُثَنَّى - غَدَائِر এর উপর প্রয়োগ হয়। غَدَائِرُ এর মধ্যে জমীর (ه) এর مَرْجَع হল, এ فَرْع এবং غَدَائِر এর ইযাফত إِضَافَت جُزْئِي إِلَى الْكُلِّيْ এর প্রকার থেকে হয়েছে।

مَتْن ঃ কোমর। বহুবচন আসে مُتُوْن।

يَزِيْنُ ঃ زَيَّنَت থেকে فِعَل مُضَارِع مَعْرُوْف।

أَسْوَدُ فَاحِمٌ ঃ ঘন কালোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, কয়লার মত।

أَثِيْثٌ ঃ অধিক। **قِنْو** ঃ খেজুরের গোছা। **مُتَعَثْكِلٌ** ঃ অধিক থোকা বিশিষ্ট।

প্রশ্ন ঃ কবিতার তরজমা ও মর্মার্থ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কবিতার অর্থ ঃ কয়লার মত কালো এবং বহু কাঁদি বিশিষ্ট খেজুরের থোকা স্বদৃশ অধিক কেশগুচ্ছ, যা পিঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার চুলের জুলফি উর্ধ্বমুখী, তার খোপা বেণি ও ছাড়া চুলের মধ্যে হারিয়ে যায়।

কবিতার মর্মার্থ ঃ কবি এ কবিতায় তার প্রেমাস্পদের চুলের আধিক্যতা বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রেমাস্পদের মাথায় এত অধিক চুল যে, এগুলোকে খোঁপা, বেণি ও বিস্তৃত তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছে। তার খোঁপা, বেণি ও বিস্তৃত চুলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে আছে। কেউ কেউ غَدَائِرُهَا পড়েন এবং هَا এর مَرْجَع প্রেমাস্পদ বলেন।

মোটকথা, এ কবিতায় مُسْتَشْزِرَاتٌ শব্দটি উচ্চারণে কঠিন এবং উচ্চারণ করলে এর সাবলীলতা হারিয়ে যায়। তাই এটি تَنَافُرُ এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ اَلْهُعْخُع শব্দটিও تَنَافُر এর অন্তর্ভুক্ত। اَلْهُعْخُعُ অর্থ, শ্যামল ভূমি, যেখানে উট বিচরণ করে।

وَالْغَرَابَةُ نَحْوُ وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا أَيْ كَالسَّيْفِ السُّرَيْجِيِّ فِي الدِّقَّةِ وَالْإِسْتِوَاءِ أَوْ كَالسِّرَاجِ فِي الْبَرِيْقِ وَاللَّمَعَانِ

وَالْمُخَالَفَةُ نَحْوُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَلِ : قِيْلَ وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ نَحْوُ : كَرِيْمُ الْجِرِشَّى شَرِيْفُ النَّسَبِ وَفِيْهِ نَظَرٌ

সহজ তরজমা

غَرَابَت ঃ গরাবাত যেমন, وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا অর্থাৎ চিকন ও সরলতায় সুরাইজীর তরবারীর মত কিংবা উজ্জলতায় আলো ঝলমলে বাতির মত প্রস্ফুটিত।

مُخَالَفَت قِيَاس ঃ যেমন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَلِ। কেউ কেউ বলেন, فَصَاحَت فِي الْمُفْرَد কে শ্রুতিকটুতা থেকেও মুক্ত হতে হবে। যেমন, كَرِيْمُ الْجِرِشَّى شَرِيْفُ النَّسَبِ। এতে আপত্তি আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ গারাবাতের পরিচয় দাও ?

উত্তর ঃ গারাবাত হল, দ্বিতীয় ত্রুটি যার কারণে মুফরাদ শব্দ ফাসাহাত থেকে বের হয়ে যায়। গারাবাত মানে কালিমাটি বিরল হওয়া তথা শব্দটি তার নির্দিষ্ট অর্থের উপর সুস্পষ্টভাবে ইংগিত না করা অথবা শব্দের ব্যবহার প্রচলিত না হওয়া। যেমন ইবনুল আজ্জাজ তার প্রেমাস্পদের দাঁত, চোখ, ভ্রু এবং চুলের প্রশংসায় বলেছেন–

أَزْمَانَ أَبْدَتْ وَاضِحًا مُفَلَّجًا + أَغَرَّ بَرَّاقًا طَرْفًا أَبْرَجًا

وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا + وَفَاحِمًاوَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا

প্রশ্ন ঃ কবিতার তাহকীক ও তরজমা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কবিতার তাহকীক ঃ أَزْمَان ঃ কবির প্রেমাস্পদের নাম। **أَبْدَتْ** ঃ أَظْهَرَتْ প্রকাশ করল। **وَاضِحًا** ঃ প্রস্ফুটিত, এখানে سِنًّا وَاضِحًا প্রস্ফুটিত দাঁত উদ্দেশ্য। **مُفَلَّجٌ** ঃ ফাঁকা ফাঁকা দাঁত। দাঁতের মধ্যখানের ফাঁক। **اَلْأَغَرُّ** ঃ শুভ্র, সাদা। **بَرِيْق** ঃ উজ্জল। **طَرْف** ঃ চোখ। **أَبْرَج** ঃ প্রশস্ত। ডাগর চোখ। **مُقْلَة** ঃ যে চোখের পুতলীতে শুভ্রতা থাকে এবং কৃষ্ণতাও থাকে। **حَاجِبٌ** ঃ ভ্রু। **مُزَجَّجٌ** ঃ সরু ও লম্বা। **فَاحِم** ঃ কয়লা। **مَرْسِنًا** ঃ নাক, নাসিকা। **مُسَرَّجٌ** ঃ সুরাইজী তরবারী।

কবিতার তরজমা ঃ আমার প্রেমাস্পদ আযমান তার উজ্জ্বল-শুভ্র ও প্রশস্ত দন্তরাজি প্রকাশ করে হেসেছে এবং ডাগর ডাগর চক্ষু, দীর্ঘ সরু, ভ্রূযুগল ও কয়লার ন্যায় (সূরাইজী তর তবারীর মত খাড়া ও চিকন) নাসিকা প্রকাশ করেছে।

প্রশ্ন ঃ মুখালাফাতের সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ ফাসাহাতে মুফরাদের তৃতীয় ত্রুটি হল, মুখালাফাতে কিয়াসে লুগাবী অর্থাৎ কালিমা একক শব্দাবলীর ব্যাবহারিক নিয়মের বিপরীত হওয়া তথা শব্দপ্রণেতা থেকে যেরূপ বর্ণিত আছে, এর বিপরীত হওয়া। চাই সরফী কায়েদা অনুযায়ী হোক কিংবা সরফী কায়েদার বিপরীত হোক। মোটকথা, যদি কোন শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তা শব্দপ্রণেতা থেকে প্রমাণিত, তাহলে একে مُوَافَقَت قِيَاس لُغَوِى বা কিয়াসে লুগাবীর মুয়াফেক বলা হবে। চাই সে কালিমাটি সরফী কায়েদা অনুযায়ী হোক। যেমন, قَالَ তা'লীলসহ এবং مد ইদগামসহ। এদুটি শব্দ সরফী কায়েদা অনুযায়ী হয়েছে এবং শব্দপ্রণেতা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। অথবা সে কালিমাটি সরফী কায়েদার বিপরীত হোক। যেমন, "ماء" এটি মূলতঃ موه ছিল। هاء কে همزه দ্বারা এবং واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতএব ماء এর ব্যবহার শব্দপ্রণেতার গঠন অনুযায়ী হয়েছে। শব্দপ্রণেতা এটিকে এরূপই গঠন করেছেন। কিন্তু সরফী বিপরীত হয়েছে। কেননা সরফী কায়েদা মতে هاء কে همزه দ্বারা পরিবর্ত করার কোন নিয়ম নেই। পক্ষান্তরে কোন কালিমা শব্দপ্রণেতার গঠন অনুযায়ী ব্যবহার করা না হলে একে مُخَالَفَت قِيَاس لُغَوِى বলা হবে। সে কালিমাটি চাই সরফী কায়েদা অনুযায়ী হোক কিংবা এর বিপরীত হোক।

মোটকথা, مُخَالَفَت قِيَاس لُغَوِى এবং مُوَافَقَت قِيَاس لُغَوِى এর মধ্যে শব্দপ্রণেতার গঠনের বেশ গরুত্ব রয়েছে; সরফী কায়েদার কোন গুরুত্ব নেই।

প্রশ্ন ঃ মুখালাফাতে কিয়াসের উদাহরণ দাও ?

উত্তর ঃ مُخَالَفَت قِيَاس لُغَوِى এর উদাহরণ প্রসঙ্গে মুছান্নিফ রহ. বলেছেন– যেমন, কবির কবিতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَجْلَلِ এর মধ্যে اَجْلَل শব্দটি গঠনকারী থেকে বর্ণিত ব্যবহার রীতি এবং সরফী কায়েদার বিপরীত। অর্থাৎ গঠনকারী থেকে اَجَلّ ইদগামের সাথে প্রমাণিত; ইদগাম ব্যতিত নয়। তাছাড়া ছরফীদের কায়েদা হল, যখন এক জাতীয় দুটি অক্ষর একত্রিত হয়, তখন একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়। অথচ কবি এখানে ইদগাম ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এ শেরটি কবি আবুন নজমের। পুরা কবিতাটি নিম্নরূপ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَجْلَلِ + الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيْمِ الْاَوَّلِ
اَنْتَ مَلِكُ النَّاسِ رَبًّا فَاقْبَلْ + ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ الْاَفْضَلِ

প্রশ্ন ঃ কবিতার তরজমা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কবিতার তরজমা ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ। যিনি একক অদ্বিতীয় অনাদী চিরন্তন। আপনি বিশ্বমানবের প্রভু। আমার মুনাজাত কবুল করুন! তারপর অশেষ দরূদ ও সালাম সর্ব-শ্রেষ্ঠ নবীর ওপর।

প্রশ্ন ঃ অন্যান্য আলেমদের মতে ফাসাহাতে মুফরাদ এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন– কারো কারো মতে ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য তানাফুর, গারাবাত ও মুখালেফাতে কিয়াস থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে كَرَاهَتْ فِى السَّمَاعِ শ্রুতিকটুতা থেকেও মুক্ত হওয়া শর্ত। এখানে سَمْع দ্বারা শ্রবণশক্তি (কান) উদ্দেশ্য অর্থাৎ শব্দের মধ্যে এমন কোন ত্রুটি না থাকা, যদ্দরুন কান শব্দটি শুনতে অপছন্দ করে এবং তা শোনতে বিরক্ত লাগে। যেমন, কবি আবু তায়্যিব কর্তৃক তার মামদূহ সাইফুদ্দীনের প্রশংসায় রচিত নিম্নোক্ত কবিতা।

مُبَارَكُ الْاِسْمِ اَغَرُّ اللَّقَبِ + كَرِيْمُ الْجِرِشَّى شَرِيْفُ النَّسَبِ

প্রশ্ন ঃ উদাহরণটির বিশ্লেষণ কর ?

উত্তর ঃ উপরিউক্ত কবিতায় اَلْجِرِشَّى শব্দটি শ্রুতিকটু। শোনতে কানের উপর বোঝা অনুভব হয়। কবি তার মামদূহ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি মুবারক নাম ও উজ্জল উপাধিতে ভূষিত। তিনি সুন্দর মন এবং অভিজাত বংশের লোক। কেননা তার নাম আলী। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি. এর নামের মত তার নাম। বিধায় তাকে মোবারক নামের অধিকারী বলা হয়েছে। তাছাড়াও عَلِىٌّ- শব্দটি عُلُوٌّ থেকে উদ্ভুত। যার দ্বারা তার উঁচু হওয়ার দিকে ইংগিত হয়। اَغَرُّ ঃ ঘোড়ার কপালের শুভ্রতা। রূপকভাবে সব ধরনের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং اَغَرُّ اللَّقَبِ এর অর্থ হবে, প্রসিদ্ধ উপাধির অধিকারী। কেননা মামদূহ এর উপাধি সাইফুদ্দৌলা। আর এ উপাধী সমকালীন সম্রাট ও বাদশাহদের কাছে অধিক প্রসিদ্ধ। جِرِشَّى অর্থ, নফস বা হৃদয় অর্থাৎ মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। আর شَرِيْفُ النَّسَبِ মানে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। কেননা আমার মামদূহ বনু আব্বাস গোত্রের লোক।

প্রশ্ন ঃ অন্যান্য আলেমদের মতটি কি অসার ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এ মতকে খণ্ডন করে বলেন, ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য শ্রুতিকটুতা বা كَرَاهَتْ فِى السَّمَاعِ থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করা আপত্তি মুক্ত নয়। কেননা كَرَاهَتْ فِى السَّمَاعِ এর মূল কারণ তো সে গারাবাতই, যার ব্যাখ্যা বিরল শব্দ দ্বারা করা হয়েছে। যেমন, تَكَأْكَأْتُمْ، اِفْرَنْقِعُوْا

ঘটনা হল, ঈসা ইবনে ওমর নাহবী গাধার উপর থেকে পড়ে গেলে লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বলেন, مَالَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ عَلَىَّ اِفْرَنْقِعُوْا

(তোমরা কেন একত্রিত হয়েছে, সরে যাও!) অনুরূপভাবে اِطْلَخَمَّ اللَّيْلُ অর্থ, অন্ধকার হল। আর গারাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত প্রথমেই আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন কালিমা গারাবাত মুক্ত হবে, তখন كَرَاهَت فِى السَّمَاعِ থেকেও মুক্ত হবে। অতএব পৃথকভাবে كَرَاهَت فِى السَّمَاعِ বা শ্রুতিকটুতা থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করার কোন প্রয়োজন নেই।

وَفِى الْكَلَامِ خُلُوْصُهُ مِنْ ضُعْفِ التَّالِيْفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْقِيْدِ مَعَ فَصَاحَتِهَا فَالضُّعْفُ نَحْوُ: ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا وَالتَّنَافُرُ كَقَوْلِهِ: وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ: وَقَوْلِهٖ كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى مَعِىْ+ وَاِذَا مَالُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِىْ

সহজ তরজমা

فَصَاحَت كَلَام ঃ বাক্যের কালিমাগুলো ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে ضُعْف تَالِيْف - تَالِيْف ضُعْف تَالِيْف তَنَافُر كَلِمَات এবং تَعْقِيْد থেকে মুক্ত হওয়া। সুতরাং ضُعْف تَالِيْف যেমন, ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا ।

تَنَافُر كَلِمَات ঃ তানাফুরে কালিমাত। যেমন, কবির উক্তি وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرٍ...الخ অপর কবির উক্তি–

كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى + مَعِىْ وَاِذَا مَالُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِىْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ এখান থেকে মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফাসাহাতে কালাম বলা হয় এমন বাক্যকে, যার কালিমাগুলো ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে ضُعْف تَالِيْف (ব্যাকরণগত ত্রুটি) تَنَافُر كَلِمَات (উচ্চারণগত ত্রুটি) ও تَعْقِيْد (দুর্বোধ্যতা) থেকে মুক্ত হয়। অর্থাৎ ফাসাহাতে কালামের জন্য, বাক্যটি প্রথম তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া এবং চতুর্থ বিষয় তথা বাক্যের সবগুলো শব্দ ফসীহ হওয়া জরুরী। সুতরাং زَيْدٌ اَجْلَلُ - اَنْفُهُ مُسَرَّجٌ এবং شَعْرُهُ مُسْتَشْزِرٌ তিনটি বাক্য গায়রে ফসীহ হবে। কেননা প্রথম বাক্যে اَجْلَلُ দ্বিতীয় বাক্যে مُسْتَشْزِرٌ আর তৃতীয় বাক্যে مُسَرَّجٌ শব্দটি গায়রে ফসীহ কালিমা। অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে, কোন বাক্য ফসীহ হওয়ার জন্য তার সবগুলো শব্দই ফসীহ হওয়া জরুরী। শারেহ রহ. বলেন, مَعَ فَصَاحَتِهَا বাক্যাংশটি خُلُوْصُهُ এর (ه) যমীর থেকে حَال হয়েছে, যার مَرْجِع হল

কালাম। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন কালাম ফসীহ হওয়ার জন্য, উল্লেখিত তিনটি বিষয় থেকে কালাম মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তার সবগুলো শব্দ ফাসাহাত সমৃদ্ধ হওয়াও জরুরী। মুছান্নিফ রহ. مَعَ فَصَاحَتِهَا এর শর্ত দ্বারা زَيْدٌ اَجْلَلُ জাতীয় বাক্যকে বের করে দিয়েছেন। যেগুলোর সব কালিমাই ফসীহ নয় বরং কিছু ফসীহ এবং কিছু গায়রে ফসীহ।

প্রশ্ন ঃ যু'ফে তালীফের সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ যে সমস্ত ক্রটি কালামকে ফাসাহাত থেকে বের করে দেয়, এর প্রথম ক্রটি হল ضُعْفِ تَالِيْف আর ضُعْفِ تَالِيْف বলা হয়, বাক্যের তারকীব জমহূর নাহবীদের নিকট প্রসিদ্ধ কানুন তথা আরবী ব্যাকরণের বিপরীত হওয়া। যেমন, জমহূর নাহবীদের প্রসিদ্ধ নিয়ম মতে যমীরের পূর্বে مَرْجِع উল্লেখ করতে হয়। শাব্দিকভাবে, অর্থগতভাবে এবং বিধানগতভাবে। এখন যদি যমীরকে উক্ত তিন পদ্ধতির কোন এক পন্থায় مَرْجِع উল্লেখের পূর্বে আনা হয়। যেমন- غُلَامُهُ زَيْدًا এর মধ্যে যমীরটি তার মারজার পূর্বে এসেছে, শাব্দিকভাবে, অর্থগতভাবে এবং বিধানগতভাবেও। তাহলে বাক্যটি জমহূর নাহবীদের বিদিত কানুনের বিপরীত হবে এবং ضُعْفِ تَالِيْف এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে গায়রে ফসীহ হবে।

প্রশ্ন ঃ তানাফুরে কালিমাতের পরিচয় দাও ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ : وَالتَّنَافُرُ ঃ দ্বিতীয় ক্রটি হল, তানাফুরে কালিমাত। তানাফুরে কালিমাত বলা হয়, কয়েকটি শব্দ এমনভাবে পরস্পরে মিলে আসা, যার ফলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায় এবং পড়ার সাবলীলতা অবশিষ্ট থাকে না। যদিও প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্রভাবে ফাসাহাত সমৃদ্ধ। যেমন, কোন এক জিনের নিম্নোক্ত কবিতা وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ + وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ -

প্রশ্ন ঃ কবিতার বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গ কথা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. তার কিতাব আজাইবুল মাখলূকাতে উল্লেখ করেছেন, জিন জাতীর একটি শ্রেণীকে হাতিফ বলা হয়। তাদের মধ্য হতে একটি জিন হারব ইবনে উমাইয়ার সম্মুখে বিকট এক চিৎকার দেয়। ফলে হারব ইবনে উমাইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর সে জিন উক্ত কবিতা আবৃত্তি করে। চিৎকার দেওয়ার কারণ ছিল, হারব সাপের ছদ্মবেশী একটি জিনকে পদদলিত করে হত্যা করেছিল। এর প্রতিশোধ হিসেবে অন্য অপর একটি জিন তার সামনে বিকটভাবে চিৎকার করে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢেলে দেয়। তারপর সে জিন অথবা অন্য জিন উক্ত কবিতা আবৃত্তি করে। "হারবের কবর ঘাস ও পানি শূন্য এমন এক স্থানে, তার তথা হারবের কবরের পাশে কোন কবরও নেই।"

এ কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে قَبْر - قُرْب - قَبْر - حَرْب পৃথকভাবে প্রত্যেকটি শব্দ ফসীহ। কিন্তু এক সাথে এভাবে একত্রিত হওয়ার কারণে এগুলোর উচ্চারণ

কঠিন হয়ে গেছে এবং সাবলীলতা হারিয়েছে। সুতরাং তানাফুরে কালিমাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এ বাক্য গায়রে ফসীহ হবে।

বাংলা ভাষায় উদাহরণ হল, পাখি পাকা পেপে খায়। এ শব্দগুলো প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ফসীহ ও সাবলীল। কিন্তু এভাবে একত্রিত হয়ে আসার কারণে উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে এবং সাবলীলতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। মুছান্নিফ রহ. তানাফুরে কালিমাত এর উপমা স্বরূপ আরেকটি শের উল্লেখ করেছেন,

كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَ حْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى + مَعِى اِذَا مَالُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِىْ

وَالتَّعْقِيْدُ اَنْ لَا يَكُوْنَ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِلْخَلَلِ اِمَّا فِى النَّظْمِ كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِىْ خَالِ هِشَامٍ: وَمَا مِثْلُهُ فِى النَّاسِ اِلَّا مُمَلَّكًا: اَبُوْاُمِّهِ حَىٌّ اَبُوْهُ يُقَارِبُهُ ـ اَىْ حَىٌّ يُقَارِبُهُ اِلَّا مُمَلَّكٌ اَبُوْاُمِّهِ اَبُوْهُ

সহজ তরজমা

তা'কীদ ঃ কোন ক্রটির কারণে كَلَام স্পষ্ট না হওয়া। হয়ত তা শব্দে হবে। যেমন, কবি ফারযদাক হিশামের মামা সম্পর্কে বলেন, وَمَا مِثْلُهُ فِى النَّاسِ اِلَّا مُمَلَّكًا اَبُوْ اُمِّهِ حَىٌّ اَبُوْهُ يُقَارِبُهُ অর্থাৎ حى يقاربه الامملكا ابوه امه ابوه

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ تَعْقِيْد এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ বাক্যের ফাসাহাত বিনষ্টকারী তৃতীয় ক্রটি হল, তা'কীদ। আর تَعْقِيْد বলা হয়, বাক্যের মধ্যে এমন জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। এ জটিলতা হয়ত এমন ক্রটির কারণে হবে, যে ক্রটি তারকীবের মধ্যে তথা বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে হবে। এ তারকীব চাই গদ্যে হোক কিংবা পদ্যে হোক। যেমন, কোন শব্দকে স্বস্থান থেকে অগ্রপশ্চাতে করা, করীনা ছাড়া কোন শব্দ উহ্য রাখা অথবা প্রকাশ্য নামের ক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহার করা কিংবা এ ছাড়া অন্য কোন কারণ হোক, যার দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য বুঝা বিঘ্নিত হয়। উদাহরণতঃ পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা। যেমন– মুবতাদা-খবর, ছিফত-মাউসূফ ও বদল-মুবদাল মিনহুর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেওয়া অথবা এ জটিলতা এমন ক্রটির কারণে হবে, যে ক্রটি হাকীকী অর্থ থেকে মাজাযী অর্থের দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম সূরতে تَعْقِيْد কে تَعْقِيْد لَفْظِىْ বলা হবে। দ্বিতীয় সূরতে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ বলা হবে। تَعْقِيْد لَفْظِىْ এর উদাহরণ বিখ্যাত কবি ফারাযদাক এর কবিতা, যা তিনি হিশাম ইবনে আবদুল মালেক এর মামা ইবরাহীম ইবনে হিশাম ইবনে ইসমাইল মাখযুমীর প্রশংসায় বলেছেন। যথা–

وَمَامِثْلُهُ فِى النَّاسِ اِلَّا مُمَلَّكًا + اَبُوْاُمِّهِ حَىٌّ اَبُوْهُ يُقَارِبُ

প্রশ্ন ঃ কবিতার মর্মার্থ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কবিতার মর্মার্থ ঃ "লোকদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জীবিত নেই, যে সৎগুণাবলীতে ইবরাহীমের মত হবে; তার ভাগ্নে হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ব্যতিত।"

কবিতার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ ইবরাহীম তার ভাগ্নে হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিশাম ছিলেন তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্রাট। কবি ফারাযদক ছিলেন ইসলামী কবিদের অন্যতম। তিনি যে কবিতায় ইবরাহীমের প্রশংসা করেছেন, সেই একই কবিতায় তার ভাগ্নে হিশামে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এ কবিতায় বিন্যাসগতভাবে এমন কিছু ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে কবির উদ্দেশ্য বুঝতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ কবিতার ত্রুটি গুলো নিম্নরূপ।

প্রশ্ন ঃ কবিতার বিশ্লেষণ দাও ?

উত্তর ঃ (১) اَبُوْاُمِّهٖ মুবতাদা। এর খবর اَبُوْهُ। এতদুভয়ের মাঝে حَيٌّ শব্দটি اَجْنَبِيٌّ তথা অসঙ্গতভাবে এসেছে। যা উভয়টির সাথে সম্পর্কহীন। (২) حَيٌّ শব্দটি মওসূফ; يُقَارِبُهٗ তার সিফাত। এ মওসূফ-সিফাতের মাঝে اَبُوْهُ শব্দটি فَصْل তথা বিচ্ছিন্নকারী। (৩) حَيٌّ শব্দটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর مُمَلَّكٌ শব্দটি مُسْتَثْنٰى। এ স্থানে مُسْتَثْنٰى কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এর আগে আনা হয়েছে। অথচ বিধিমতে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আগে আসে। (৪) مِثْلُهٗ শব্দটি مُبْدَلٌ مِنْهُ এবং حَيٌّ শব্দটি তার بَدَل। এস্থানে উভয়টির মাঝে ব্যাপক দূরত্ব বিদ্যমান। সুতরাং এ বিন্যাস অবস্থায় যদি কবিতার তরজমা করা হয়, তাহলে তরজমা হবে– "লোকদের মাঝে ইবরাহীমের মত কেউ নেই, কিন্তু রাজত্বপ্রাপ্ত বাদশাহ, তার মাতার পিতা জীবিত তার পিতা তার সাদৃশ।" সুতরাং কবি কি বলেছেন, তার কিছুই বোধগম্য হবে না। যদি সঠিকভাবে বিন্যাস করে তরজমা করা হয়, তাহলে এর তরজমা অর্থবোধক ও বোধগম্য হবে; কবির উদ্দেশ্যও বুঝা যাবে। যেমন, لَيْسَ مِثْلُهٗ فِى النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِبُهٗ اِلَّا هِشَامًا اَبُوْاُمِّهٖ اَبُوْهُ

"লোকদের মাঝে ইবরাহীমের মত কেউ জীবিত নেই, যে সৎগুণাবলীতে তার সমতূল্য এবং নিকটতর হবে। হিশাম ব্যতিত, হিশামের মাতার পিতা ইবরাহীমের পিতা অর্থাৎ ইবরাহীম মামা এবং হিশাম তার ভাগ্নে।"

দুঃখ-কষ্টের কারণে খুব ক্রন্দন করবে। ফলে আমার স্থায়ী মিলন অর্জিত হবে। কেননা দুঃখ-কষ্টের পর সুখ-শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। ধৈর্য্যই সাফল্যের চাবিকাঠি এবং দুঃখের পর সুখ আসে। প্রত্যেক শুরুরই শেষ আছে। যে দুঃখ-কষ্ট আসবে, তা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

قِيلَ وَمِنْ كَثْرَةِ التَّكْرَارِ وَتَتَابُعِ الْاِضَافَاتِ كَقَوْلِهِ: سُبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ: وَقَوْلِهِ حَمَامَةُ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اِسْجَعِيْ:وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِى الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ.

সহজ তরজমা

কেউ কেউ বলেন, فَصَاحَت كَلَام টি كَثْرَت تَكْرَار ও تَتَابُع اِضَافَت তথা অধিক পুনরাবৃত্তি ও অব্যাহত ইযাফত থেকেও মুক্ত হতে হবে।

অধিক পুনরাবৃত্তি। যেমন, سُبُوحٌ لَهَا مِنْهَا...الخ। অব্যাহত ইযাফত যেমন, حَمَامَةُ جَرْعَى...الخ। এতে আপত্তি আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতে কালামের আরেকটি সংজ্ঞা কি ? উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, কারো কারো মতে ফাসাহাতে কালামের জন্য শুধু ضُعْف تَالِيف - تَنَافُر كَلِمَات ও تَعْقِيْد থেকে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং এগুলো ছাড়াও বাক্যটি كَثْرَت تَكْرَار (অধিক পুনরাবৃত্তি) ও تَتَابُع اِضَافَت (অব্যাহত ইযাফত) থেকেও মুক্ত হওয়া জরুরী। كَثْرَت تَكْرَار (অধিক পুনারাবৃত্তি) এর উদারহণ মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কবিতা–

وَتُسْعِدُنِىْ فِى غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ + سُبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ

প্রশ্ন ঃ কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ ও তরজমা উল্লেখ কর ?

উত্তর ঃ (শব্দ বিশ্লেষণ) اِسْعَاد ঃ সাহায্য করা। غَمْرَة ঃ বিপদাপদ। سُبُوحٌ ঃ দ্রুত সাতারু। রূপকার্থে উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়া উদ্দেশ্য। سُبُوحٌ ঃ উহ্য মাউসূফ (فَرَسٌ) এর ছিফাত। فَرَسٌ শব্দটি অর্থগত স্ত্রী লিঙ্গ। এটি মওসূফ। سُبُوحٌ ঃ এটি فُعُوْلٌ ওযনে فَاعِلٌ এর অর্থে ব্যবহৃত। আর এটি যেহেতু مُذَكَّر - مُؤَنَّث উভয়টির ছিফাত হয়, সেহেতু কবি سُبُوحٌ বলেছেন; سُبُوحَةٌ বলার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

কবিতার তরজমা ঃ এ ঘোড়া আমাকে সব বিপদাপদে সাহায্য করে এবং এটি এমন উত্তম ঘোড়া, মনে হয় যেন এটি পানিতে সাঁতার কাটছে, তার আরোহীকে

কষ্ট দেয় না। স্বয়ং তার মধ্যেই এমন কিছু চিহ্ন আছে, যেগুলো তার উৎকৃষ্টতার প্রমাণ। মোটকথা, এ শেরে ঘোড়ার তিনটি যমীর ব্যবহার হওয়ায় كَثْرَت تَكْرَار হয়েছে। বিধায় এ শেরটি ফাসাহাত থেকে বের হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ তাতাবুয়ে ইযাফতের উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ تَتَابُع اِضَافَات এর মধ্যে اِضَافَات বহুবচনটি দ্বারা একের অধিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ একের পর এক ধারাবাহিক ইযাফত হওয়া ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। মূল ইবারতে تَتَابُع اِضَافَت এর আতফ كَثْرَت এর উপর হয়েছে, تَكْرَار এর উপরে নয়। অর্থাৎ নিছক تَتَابُع اِضَافَت ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে تَتَابُع اِضَافَت অধিক হওয়া শর্ত নয়। যেমন, আবদুস সামাদ ইবনে মানসূর ইবনে হাসান ইবনে বাবকের নিম্নোক্ত শের

حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ + فَانْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعِ

কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ

এতে حَمَامَةَ শব্দটি মুনাদা এবং পরবর্তী শব্দের প্রতি ইযাফত হওয়ার কারণে এটি مَنْصُوب হয়েছে। এর পূর্বে يَا হরফে নেদা উহ্য আছে। অর্থ, মাদী কবুতর। جَرْعَى শব্দটি اَجْرَع এর مُؤَنَّث। ছন্দের প্রয়োজনে همزه কে বিলুপ্ত করে مَقْصُور পড়া হয়। جَرْعَى এমন বালুকাময় ভূমিকে বলা হয়, যেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না।

حَوْمَةً–শব্দটি قَوْمَةً এর ওযনে। অর্থ– কোন বস্তুর অংশ, টিলা। جَنْدَل ঃ অভিধান গ্রন্থ اَسَاس এর বর্ণনা মতে পাথুরে ভূমিকে বলা হয়। কিন্তু ছিহাহ গ্রন্থে রয়েছে جَنْدَل (নূনের উপর সাকিন) অর্থ, পাথর। আর جَنَدِل (জীম এবং নূনের উপর যবর আর দালের নিচে যের) অর্থ, পাথুরে ভূমি। অতএব اَسَاس গ্রন্থ অনুযায়ী শারেহ রহ. এর ব্যাখ্যা 'পাথুরে ভূমি' দ্বারা করা শুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সিহাহ এর বর্ণনানুসারে বলা হবে, শারেহ রহ. جَنْدَل এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আভিধানিক অর্থে নয় বরং কবির মূখ্য উদ্দেশ্যই শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় বাক্যে মাজাযের ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কবি جَنْدَل (পাথর) حَال বলে এর মহল তথা 'পাথুরে ভূমি' উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিংবা হতে পারে শারেহ রহ. এর মতে আলোচ্য কবিতায় جَنْدَل জীম ও নূনে যবর এবং দালে যের হবে। কিন্তু ছন্দের প্রয়োজন নূনের সাকিনকে লুপ্ত করা হয়েছে। যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে جَنْدَل এর ব্যাখ্যা পাথুরে ভূমি দ্বারা করাও আভিধানিক হবে। اِسْجَعِى শব্দটি مُؤَنَّث وَاحِد اَمَر এর ছীগাহ। سَجْع শব্দটি কবুতর ও উটনীর আওয়াজের জন্য ব্যবহৃত হয়। مَسْمَع ও مَرْأًى ইসমে যরফ। অর্থ, দেখা এবং

শুনার স্থান। سُعَاد কবির প্রিয়ার নাম এবং مُسْتَمَع ও مَرْأَى এর ফায়েল। بِمَرْأَى এর ب বর্ণটি فِي অর্থে ব্যবহৃত হবে। ছিহাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, مُسْتَمَع ও مَرْأَى এর পরে مِن এর مَجْرُوْر তার فَاعِل হয়; مَفْعُوْل হয় না। যেমন, বলা হয়– فُلَانٌ بِمَرْأَى مِنِّي وَمُسْتَمَع অর্থাৎ সে এমন স্থানে আছে যে, আমি তাকে দেখছি ও তার কথা শুনতে পাচ্ছি।

লক্ষণীয় যে, এ শেরে যেহেতু حَمَامَة শব্দটি جَرْعَى এর দিকে, جَرْعَى শব্দটি حَوْمَة এর দিকে এবং حَوْمَة শব্দটি جَنْدَل এর দিকে ইযাফত হয়েছে, সেহেতু এ শেরে (تَتَابُع إِضَافَات) একের পর এক ইযাফত হয়েছে। এ কারণে শেরটি ফাসাহাত থেকে বের হয়ে গেছে।

কবিতার তরজমা ঃ "হে বিশাল প্রস্তরাকীর্ণ বালুকাময় ভূমির কবুতর! তুমি গান গাও! কেননা তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ যে, আমার প্রিয়া সু'আদ তোমাকে দেখছে এবং তোমার কথা শুনছে।"

কেউ কেউ সুআদকে مَفْعُوْل বানিয়ে এ শেরের তরজমা করেন, "হে কবুতর! তুমি গান গাও! কেননা তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ যেখান থেকে তুমি সুআদকে দেখছ এবং তার কথা শুনছ।" শারেহ রহ. বলেন, এ তরজমা ভুল। যুক্তি ও বর্ণনা উভয়ভাবেই এর ভ্রান্তি প্রমাণিত।

আপত্তিকর অভিমত ও তার জবাব ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, ফাসাহাতে কালামের জন্য অধিক তাকরার ও একের পর এক ইযাফত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করা আপত্তিকর। অর্থাৎ প্রশ্নকারীর জন্য এরূপ বলা যে, كَثْرَتِ تَكْرَار ও تَتَابُعِ إِضَافَات সাধারণভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। তাই বাক্য এর থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী। আমরা একথা মানি না। কেননা একথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অর্থাৎ যদি এগুলোর কারণে বাক্যের উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়, তাহলে উভয়টি অবশ্যই ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর এবং উভয়টি থেকে বাক্য মুক্ত হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি এগুলোর কারণে বাক্যের উচ্চারণে কোন জড়তা বা কাঠিন্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে উভয়টি ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর হবে না এবং বাক্যও উভয়টি থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন ঃ ফাসাহাতের মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এ ইবারতে ফাহাত ফিল মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম এমন যোগ্যতাকে বলা হয়, যার দ্বারা বক্তা বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় মনের উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করতে সক্ষম হয়। শারেহ রহ. مَلَكَة এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, مَلَكَة এমন গুণ ও অবস্থাকে বলা হয়, যা অন্তরে বদ্ধমূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মূলতঃ মনের মধ্যে প্রথমতঃ যে

অবস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু স্থায়ী হয় না, তাকে حَال বলা হয়। সে ব্যক্তি এ حَال কে দূর করতে সক্ষম। আর যখন মনের মধ্যে সে অবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তাকে দূর করা অসম্ভব হয়ে যায়, তখন তাকে مَلَكَة বা যোগ্যতা বলা হয়। যখন তার মধ্যে এ যোগ্যতা অর্জিত হবে, সে তার ইচ্ছানুযায়ী সেটাকে খুশিমত প্রয়োগ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ مَلَكَة শব্দ চয়নের ব্যাখ্যা কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. فَصَاحَتْ فِى الْمُتَكَلِّمِ এর সংজ্ঞায় مَلَكَةٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন; صِفَةٌ শব্দ যোগ করে صِفَةٌ يَقْدِرُ بِهَا বলেননি। কেননা ফসীহ্ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করলে বালাগাত শাস্ত্রবিদদের মতে মানুষকে فَصِيْح বলা হবে না বরং ফসীহ্ বলার জন্য জরুরী হল, এ ছিফাত ও অবস্থা তার অন্তরে বদ্ধমূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। এদিকে ইংগিত করার জন্য মুছান্নিফ রহ. সংজ্ঞায় مَلَكَةٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন; صِفَةٌ শব্দ উল্লেখ করেননি। অবশ্য কেউ যদি এ প্রতিষ্ঠিত অবস্থা ছাড়া সাবলীল শব্দ তথা ফসীহ্ ভাষায় দু'একবার মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলে, তবুও তাকে ফসীহ্ বলা হবে না বরং তার ব্যাপারে বলা হবে هٰذِهٖ رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ (বা এটি অদক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর)।

প্রশ্ন ঃ لَفْظٌ فَصِيْحٌ বলার কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এখানে لَفْظ فَصِيْح বলেছেন; بِكَلَامٍ فَصِيْحٍ বলেননি। কেননা সব উদ্দেশ্য কালাম দ্বারা আদায় করা যায় না বরং কতক উদ্দেশ্য এমন আছে, যেগুলো শুধু مُفْرَد বা একক শব্দ দ্বারা আদায় করা সম্ভব। যেমন, এক ব্যক্তি তার হিসাব-নিকাষ সম্পূর্ণ করতে চায়। সুতরাং এ সময় সে হিসাব রক্ষকের কাছে তার বিভিন্ন দ্রব্যাদি গণনা করতে গিয়ে বলবে– বাড়ি, কাপড়, দাস, দাসী, বিছানাপত্র ইত্যাদি। অতএব যদি মুছান্নিফ রহ. بِكَلَامٍ فَصِيْحٍ বলতেন, তাহলে শুধুমাত্র ঐ অবস্থা অন্তর্ভুক্ত হত, যেখানে উদ্দেশ্যকে কালাম এবং মুরাক্কাব এর মাধ্যমে আদায় করা হয়। কিন্তু যেখানে মুফরাদ দ্বারা আদায় করা হয় তা এ সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হত না। তাই মুছান্নিফ রহ. بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ বলেছেন, যাতে এ সংজ্ঞাটি মুফরাদ এবং মুরাক্কাব উভয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা لَفْظ শব্দটিতে مُرَكَّب ও مُفْرَد উভয়টি গণ্য।

وَالْبَلَاغَةُ فِى الْكَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فَاِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ فَمَقَامُ كُلٍّ مِّنَ التَّنْكِيْرِ وَالْاِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالذِّكْرِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ وَمَقَامُ الْاِيْجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ وَكَذَا خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ وَارْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَانْحِطَاطُهُ بِعَدَمِهَا فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ

সহজ তরজমা

بَلَاغَت كَلَام ঃ বাক্যটি فَصِيْح হওয়ার সাথে সাথে مُقْتَضَى الْحَالِ তথা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী হওয়া। আর তা অর্থাৎ মুকতাযায়ে হাল বিভিন্ন ধরনের। কেননা কথার (স্থান-কাল) পার্থক্যপূর্ণ। কাজেই অনির্দিষ্টতা, স্বাভাবিকতা, অগ্রবর্তীতা ও উল্লেখ প্রত্যেকটির মাকামই তার বিপরীতমুখী মাকামের ভিন্ন মাকাম হয়। فَصْل এর স্থান وَصْل এর স্থানের বিপরীত। اِيْجَاز এর স্থান তার বিপরীতটির ভিন্ন। অদ্রূপভাবে মেধাবীর সাথে আলাপ ও মেধাহীনের সাথে আলাপ। প্রতিটি كَلِمَه এরই তার مُصَاحِب বা সাথীসহ একটি মাকাম আছে। আর কালাম اِعْتِبَار مُنَاسِب এর মুতাবিক হওয়ার দ্বারা সৌন্দর্য ও আকর্ষণের উঁচু স্তরে পৌছে। আবার তার অবর্তমানে বাক্যের মর্যাদা হ্রাস পায়। অতঃপর مُقْتَضَى الْحَالِ কেই اِعْتِبَار مُنَاسِب বলে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ বালাগাতের সংজ্ঞা ও প্রসঙ্গ কথা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. ফাসাহাতের আলোচনা থেকে অবসর হয়ে বালাগাতের আলোচনা শুরু করছেন। তিনি বলেন, বাক্য ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে مُقْتَضَى الْحَالِ এর অনুযায়ী হওয়াকে বালাগাত ফিল কালাম বলা হয়।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে مُطَابَقَت দ্বারা فِى الْجُمْلَه উদ্দেশ্য; مُطَابَقَة تَامَّه উদ্দেশ্য নয়। কেননা মূল বালাগাতে مُطَابَقَة تَامَّه এর শর্তারোপ করা হয় নি। مُطَابَقَة تَامَّه বলা হয়, বাক্য সকল مُقْتَضَى এর অনুযায়ী হওয়াকে, যেগুলো حَال চায়। আর مُطَابَقَةٌ فِى الْجُمْلَةِ হল, حَال এর একাধিক مُقْتَضَى থাকা অবস্থায় যদি কোন একটি مُقْتَضَى এর মোতাবেক হয়, তাহলে

فِى الْجُمْلَةِ হয়ে যাবে। অতএব যদি حَال দুটি জিনিসকে চায়, যেমন- تَاكِيْد এবং تَعْرِيْف চাইল। আর বক্তা দুটির কোন একটির প্রতি লক্ষ্য করেছে, অপরটির প্রতি লক্ষ্য করেনি। তাহলে যদিও এ বাক্য সাধারণতঃ بَلِيْغ হবে না কিন্তু এক হিসাবে بَلِيْغ হবে। অর্থাৎ বালাগাতের এ সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যথা- (১) حَال (২) مُقْتَضَى الْحَالِ (৩) مُطَابَقَة مُقْتَضَى।

প্রশ্ন ঃ حَال এর পরিচয় দাও ?

উত্তর ঃ حَال বলা হয় ঐ বিষয়কে, যা বক্তা যেভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে চায়, তা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ও তাত্ত্বিক হওয়ার দাবী করে। সে বিষয় বাস্তবে দাবীদার হোক বা না হোক।

প্রথমটির উদাহরণ- শ্রোতা যায়েদের বাস্তবে দাঁড়ানোকে অস্বীকার করছে। সুতরাং এ অস্বীকার বাস্তবে এমন বিষয় দাবী করে, বক্তা যে বাক্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করছে, সে বাক্যটিতে বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য তথা তাকীদ থাকে। **দ্বিতীয়টির উদাহরণ-** শ্রোতা অস্বীকার কারী নয়; কিন্তু তাকে অস্বীকাকারী হিসেবে ধরে নেওয়া হল। এমতাবস্থায়ও বক্তাকে তার চয়িত বাক্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনা অর্থাৎ তাকীদযুক্ত বাক্য ব্যবহারের দাবী করে।

মুছান্নিফ রহ. হালের মুকতাযাগুলোকে তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। (১) এমন মুকতাযায়ে হাল, যা বাক্যের অংশের সাথে সম্পৃক্ত। (২) যা দু'বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত। (৩) যা এগুলোর কোন একটির সাথে বিশেষিতঃ নয় বরং একই সাথে উভয়টির সাথে সম্পর্কিত হয়। মুছান্নিফ রহ. فَمَقَامُ كُلٍّ مِنَ التَّنْكِيْرِ। বলে প্রথম প্রকারের দিকে ইংগিত করেছেন। مَقَامُ الْفَصْلِ বলে দ্বিতীয় প্রকারের দিকে এবং مَقَامُ الْإِيْجَازِ বলে তৃতীয় প্রকারের দিকে ইংগিত করেছেন। আরেকটু সামান্য অগ্রসর হয়ে فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَالْاِعْتِبَارُ বলে মুকাতাযায়ে হালের বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ مُقْتَضَى الْحَالِ এর প্রথম প্রকারের বিবরণ দাও ?

উত্তর ঃ এখানে মুছান্নিফ রহ. مُقْتَضَى حَال এর প্রথম প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তানকীর ইতলাক, তাকদীম এবং যিকির প্রত্যেকটির মাকাম এগুলোর বিপরীত বিষয়ের মাকমামের বিরোধী। خِلَافٌ এর যমীর كُلٍّ এর দিকে ফিরছে। অর্থাৎ যে স্থানে মুসনাদ ইলাইহিকে নাকেরা আনা সমীচীন, যেমন- جَاءَ رَجُلٌ এবং رَجُلٌ فِى الدَّارِ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনদা ইলাইহিকে মারেফা আনা সমীচীন। যেমন, زَيْدٌ قَائِمٌ এবং جَاءَ زَيْدٌ ইত্যাদি। এমনিভাবে যে স্থানটিতে মুসনাদকে নাকেরা আনা সমীচীন, যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদকে মারেফা আনা সমীচীন, যেমন- زَيْدٌ الْقَائِمُ।

অনুরূপভাবে যে স্থানটিতে হুকুমকে মুতলাক রাখা তথা শর্তমুক্ত রাখা যেমন, زَيْدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে হুকুমকে তাকীদ দ্বারা শর্তযুক্ত করা সমীচীন। যেমন, إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ অথবা কসরের শব্দ দ্বারা শর্তযুক্ত করা, যেমন- إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ এবং مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ

প্রশ্ন ঃ মুছান্নিফ রহ. فَصْل কে تَنْكِير ইত্যাদির সাথে উল্লেখ না করে পৃথকভাবে উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর ঃ (ক) মুছান্নিফ রহ. এ পরিচ্ছেদের বিশেষ গুরুত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করার জন্য এমনটি করেছেন। এমনকি কেউ কেউ ইলমে বালাগাতকে فَصْل ও وَصْل এর জ্ঞানার্জনেই সীমাবদ্ধ করেছেন। তারা বলেন, যদি কারো فَصْل ও وَصْل এর জ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে তার যেন ইলমে বালাগাতেরই জ্ঞান হয়ে গেল। অতএব তিনি এ পরিচ্ছেদেরে বিশেষ গুরুত্বের কারণে مَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ কে অন্যান্য অবস্থাসমূহ থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন

(খ) পূর্ববর্তী অবস্থা সমূহের সম্পর্ক ছিল বাক্যের অংশসমূহের সাথে। পক্ষান্তরে وَصْل ও فَصْل এর সম্পর্ক দু'বাক্যের সাথে। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে فَصْل ও وَصْل কে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

বাক্য তিন ধরনের হয়ে থাকে। (১) إِيْجَاز (২) إِطْنَاب (৩) مُسَاوَات । ইজায বলা হয়, কম শব্দে মনের ভাব আদায় করা। مُسَاوَات বলা হয়, মনের ভাব ঠিক তত শব্দেই দ্বারা আদায় করা যে, তা উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশিও না হয় এবং উদ্দেশ্যের চেয়ে কমও না হয়। আর إِطْنَاب বলা হয়, মনের ভাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দাবলী দ্বারা আদায় করা। তবে ঐ অতিরিক্ত শব্দগুলোও কোন উপকারার্থে চয়িত হয়; একেবারেই অনর্থক হয় না। অতএব যে স্থানের জন্য إِيْجَاز সমীচীন, এটি ঐ স্থানের বিপরীত হবে, যেখানে إِطْنَاب ও مُسَاوَات সমীচীন। অনুরূপভাবে 'মেধাবীর প্রতি সম্বোধন' এবং 'নির্বোধের প্রতি সম্বোধন' এর মাকাম পরস্পর ভিন্ন। কেননা মেধাবীর সাথে সূক্ষ্ম বিষয়াদী, তথ্য ও রহস্যপূর্ণ ইংগিতবহ কথা বলা সমীচীন। অথচ নির্বোধের ক্ষেত্রে এসব বিষয় মোটেও সমীচীন নয়।

মুছান্নিফ রহ. বলেন, প্রতিটি শব্দের জন্য তার মুসাহেব বা সঙ্গীসহ একটি মাকাম থাকে। আবার অপর একটি মুসাহেবসহ তার আরেকটি মাকাম হয়। অপরদিকে উক্ত মুসাহেব দুটি সত্ত্বাগত অর্থে এক ও অভিন্ন। এমতাবস্থায় উল্লেখিত মাকাম দুটি পরস্পর বিরোধী হবে। (অর্থাৎ কোন শব্দের এক মুসাহেবসহ যে মাকাম আছে -এটি তারই আরেক মুসাহেবসহ সংশ্লিষ্ট মাকামের বিপরীত।) যেমন, فَعَلَ একটি কালিমা। বক্তা এর শুরুতে হরফে শর্ত আনতে চান। আর إِنْ ও إِذَا দুটিই হরফে শর্ত অর্থাৎ إِنْ যেমন فَعَلَ এর মুসাহেব (সঙ্গী)

হয়, তদ্রুপ اِذَا হরফটিও। আবার দুটিই আসল অর্থে এক তথা উভয়টি শর্তের অর্থ প্রদান করে। এতদসত্ত্বেও اِنْ এর সাথে فِعْل এর যে مَقَام রয়েছে, তা اِذَا এর সাথে নেই। অর্থাৎ فِعْل এর ব্যবহার اِذَا এর সাথে এবং فِعْل এর ব্যবহার اِنْ এর সাথে উভয়টি পরস্পর বিরোধী। কেননা اِنْ সন্দেহের জন্য আসে আর اِذَا আসে নিশ্চয়তার জন্য। অতএব (مَقَام شَرْط) সন্দেহের স্থানে اِنْ আনা সমীচীন আর নিশ্চয়তার স্থানে اِذَا আনা সমীচীন।

প্রশ্ন ঃ সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতায় বালাগাতের মর্যাদার বিবরণ দাও ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ: وَارْتِفَاعِ ... وَالْقَبُوْل ঃ মুছান্নিফ রহ. এ ইবারতে বালাগাতের উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন মর্যদার বিবরণ দিচ্ছেন। তবে লক্ষ্যণীয় হল, মুছান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা বর্ণনা করা। অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন, তারগীব ও তারহীব অথবা নছীহতের দৃষ্টিকোণ থেকে বালাগাতের মর্যাদাসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারগীব ও তারহীব হিসেবে বালাগাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য বাক্যে অধিক প্রভাব থাকা জরুরী। নিম্ন মর্যাদার জন্য সল্প প্রভাব থাকা জরুরী। আর নসীহতের ক্ষেত্রে বালাগাতের উচ্চমর্যাদা হল, বাক্য অধিক নসীহত সমৃদ্ধ হওয়া এবং নিম্ন মর্যাদার জন্য বাক্য সল্প নসীহত সমৃদ্ধ হওয়া। মোটকথা, মুছান্নিফ রহ. বলেন, সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাক্যে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক গুরুত্ব তখনই সৃষ্টি হবে, যখন বাক্য اِعْتِبَار مُنَاسِب এর মোতাবেক হবে। অর্থাৎ বাক্য এমন গ্রহণযোগ্য বিষয় সমৃদ্ধ হবে, যা শ্রোতার অবস্থার সমীচীন। আর যদি বাক্য اِعْتِبَار مُنَاسِب এর মোতাবেক না হয় অর্থাৎ শ্রোতার অবস্থার সমীচীন কোন গ্রহণযোগ্য বিষয় সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে সে বাক্য বালাগাতের নিম্ন পর্যায়ের হবে। অতএব বাক্য শ্রেতার অবস্থানুপাতে যতটুকু পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হবে, বালাগাত শাস্ত্রবিদদের নিকটে সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাক্য ততটুকু উঁচু হবে। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে বাক্য যতটুক অসম্পূর্ণ হবে, বাক্যটি ততটুকু নিম্নস্তরের বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ ই'তিবার শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ মূল ইবারতে اِعْتِبَار মাসদার দ্বারা اِسْم مَفْعُوْل উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যাকে বক্তা শ্রোতার অবস্থা অনুপাতে বলে মনে করেছে তথা اِعْتِبَار দ্বারা গ্রহণযোগ্য বিষয় উদ্দেশ্য। আর তা হল, এমন বৈশিষ্ট্য যা হালকে কামনা করে। যাকে مُقْتَضٰى حَال বলা হয়।

فَمُقْتَضَى الْحَالِ ঃ মূল কিতাবের এ ইবারত মুছান্নিফ রহ. এর আগের বক্তব্য وَارْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ এর উপর প্রাসঙ্গিক আলোচনা। অর্থাৎ তিনি বলেছেন– কোন বাক্য ইত্তিবারে মুনাসাব অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা তার উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়।

আর স্মরণ রেখ, মুকতাযায়ে হাল (বালাগাতের সংজ্ঞায় যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে) এর নামই ইতিবারে মুনাসাব অর্থাৎ مُقْتَضَى الْحَالِ এবং হাল ও মাকামের উপযুক্ত ইতেবার উভয়টি একই বিষয়; দুটিরই হাকীকত এক। মুছান্নিফ রহ. সীমাবদ্ধতার জন্য যমীরে فَصْل এনে উভয়টির মাঝে একথা প্রমাণ করেছেন তথা মুকতাযায়ে হালই হল اِعْتِبَار مُنَاسِب এবং اِعْتِبَار مُنَاسِب ই হল مُقْتَضَى حَال।

فَالْبَلَاغَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى بِالتَّرْكِيبِ وَكَثِيرًا مَّا يُسَمَّى ذٰلِكَ فَصَاحَةً أَيْضًا وَلَهَا طَرَفَانِ أَعْلَى وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَأَسْفَلُ وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ الْتَحَقَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ بِأَصْوَاتِ الْحَيَوَانَاتِ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ كَثِيرَةٌ وَتَتْبَعُهَا وُجُوهٌ أُخَرُ تُورِثُ الْكَلَامَ حُسْنًا وَفِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى تَأْلِيفِ كَلَامٍ بَلِيغٍ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ بَلِيغٍ فَصِيحٌ وَلَا عَكْسَ

সহজ তরজমা

সুতরাং لَفْظ যৌগিক অর্থ বুঝানোর বিবেচনায় بَلَاغَت হল, লফযের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। অনেক সময় একে فَصَاحَت নামেও অভিহিত করা হয়। بَلَاغَت এর দুটি স্তর রয়েছে। (ক) শীর্ষস্তর ঃ حَدّ اِعْجَاز (মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে كَلَام তথা অক্ষমতার স্তর) এবং যা শীর্ষের নিকটবর্তী। (খ) নিম্নস্তর ঃ আর তা হল, كَلَام কে যদি এ স্তর থেকে নিচে নামানো হয়, তবে বুলাগাদের মতে সেটি জীব-জন্তুর আওয়াজের সাথে মিলে যায়। এতদুভয়ের মাঝে অসংখ্য স্তর আছে এবং এছাড়া আরও কিছু বিষয় بَلَاغَت كَلَام এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেগুলো كَلَام এর সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করে।

بَلَاغَت مُتَكَلِّم ঃ এমন যোগ্যতা, যার দ্বারা বক্তা যে কোন كَلَام بَلِيغ উপস্থাপনে সক্ষম হয়। সুতরাং বুঝা গেল, প্রত্যেক বলীগ ব্যক্তিই ফসীহ। এর উল্টো নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ دَلَائِلُ الْاِعْجَاز গ্রন্থে উদ্ধৃত বক্তব্যের বিরোধ মীমাংসা কিভাবে করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এখানে বালাগাতের সংজ্ঞা সংশ্লিষ্ট একটি প্রাসঙ্গিক

বিষয় আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইতোপূর্বে বালাগাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল, কালামে ফসীহ মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া (এর নাম বালাগাত)। অপরদিকে মুতাবেক হওয়া যাকে বালাগাত বলা হয়েছে –এটি কালামের সিফাত। আর কালাম তো لَفْظ (শব্দ) হয়। অতএব বালাগাতও لَفْظ এর সিফাত হবে। এখন মুছান্নিফ রহ. এর ইবারতের মর্ম হবে, বালাগাতে কালাম যেহেতু অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বাক্য বিন্যাসের নাম, তাই বালাগাত এমন একটি সিফাত যা لَفْظ এর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বারা মুছান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য হল, শায়খ আবদুল কাহের জুরজানীর বক্তব্য দ্বারা অনুভূত বিষয়ের বৈপরিত্ব দূর করা। যে বক্তব্য দালায়েলুল আ'জাজে রয়েছে। সেখানে উদ্ধৃত ভাষ্যের সারকথা হল, তিনি বালাগাতকে কখনও لَفْظ এর সিফাত বলেছেন। আবার কখনও مَعْنٰى এর সিফাত বলেছেন। তদ্রুপ কখনও لَفْظ থেকে বালাগাতকে نَفِى করেছেন আবার কখনও مَعْنٰى থেকে نَفِى করেছেন।

এ বৈপরিত্ব দূর করতে গিয়ে মুছান্নিফ রহ. বলেন, শায়খের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, বাক্যটি বলীগ বলে বালাগাত لَفْظ এর সিফাত। কিন্তু এ হিসেবে নয় যে, শুধুমাত্র لَفْظ এবং ধ্বনি অর্থাৎ বালাগাত শুধুমাত্র لَفْظ এবং ধ্বনি সিফাত নয় বরং এ হিসেবে لَفْظ এর সিফাত যে, لَفْظ তারকীবের কারণে ঐ অতিরিক্ত অর্থ এবং উদ্দেশ্যের ফায়েদা দেয়, যে অতিরিক্ত অর্থ ও উদ্দেশ্যের জন্যে এ কালাম এবং لَفْظ নেওয়া হয়েছে। ইবারতে অতিরিক্ত অর্থ ও উদ্দেশ্য বলে হালের চাহিদা বুঝানো হয়েছে। কেননা কালামে বলীগ এবং লফযে বলীগ দ্বারা মূল অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। কেননা মূল অর্থ তো বালাগাত শূন্য কালামেও পাওয়া যায় বরং কালামে বলীগের মধ্যে সেই অতিরিক্ত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যাকে حَال চায়। একেই মুকতাযায়ে হাল এবং اِعْتِبَار مُنَاسِب বলা হয়। এরপর শায়খ যে স্থানে বালাগাতকে لَفْظ এর সিফাত বলেছেন, এর দ্বারা ঐ لَفْظ উদ্দেশ্য যা অতিরিক্ত অর্থ এবং উদ্দিষ্ট ফায়েদা প্রদান করে। ঐ لَفْظ উদ্দেশ্য নয়, যা শুধু মূল উদ্দেশ্য বুঝায়। আর যে স্থানে مَعْنٰى এর সিফাত বলেছেন, সেখানে উক্ত مَعْنٰى দ্বারা ঐ অতিরিক্ত অর্থও বুঝানো হয়েছে, لَفْظ যার ফায়েদা প্রদান করে।

যেখানে শায়খ لَفْظ থেকে বালাগাতকে نَفِى করেছেন এবং বলেছেন, বালাগাত لَفْظ এর সিফাত নয় –এর দ্বারা ঐ لَفْظ উদ্দেশ্য, যা অতিরিক্ত অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য শূন্য। আর যেখানে শায়খ مَعْنٰى থেকে বালাগাতকে نَفِى করেছেন এবং বলেছেন, বালাগাত مَعْنٰى এর সিফাত নয় –এর দ্বারা لَفْظ এর ঐ প্রথম ও মূল অর্থ উদ্দেশ্য, যা কেবল مَحْكُوم عَلَيْهِ কে مَحْكُوم بِهٖ এর জন্য প্রমাণ করার দ্বারা হাসিল হয়। মোটকথা, এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে

গেল যে, শায়েখের বক্তব্যে কোন বিভ্রান্তি ও বৈপরিত্ব নেই। এটিকেই মুছান্নিফ রহ. সংক্ষেপে এভাবে বলে দিয়েছেন যে, বালাগাত لَفْظ এর সিফাত তথা لَفْظ এবং كَلَام দুটি বলীগ হয়। কিন্তু বালাগাত সাধারণ لَفْظ এর সিফত নয় বরং এ হিসেবে لَفْظ এর সিফাত হয় যে, এ لَفْظ তারকীবের কারণে সে অর্থের ফায়েদা প্রদান করে, যার জন্য এ لَفْظ চয়িত হয়েছে।

বালাগাতের স্তর

মুছান্নিফ রহ. বলেন, বাক্যে হালের চাহিদাসমূহের পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করা বা না করা হিসেবে বালাগাতের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ ইবারতে বালাগাতের তিনটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। وَلَهَا طَرَفَانِ দ্বারা মুছান্নিফ রহ. اَعْلٰى (সর্বোচ্চ) এবং اَسْفَل (সর্বনিম্ন) দুটি স্তর বর্ণনা করেছেন। আর এ দু'স্তর উল্লেখ করার দ্বারা তৃতীয় বা اَوْسَط (মধ্যম) স্তর এমনিতেই বুঝে আসে। তথাপি মুছান্নিফ রহ. সামনে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় স্তরও উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, বালাগাতের উচ্চ স্তর বা طَرَف اَعْلٰى তো হদ্দে ইজায। حَدُّ الْاِعْجَاز মুরাক্কাবে ইযাফীটিতে اِعْجَاز এর দিকে حَد এর ইযাফতটি বয়াননিয়্যাহ অর্থাৎ বালাগাতের طَرَف اَعْلٰى হল, حَد তথা اِعْجَاز আর اِعْجَاز এর পূর্বে ذُوْ মুযাফ উহ্য আছে। অর্থাৎ বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়টি اِعْجَاز সমৃদ্ধ তথা তাতে اِعْجَاز রয়েছে। আর اِعْجَاز বলা হয় বাক্যটি বালাগাতের ক্ষেত্রে এমন স্তরে পৌছাকে, যা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং মানুষকে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অক্ষম করে দেয়।

বালাগাতের দ্বিতীয় প্রকার طَرَف اَسْفَل বা সর্বনিম্নস্তর। طَرَف اَسْفَل বলা হয়, যদি কালামকে এ (طَرَف اَسْفَل) থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ মুকতাযায়ে হালের প্রতি ন্যূনতম লক্ষ্যও করা না হয়, তাহলে এ ধরনের কালাম (বাক্য) ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্তেও বালাগাত শাস্ত্রবিদদের নিকট ইতর প্রাণীদের আওয়াজের পর্যায়ে চলে যায়, যা আকস্মিকভাবে মুখ থেকে নির্গত হয়। এতে না থাকে সূক্ষ্ম বিষয়ের লক্ষ্য এবং না থাকে আসল অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ঃ বালাগাতের মধ্যস্তরের বিভিন্নতা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, طَرَف اَعْلٰى এবং طَرَف اَسْفَل এর মধ্যে অনেকগুলো মধ্যস্তর রয়েছে। যেগুলো পরস্পর ভিন্ন। এমনকি মাকামের বিভিন্নতা, নানা বিষয়ের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করা বা না করা হিসেবে তন্মধ্যে একটি অপরটির থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমন, কোন ব্যক্তির দশটি অবস্থা আছে এবং প্রত্যেকটি অবস্থাই একেকটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এমতাবস্থায় বক্তা যদি তার কথায় ঐ দশটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করে, তাহলে তার কথা বালাগাতের সর্বোচ্চ

পর্যায়ে উপনীত হবে। আর যদি শুধু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে, তাহলে এ কালাম শুধু اَسْفَل বা সর্বনিম্নস্তরের হবে। এ দুটির মাঝে অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যাদের একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, যে কথায় তিনটি বৈশিষ্ট্য হবে তা দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা থেকে উচ্চাঙ্গের হবে। অনুরূপভাবে এ স্তর ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর কারণগুলোর দূরত্ব হিসেবেও ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন, একটি কালাম মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়েছে। এর মধ্যে মোটেও কাঠিন্যতা নেই। পক্ষান্তরে অন্য একটি কালাম মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়েছে। আবার তাতে সামান্য কাঠিন্যতাও রয়েছে, যা কালাম ফাসাহাত থেকে বের করে না। এতদুভয় কালামের মধ্যে প্রথমটি বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের হবে। দ্বিতীয়টি কাঠিন্যতা নিম্ন পর্যায়ের হবে। মোটকথা, কলামের হালের (অবস্থার) ভিন্নতা এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে বালাগাতের স্তরের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়দির দূরত্ব হিসেবেও বালাগাতের স্তর বিভিন্ন ধরনের হয়।

প্রশ্ন ঃ কালামের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয় কি কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, مُطَابَقَتْ مُقْتَضٰى حَال এবং ফাসাহাতে কালাম ছাড়া কিছু এমন বিষয় আছে, যেগুলো কালামের মধ্যে সৌন্দর্য আনয়ন করে, বালাগাতের কালামের অনুগামী এবং مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة নামে পরিচিত। শারেহ রহ. বলেন, মুছান্নিফ রহ. এর উক্তি تَتْبَعُهَا দ্বারা দুটি কথার দিকে ইংগিত হয়। এক. مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة কর্তৃক কালামের সৌন্দর্য সৃষ্টি করার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক, যা আসল বালাগাত থেকে বহির্ভূত অর্থাৎ মূল ইবারতের حُسْن দ্বারা حُسْن عَرَضِى তথা প্রাসঙ্গিক সৌন্দর্য উদ্দেশ্য, যা সত্তাগত সৌন্দর্যের উপর অতিরিক্ত হয়। কেননা সত্তাগত সৌন্দর্য তো ফাসাহাত ও মোতাবাকাত দ্বারা হাসিল হয়। তাই مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة দ্বারা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে, তা আসল বালাগাত থেকে বহির্ভূত حُسْن عَرَضِى তথা প্রাসঙ্গিক সৌন্দর্য হবে। দুই. উক্ত বিষয়গুলোকে সৌন্দর্য বর্ধনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়, ফাসাহাত ও মোতাবাকাতের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার পর অর্থাৎ কালামের মধ্যে বালাগাতের প্রতি প্রথম লক্ষ্য রাখা হবে। ইলমে বদীর বিবেচনা করা হবে পরে।

প্রশ্ন ঃ বালাগাতে মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. بَلَاغَتْ فِى الْمُتَكَلِّم এর সংজ্ঞায় বলেন– বালাগাত এমন একটি যোগ্যতা এবং বদ্ধমূল অবস্থাকে বলা হয়, যার সাহায্যে বক্তা সব ধরনের বালাগাতপূর্ণ কথা বলতে ও লিখতে সক্ষম হয়। مَلَكَة এর সংজ্ঞা ইতোপূর্বে ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম এর আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ফসীহ ও বলীগের মধ্যকার সম্পর্ক কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এখানে فَصِيْح এবং بَلِيْغ এর মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফাসাহাত এবং বালাগাতের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, উভয়টির মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক রয়েছে। بَلِيْغ হল, خَاصْ مُطْلَق আর فَصِيْح হল عَامْ مُطْلَق। তাই প্রত্যেক بَلِيْغ কালাম হোক চাই মুতাকাল্লিম হোক, সেটি فَصِيْح হয়। কিন্তু প্রত্যেক فَصِيْح এর জন্য بَلِيْغ হওয়া জরুরী নয়। عَلٰى اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ দ্বারা শারেহ রহ. একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ যার উপর বালাগাত নির্ভরশীল সেগুলো কি ?

উত্তর ঃ এ ইবারতে মুছান্নিফ রহ. বালাগাতের مَوْقُوْف عَلَيْهِ বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। মূল ইবারতে مَرْجِع দ্বারা এই مَوْقُوْف عَلَيْهِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যা শিক্ষা করা বালাগাতে জ্ঞান অর্জন করার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন বলা হয়, مَرْجِعُ الْجُوْدِ اِلَى الْغِنٰى –বদন্যতার উৎস বা مَوْقُوْف عَلَيْهِ হল ধনাঢ্যতা। এখানে غِنٰى দ্বারা আর্থিক ধনাঢ্যতা উদ্দেশ্য নয় বরং এমন বিষয় বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য, যার ফলে দান করা সম্ভব হয়। যদিও তা কমই হোক না কেন। মোটকথা, মুছান্নিফ রহ. এখানে বালাগাত পাওয়া যাওয়া যার উপর নির্ভরশীল এবং যা ছাড়া বালাগাত পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়, তা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। সুতরাং বালাগাতের উৎস এবং مَوْقُوْف عَلَيْهِ দুটি। যথা–(১) উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করতে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচা। (২) ফাসাহাতে জন্য ক্ষতিকর সকল কারণ থেকে বাঁচা। এমন কারণ সাতটি।

(১) تَنَافُر حُرُوْف (২) غَرَابَت (৩) مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِىْ (৪) تَنَافُر كَلِمَات
(৫) ضُعْف تَالِيْف (৬) تَعْقِيْد لَفْظِىْ (৭) تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ

وَاَنَّ الْبَلَاغَةَ مَرْجِعُهَا اِلَى الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْخَطَاءِ فِىْ تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَاِلٰى تَمْيِيْزِ الْفَصِيْحِ مِنْ غَيْرِهٖ وَالثَّانِىْ مِنْهُ مَايُبَيَّنُ فِىْ عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ اَوِ التَّصْرِيْفِ اَوِ النَّحْوِ . اَوْ يُدْرَكُ بِالْحِسِّ وَهُوَ مَاعَدَا التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىِّ

وَمَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْاَوَّلِ عِلْمُ الْمَعَانِيْ وَمَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِيِّ عِلْمُ الْبَيَانِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْهُ التَّحْسِيْنِ عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَكَثِيْرًا يُسَمَّى الْجَمِيْعُ عِلْمَ الْبَيَانِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّى الْاَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِيْ وَالْاَخِيْرَيْنِ عِلْمَ الْبَيَانِ وَالثَّلٰثَةَ عِلْمَ الْبَدِيْعِ ـ

সহজ তরজমা

আর বালাগাতের প্রত্যাবর্তন বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, মনের ভাব আদায়ে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং ফসীহকে অফসীহ হতে পার্থক্য করা। দ্বিতীয়টির কিছু ইলমে মতনে লুগাতে, কিছু ছরফ শাস্ত্রে এবং কিছু নাহ্‌ব শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। আবার কিছু مُدْرِك بِالْحِسِّ বা ইন্দ্রিয় লব্ধ। আর তা তা'কীদে মা'নবী থেকে ভিন্ন। সুতরাং যার মাধ্যমে প্রথমটি থেকে বাঁচা যায়, সেটি عِلْمُ الْمَعَانِيْ। যার দ্বারা تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ হতে মুক্ত হওয়া যায়, সেটি عِلْمُ الْبَيَانِ। আর যার দ্বারা كَلَام এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ সম্পর্কে জানা যায়, তাকে عِلْمُ الْبَدِيْعِ বলে। অধিকাংশ অলংকার শাস্ত্রবিদ সব কটি বিদ্যাকে একত্রে عِلْمُ الْبَيَانِ বলেন। কেউ কেউ প্রথমটিকে عِلْمُ الْمَعَانِيْ শেষ দুটিকে عِلْمُ الْبَيَانِ আবার কেউ তিনটিকেই عِلْمُ الْبَدِيْعِ বলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ বালাগাতের প্রথম মওকূফ আলাইহি কি ?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গেই মুছান্নিফ রহ. বলেছেন, দ্বিতীয়তঃ ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাত বিহীন বাক্য থেকে পৃথক করা বালাগাতের আরেকটি মওকূফ আলাইহি। কেননা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচা গেলে ফাসাহাতপূর্ণ বাক্য ফাসাহাতবিহীন বাক্য থেকে এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বালাগাতের দ্বিতীয় মওকূফ আলাইহি কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, বালাগাতের দ্বিতীয় مَوْقُوْف عَلَيْهِ হল, ফাসাহাতযুক্ত বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা। অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহের কিছু ইলমে মতনে লুগাতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, গারাবাত। কতগুলোকে ইলমে সরফে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- মুখালাফাতে কিয়াস। কতগুলোকে ইলমে নাহুতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, تَعْقِيْد لَفْظِيْ ও ضُعْف تَالِيْف। আর কতগুলোকে অনভূতি শক্তি দ্বারা জানা যাবে। যেমন, তানাফুর।

প্রশ্ন ঃ ইল্‌মে মা'আনী ও বয়ান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উত্তর ঃ সুতরাং জানা গেল যে, বালাগাতের مَوْقُوْف عَلَيْهِ অর্থা ফসীহকে

গায়রে ফসীহ থেকে পৃথক করার কতক পন্থা উল্লেখিত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, غَرَابَت ,تَنَافُر ,مُخَالَفَتِ قِيَاس ,ضُعْفِ تَالِيف ও تَعْقِيد لَفْظِي ইত্যাদি। আবার কতক অনুভূতি শক্তি দ্বারা জানা যায়। যেমন, তানাফুর। চাই হরফে হোক কিংবা কালিমায় হোক। কিন্তু এছাড়াও আরও দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হয়, যার উপরে বালাগাত নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলোকে না উল্লেখিত ইলমসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। আর না এগুলো অনুভূতি শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। যেমন– (১) উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা। (২) تَعْقِيد مَعْنَوِي থেকে বেঁচে থাকা।

মোটকথা, উভয়টি থেকে বেঁচে থাকা বালাগাতের مَوْقُوف عَلَيْه । অথচ এগুলো উল্লেখিত ইলমসমূহেও বর্ণনা করা হয়নি এবং অনুভূতি শক্তি দ্বারাও জানা যায় না। ফলে এমন ইলমের প্রয়োজন পড়েছে, যা এতদুভয়ের জন্য উপকারী হবে, কাজেও আসবে। অর্থাৎ যে দুটি ইলম দ্বারা ঐ দুটি বিষয় থেকে বাঁচা যাবে। সে মতেই বালাগাত বিশারদগণ প্রথমটি অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ইলমে মা'আনীকে আবিস্কার করেছেন। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ تَعْقِيد مَعْنَوِي থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ইলমে বয়ান আবিস্কার করেছেন। এ কথাটি মুছান্নিফ রহ. নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ যে ইলম দ্বারা প্রথম প্রকার তথা উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচা যায়, তা হল ইলমে মা'আনী। আর যে ইলম দ্বারা تَعْقِيد مَعْنَوِي থেকে বাঁচা যায়, তা হল ইলমে বয়ান।

প্রশ্ন ঃ উক্ত বিদ্যা দুটির নামকরণের কারণ কি ?

উত্তর ঃ বালাগাত বিশারদগণ এতদুভয় ইলমকে ইলমে বালাগাত বলে নামকরণ করেন। শারেহ রহ. বলেন, ইলমে বালাগাতে যদিও নাহু-সরফ ইত্যাদি ইলমের প্রয়োজন হয়, যার দ্বারা কালামে ফসীহকে কালামে অফসীহ থেকে পৃথক করা হয় এবং ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর দবিষয়াদী থেকে বিরত থাকা যায়। তদুপরি বিশেষভাবে এ দুটি ইলমকে বালাগাত করে নামকরণ করা হয়, ইলমে বালাগাতের সাথে এতদুভয়ের সংশ্লিষ্টতা অধিক হওয়ার কারণে। মোটকথা, এ দুটি ইলমের সাথে অধিক সংশ্লিষ্টতার কারণে উভয়টির নাম ইলমে বালাগাত রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইলমে বদী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উত্তর ঃ এরপর আরেকটি ইলমের প্রয়োজন হল। যার দ্বারা ইলমে বালাগাতের অনুগামী বিষয় জানা যাবে। সুতরাং এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইলমে বদী আবিস্কার করা হয়েছে। সুতরাং যে ইলমের দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনের পদ্ধতিগুলো জানা যায়, তাকে ইলমে বদী বলা হয়।

اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ عِلْمُ الْمَعَانِيْ

وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِىِّ الَّتِىْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ وَيَنْحَصِرُ فِىْ ثَمَانِيَةِ اَبْوَابٍ (١) اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ الْخَبَرِىِّ (٢) وَاَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ (٣) وَاَحْوَالُ الْمُسْنَدِ (٤) وَاَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ (٥) وَالْقَصْرُ (٦) وَالْاِنْشَاءُ (٧) وَالْفَصْلُ وَالْوَصْلُ (٨) وَالْاِيْجَازُ وَالْاِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ ـ

সহজ তরজমা

ইলমে মা'আনী ঐ বিদ্যাকে বলে, যার দ্বারা আরবী শব্দাবলীর সেসব অবস্থা জানা যায়, যে সমস্ত অবস্থা প্রেক্ষিতে لَفْظ তথা শব্দ مُقْتَضٰى حَال অনুযায়ী হয়। عِلْمُ مَعَانِى আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ।

(ক) اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ الْخَبَرِىِّ (খ) اَحْوَالُ مُسْنَدِ اِلَيْهِ (গ) اَحْوَالُ مُسْنَد
(ঘ) اَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ (ঙ) اَلْقَصْرُ (চ) اَلْاِنْشَاءُ (ছ) اَلْفَصْلُ وَالْوَصْلُ
(জ) اَلْاِيْجَازُ وَالْاِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاتُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ইলমে মা'আনীর বিধান বর্ণনার পূর্বে সংজ্ঞায়নের কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. ইলমে মা'আনীর বিধি-বিধান উল্লেখ করার পূর্বে এর সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন। কেননা প্রথমে সংজ্ঞা উল্লেখ না করলে অজ্ঞাত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা ভ্রান্ত ও অসম্ভব। সংজ্ঞার পরে মাসআলা বর্ণনা করলে বিষয়টি পুরাপুরি জানা যায়। তাই প্রথমে ইল্মে মা'আনীর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, যে ইলম দ্বারা আরবী শব্দের এমন অবস্থাসমূহ জানা যায়, যার দ্বারা বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়, তাকে ইলমে মা'আনী বলে।

প্রশ্ন ঃ ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. اَحْوَال কে لَفْظ এর দিকে ইযাফত করে ইলমে হেকমত বা দর্শন শাস্ত্রকে বের করে দিয়েছেন। কেননা দর্শন শাস্ত্রে শব্দের অবস্থা জানা যায় না বরং مَوْجُوْدَات এর অবস্থাসমূহ জানা যায়। তদ্রূপ এ قَيْد দ্বারা عِلْم مَنْطِق কেও বের করে দিয়েছেন। কেননা عِلْم مَنْطِق দ্বারা অর্থের অবস্থা জানা যায়, শব্দের অবস্থা জানা যায় না। আবার عِلْم فِقْه কেও বের করে দিয়েছেন। কেননা عِلْم فِقْه দ্বারা শরঈ আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান জানা যায়, শব্দের অবস্থা নয়।

প্রশ্ন ঃ মা'রিফাতের ব্যাখ্যা দাও ?

উত্তর ঃ الخ... يُعْرَفُ بِهِ اَحْوَالُ এর মর্মার্থ হল, ইলমে মা'আনী ঐ ইলম, যার দ্বারা مُدْرَكَات جُزْئِيَّة কে উপস্থিত করা হয়। مُدْرَكَات جُزْئِيَّه তথা اِدْرَكَات جُزْئِيَّه কে উপলব্ধি করার অর্থ হল, উল্লেখিত অবস্থাসমূহের জুয্ঈগুলোর প্রত্যেকটি এককের জ্ঞান হাসিল হওয়া। আর প্রত্যেক এককের জ্ঞান হাসিল হওয়ার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, সকল جُزْئِيَّات উপস্থিত থাকা বরং এর অর্থ হচ্ছে, এগুলোর যে সব একক পাওয়া যাবে, আমরা এ ইলমের দ্বারা সেটি জানতে সক্ষম হব। মোটকথা, মূল ইবারতে مَعْرِفَت দ্বারা اِمْكَان مَعْرِفَت (জ্ঞানের সম্ভাব্যতা) উদ্দেশ্য; مَعْرِفَت بِالْفِعْل (তাৎক্ষণিক জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হল, তার নাহু সম্পর্কে জ্ঞান আছে। এর অর্থ এই নয়– নাহুর সকল جُزْئِيَّات এবং সকল মাসআলা তার জানা আছে বরং এর মর্মার্থ হল, যদি নাহুর কোন মাসআলা তার সামনে এসে যায়, তাহলে সে উক্ত বিষয়টি ইলমে নাহু দ্বারা জানবে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ الخ... اَلَّتِىْ يُطَابِقُ اللَّفْظُ শর্তটির উপকারীতা কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এর উক্তি اَلَّتِىْ يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ এরূপ একটি শর্ত, যার দ্বারা ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে ঐ সব অবস্থাসমূকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যা এ সিফাতের নয়। যেমন, اِعْلَال ـ اِدْغَام ـ رَفْع ـ نَصَب ও جَرّইত্যাদি। এছাড়া تَصْغِير ـ جَمْع ইত্যাদি এমন অবস্থা, যেগুলো মূল অর্থ প্রকাশে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। তবে শব্দকে মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক বানানোর ক্ষেত্রে এসবের কোন অবদান নেই।-সুতরাং এ অবস্থাসমূহকে عِلْم مُحَسِّنَات ও عِلْم نَحْو দ্বারা জানা যায়। অনুরূপভাবে এ শর্ত দ্বারা صَرْف بَدِيْعِيَّه যেমন, تَجْنِيْس ـ تَرْصِيْع ইত্যাদিকে عِلْمُ الْمَعَانِىْ এর সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেননা مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّه ধর্তব্য হয় বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর। শব্দকে মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক বানানোর ক্ষেত্রে এর কোন অবদান নেই। তবে مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّه এর মধ্যে কোন কোন مُحَسِّنَات যদি এমন হয়, যেগুলোকে حَال কামনা করে, তা ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে বের হবে না বরং এ হিসেবে ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞাভুক্ত হবে।

প্রশ্ন ঃ উক্ত সীমাবদ্ধতার রূপরেখা কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, ইলমুল মা'আনীর মূল আলোচনা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ। যেমনিভাবে كُلّ তার جُزْء এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু كُلِّى যেমন তার جُزْئِى এর মধ্যে হয়ে থাকে এমন নয়। كُلِّى এবং كُلّ এর

মধ্যে পার্থক্য হল, كُلّ তার جُزْء এর উপর প্রয়োগ হয় না। যেমন, يَدُ زَيْدٍ বলা যায় না। পক্ষান্তরে كُلِّى তার جُزْئِى এর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন, زَيْدٌ اِنْسَانٌ বলা শুদ্ধ। সুতরাং ইলমে মা'আনীর আলোচনা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি যদি এমন হয় যেমন كُلِّى তার جُزْئِى এর মধ্যে হয়, তাহলে প্রত্যেক অধ্যায়ই عِلْمُ الْمَعَانِى হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এটি ভুল। কেননা প্রত্যেকটি অধ্যায় ইলমে মা'আনী নয় বরং সবকটি অধ্যায়ের সমষ্টির নাম ইলমে মা'আনী। উক্ত আটটি অধ্যায় হল–

(১) اَحْوَال اِسْنَاد خَبَرِى (২) اَحْوَال مُسْنَد اِلَيْهِ (৩) اَحْوَال مُسْنَد (৪) اَحْوَال مُتَعَلِّقَاتِ فِعْل (৫) قَصْر (৬) اِنْشَاء (৭) فَصْل ـ وَصْل (৮) ـ مُسَاوَات ـ اِيْجَاز ـ اِطْنَاب তবে চতুর্থ অধ্যায়ে مُتَعَلِّقَات فِعْل এবং مُتَعَلِّقَات شِبْه فِعْل উভয়টির اَحْوَال বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে فِعْل আসল হওয়ার কারণে কেবল مُتَعَلِّقَات فِعْل কে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্য উভয়টি।

لِاَنَّ الْكَلَامَ اِمَّا خَبَرٌ اَوْ اِنْشَاءٌ لِاَنَّهُ اِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهَا خَارِجٌ تُطَابِقُهُ اَوْ لَا تُطَابِقُهُ فَخَبَرٌ وَالْاَفَاِنْشَاءٌ وَالْخَبَرُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُسْنَدٍاِلَيْهِ وَمُسْنَدٍ وَاِسْنَادٍ وَالْمُسْنَدُ قَدْيَكُوْنُ لَهُ مُتَعَلِّقَاتٌ اِذَا كَانَ فِعْلًا اَوْ فِىْ مَعْنَاهُ وَكُلٌّ مِنَ الْاِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ اِمَّا بِقَصْرٍ اَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِنَتْ بِاُخْرٰى اِمَّا مَعْطُوْفَةٌ عَلَيْهَا اَوْ غَيْرُ مَعْطُوْفَةٍ وَالْكَلَامُ الْبَلِيْغُ اِمَّا زَائِدٌ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ لِفَائِدَةٍ اَوْ غَيْرُ زَائِدٍ

সহজ তরজমা

সীমাবদ্ধতার কারণঃ কেননা বাক্য হয়ত خَبَرِيَّه (সংবাদ সূচক) নতুবা اِنْشَائِيَّه (আবেদন সূচক) হবে। কারণ كَلَام এর نِسْبَت বাস্তবতা নির্ভর হবে অথবা হবে না। এরূপ হলে خَبَر। অন্যথায় اِنْشَاء। অধিকন্তু خَبَر এর জন্য مُسْنَد اِلَيْهِ ـ مُسْنَد ও اِسْنَاد আবশ্যক এবং কখনো তার সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকে, যখন مُسْنَد টি প্রকৃতগত فِعْل কিংবা অর্থগত فِعْل হবে। اِسْنَاد এবং تَعَلُّق এর প্রত্যেকটি قَصْر এর সাথে হবে বা قَصْر বিহীন হবে। আবার যেসব বাক্য অপর বাক্যের সাথে মিলিত হবে, مَعْطُوْف হয়ে মিলিত হবে বা مَعْطُوْف না হয়ে মিলিত হবে। আর كَلَام بَلِيْغ টি হয়ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর কোন উপকারার্থে অতিরিক্ত হবে অথবা হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুছান্নিফ রহ. ইলমে মা'আনী আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, কালাম (বাক্য) নিঃসন্দেহে এমন একটি নিসবতে তাম্মাহ বা পূর্ণাঙ্গ সম্বন্ধ নির্ভর হয়, যা বাক্যের দুটি দিক তথা مُسْنَد إِلَيْه ও مُسْنَد এর মধ্যে হয়ে থাকে এবং বক্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নঃ নিসবতের শ্রেণীভাগ ও সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

উত্তরঃ নিসবত তিন প্রকার।

(১) نِسْبَت كَلَامِيَّه (২) نِسْبَت ذِهْنِيَّه (৩) نِسْبَت خَارِجِيَّه।

বাক্যের দুটি অংশের (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি) মাঝে যে সম্পর্ক পাওয়া যায় স্বয়ং কালাম বা বাক্য থেকে, তাকে নিসবতে কালামিয়্যাহ বলা হয়। আবার এ সম্পর্কই যখন বক্তার মেধা বা মস্তিষ্কে অবস্থান করে, তাকে نِسْبَت ذِهْنِيَّه বলে। তদ্রূপ এ সম্পর্ক বাস্তব বা বাহ্যিক অবস্থায় পাওয়া যাওয়াকে نِسْبَت خَارِجِيَّه বলা হয়। যেমন, زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে যায়েদের দাঁড়ানোর বিষয়টি উক্ত বাক্য থেকে প্রাপ্ত হিসেবে এটি نِسْبَت كَلَامِيَّه। আবার যায়েদের দাঁড়ানোর বিষয়টি বক্তার মনে উপস্থিত হওয়া বা কল্পনায় আসার দ্বারা সেটি نِسْبَت ذِهْنِيَّه হয়। আর যায়েদের দাঁড়ানোর বিষয়টি যখন বাস্তবিক হয়, তখন এটি نِسْبَت خَارِجِيَّه বলে গণ্য হবে। نِسْبَت خَارِجِيَّة ও نِسْبَت كَلَامِيَّه বস্তুতঃ মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহির কোন একটির সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু نِسْبَت ذِهْنِيَّه বক্তার মনোজগতের সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ বাক্যটি কখন خَبَرِيَّه আর কখন اِنْشَائِيَّه হয় ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, বাক্য خَبَرِيَّه হোক বা اِنْشَائِيَّه হোক, যদি তার نِسْبَت كَلَامِيَّه টি তিন কালের কোন এক কালে বাস্তবিক হয় অর্থাৎ বাক্যের দুই প্রধান অংশের মাঝে বাস্তবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া গেল। এ নিসবতে কালিমিয়্যাহটি উক্ত নিসবতে খারেজিয়্যাহর মোতাবেক হোক চাই না হোক, তাহলে এ বাক্য خَبَرِيَّه হবে। মোতাবেক হওয়ার অর্থ হল, উভয় নিসবত ইতিবাচক হওয়া। যেমন, তুমি বললে زَيْدٌ قَائِمٌ আর বাস্তবেও যায়েদ দাঁড়ানো অথবা দুটি নিসবতই নেতিবাচক। যেমন, زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ আর বাস্তবেও যায়েদ দণ্ডায়মান নয়। মোতাবেক না হওয়ার অর্থ হল, نِسْبَت كَلَامِيَّه টি ইতিবাচক হওয়া এবং نِسْبَت خَارِجِيَّه টি নেতিবাচক হওয়া। যেমন, তুমি বললে زَيْدٌ قَائِمٌ কিন্তু বাস্তবে যায়েদ দাঁড়ানো নয়। অথবা نِسْبَت كَلَامِيَّه নেতিবাচক হওয়া এবং نِسْبَت خَارِجِيَّه ইতিবাচক হওয়া। যেমন, তুমি বললে- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ কিন্তু বাস্তবে যায়েদ দাঁড়ানো।

মোটকথা, যদি نِسْبَت كَلَامِيَّة টি نِسْبَت خَارِجِيَّة এর মোতাবেক হয় অর্থাৎ উভয়টি ইতিবাচক হয় বা উভয়টি নেতিবাচক হয়। অথবা نِسْبَت خَارِجِيَّة টি نِسْبَت كَلَامِيَّة এর মোতাবেক না হয় অর্থাৎ একটি ইতিবাচক হয় এবং অপরটি নেতিবাচক হয়, তাহলে এ সুরতে বাক্যটি خَبَرِيَّة হবে। অর্থাৎ এর মধ্যে সত্য-মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পক্ষান্তরে যদি نِسْبَت كَلَامِيَّة এর জন্য এমন نِسْبَت خَارِجِيَّة না হয়, যা তার মোতাবেক হয় বা মোতাবেক হয় না, সে বাক্যকে إِنْشَائِيَّة বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ দলীলে হছরের পরিসমাপ্তি কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ এ পর্যায়ে ইলমে মা'আনী আট অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। কেননা ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল, বাক্যের নিসবতে কালামিয়ার জন্য হয়ত নিসবতে খারেজী থাকবে এবং উক্ত নিসবতে কালামিয়্যাহটি নিসবতে খারেজীয়্যাহর মোতাবেক হবে অথবা হবে না। নতুবা এমন নিসবতে খারেজিয়্যাহ থাকবে না। যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে তা ইন্শা হবে। ইন্শা এর আলোচনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে করা হয়েছে। আর যদি প্রথমটি অর্থাৎ খবর হয়, তাহলে খবরের জন্য মুসনাদ ইলাইহি, মুসনাদ ও ইসনাদ থাকবে। যদি ইসনাদ হয় তাহলে প্রথম অধ্যায়ে এবং মুসনাদ ইলাইহি হলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর মুসনাদ হলে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদি মুসনাদটি ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক কোন ইসম হয়। যেমন– মাসদার, ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল ইত্যাদি। তবে এগুলোর জন্য مُتَعَلِّقَات থাকে। যেমন, মাফউল, হাল তমীয ইত্যাদি। আর এসবের আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এরপর ইসনাদ এবং তা'আল্লুক প্রত্যেকটি قَصْر এর সাথে হবে অথবা قَصْر ছাড়া হবে। যদি قَصْر এর সাথে হয়, তাহলে এর আলোচনা হবে পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রত্যেকটি বাক্য যা অন্যের সাথে মিলিত হয়ে আসে, তা হয়ত عَطْف এর সাথে উল্লেখিত হবে অথবা عَطْف ছাড়া হবে। عَطْف এর সাথে হলে وَصْل ; আর عَطْف না হলে فَصْل হবে। সুতরাং وَصْل ও فَصْل এর আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে করা হবে।

আবার বালাগাতপূর্ণবাক্য হয়ত আসল উদ্দেশ্যের উপর কোন উপকারার্থে অতিরিক্ত হবে অথবা অতিরিক্ত হবে না। যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে إِطْنَاب আর যদি অতিরিক্ত না হয় তাহলে إِيْجَاز এবং مُسَاوَات । সুতরাং إِيْجَاز ، إِطْنَاب ও مُسَاوَات –এ তিনটির সমষ্টি হল অষ্টম অধ্যায়।

تَنْبِيْهٌ: صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ وَكِذْبُهُ عَدَمُهَا وَقِيْلَ مُطَابَقَتُهُ لِاعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ خَطَأً وَعَدَمُهَا بِدَلِيْلِ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ وَرُدَّ بِاَنَّ الْمَعْنٰى لَكَاذِبُوْنَ فِى الشَّهَادَةِ أَوْ فِى تَسْمِيَتِهَا أَوِ الْمَشْهُوْدِبِهِ فِىْ زَعْمِهِمْ ـ قَالَ الْجَاحِظُ مُطَابَقَتُهُ مَعَ الْاِعْتِقَادِ وَعَدَمُهَا مَعَهُ وَغَيْرُهُمَا لَيْسَ بِصِدْقٍ وَلَا كِذْبٍ بِدَلِيْلِ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِىْ غَيْرُ الْكِذْبِ لِاَنَّهُ قَسِيْمُهُ وَغَيْرُ الصِّدْقِ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ وَرُدَّ بِاَنَّ الْمَعْنٰى اَمْ لَمْ يَفْتَرِ فَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْجِنَّةِ لِاَنَّ الْمَجْنُوْنَ لَا اِفْتِرَاءَ لَهُ ـ

সহজ তরজমা

জ্ঞাতব্য ঃ صِدْق خَبَر ঃ সংবাদটি বাস্তবের মুতাবিক হওয়াকে বলে। كِذْب ঃ خَبَر সংবাদটি বাস্তবের পরিপন্থী হওয়াকে বলে। কেউ কেউ বলেন, صِدْق خَبَر হল, সংবাদটি সংবাদ দাতার বিশ্বাস মাফিক হওয়ার নাম। যদিও বাস্তবে সে বিশ্বাস ভুল হয়। আর كِذْب خَبَر হল, সংবাদটি সংবাদ দাতার বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া। তাদের প্রমাণ– إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ । অথচ তা প্রত্যাখ্যাত। কেননা এ আয়াতের মর্ম হল, মুনাফিকরা সাক্ষ্যদান বা সাক্ষ্য নামকরণ বা তাদের ধারণানুযায়ী যার সাক্ষ্য প্রদান করছে তাতে মিথ্যুক।

জাহিয বলেন, صِدْق خَبَر হল, খবরটি বাস্তবের মুতাবিক হওয়ার সাথে সাথে সংবাদ দাতার اِعْتِقَاد এর মুতাবিক হওয়া। আর কিয্বে খবর হল, অনুরূপ না হওয়া তথা সংবাদটি বাস্তব এবং সংবাদ দাতার اِعْتِقَاد এর মুতাবিক না হওয়া।

এ দুটি ছাড়া কোন সিদ্কও নেই; কিয্বও নেই। তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী– اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ। কারণ, দ্বিতীয়টি (اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ) দ্বারা غَيْر كِذْب উদ্দেশ্য। কেননা তা كِذْب এরই প্রকার। তদ্রূপ গয়রে সিদ্কও। কেননা তারা এর (جنه بـه) বিশ্বাস রাখে না। দলীলটি প্রত্যাখ্যাত। এরূপে যে, اَمْ بِهٖ جِنَّه অর্থ اَمْ لَمْ يَفْتَرِ অতঃপর তাকে اَمْ بِهٖ جِنَّه দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ, পাগলের কোন اِفْتِرَاء নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্নঃ خَبَر সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মাতনৈক্য কি ?

উত্তর ঃ خَبَر সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মাতনৈক্য

রয়েছে। জমহূর এবং নিযাম মুতাযেলীর মতে خَبَر সত্য-মিথ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ; আল্লামা জাহিযের মতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ জমহূর এবং নিযান মুতাযেলীর মাযহাব হল, খবর হয়ত صَادِق হবে অথবা كَاذِب হবে; এ দুয়ের বাইরে খবরের তৃতীয় কোন প্রকার নেই। আর আল্লামা জাহিয বলেন, এদুটি ছাড়া খবরের আরেকটি প্রকার আছে। যা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এরপর صِدْق এবং كِذْب এর মাঝে সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রবক্তাগণ এদুটির ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নিয়েও মতানৈক্য করেন।

প্রশ্ন ঃ সিদ্‌ক ও কিয্‌বের সংজ্ঞায় নিযাম মু'তাযেলীর অভিমত কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. এখানে নিযাম মুতাযেলীর মতানুসারে صِدْق এবং كِذْب এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সংবাদের হুকুমটি সংবাদ দাতার বিশ্বাসের অনুকূলে হওয়ার নাম صِدْق خَبَر বা সত্য সংবাদ। যদিও সংবাদ দাতার সে বিশ্বাস ভুল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কেউ বলে, اَلسَّمَاءُ تَحْتَنَا (আকাশ আমাদের নিচে)। আর তার বিশ্বাসও এরূপ হয়, তাহলে তার সংবাদটিকে সত্য বলা হবে। যদিও তার এ বিশ্বাস ভুল এবং অবাস্তব। তদ্রূপ সে বলল- اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের ওপরে)। অথচ আকাশ উপরে আছে বলে তার বিশ্বাস নেই। তাহলে তার এ সংবাদকে মিথ্যার সংবাদ বলা হবে।

প্রশ্ন ঃ নিযাম মু'তাযেলীর অভিমতের প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ : بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ঃ নিযাম মুতাযেলী তার মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাদের اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ "নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল" উক্তিটির ক্ষেত্রে তাদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে উপস্থাপন করেছেন। অথচ তাদের এ বক্তব্য বাস্তব সত্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ। কিন্তু তারা রাসূল ﷺ এর রিসালোতে বিশ্বাসী ছিল না, বলে তাদের এ বক্তব্য তাদের বিশ্বাস মোতাবেক হয়নি। আর বিশ্বাস মোতাবেক না হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের বক্তব্য ও সংবাদের ক্ষেত্রে মিথাবাদী বলা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল যে, كِذْب خَبَر বা মিথ্যা সংবাদের সংজ্ঞায় সংবাদ দাতার বিশ্বাস বাস্তবের মোতাবেক না হওয়া ধর্তব্য। পক্ষান্তরে صِدْق এর সংজ্ঞায় বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া ধর্তব্য। সুতরাং নিযাম মুতাযেলীর বর্ণনাকৃত সংজ্ঞা প্রমাণিত হল।

মুছান্নিফ রহ. নিযাম মুতাযেলীর এ প্রমাণকে তিন পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের مَشْهُوْدٌ بِهٖ (সাক্ষ্য দানের বিষয়) অর্থাৎ তাদের উক্তি اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেন নি বরং শাহাদাতের (সাক্ষ্য দানের) ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। অর্থাৎ তারা যে

বলে– "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং এটি আমাদের অন্তরের কথা" এ বিষয়ে তারা মিথ্যাবাদী। কেননা তাদের مَشْهُوْدٌ بِهِ তথা اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি اِنَّ-ل-م এবং জুমলায়ে ইসমিয়াহ দ্বারা তাকিদযুক্ত করায় প্রতীয়মান হয় যে, তারা বলতে চাচ্ছে, আমাদের উক্ত সাক্ষ্য একান্তই অন্তর থেকে এবং খাঁটি বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। অথচ একথাটি বাস্তব সম্মত নয়। সুতরাং তাদের نَشْهَدُ বা শাহাদাত, যেহেতু বাস্তবের মোতাবেক নয়, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন শাহাদাতের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। মোটকথা, আয়াতে মিথ্যায়ণ مَشْهُوْدٌ بِهِ তথা اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং نَشْهَدُ শব্দে ব্যক্ত শাহাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ তাদের উক্ত সাক্ষ্য মন থেকে ছিল না। বিধায় তারা সাক্ষ্য দানে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হয়েছে।)

দ্বিতীয়তঃ তারা যে নিজেদের উক্তি اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ কে শাহাদাত বলে নামকরণ করেছে। যেমন, বলেছেন– نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এ সংবাদকে শাহাদাত বলে নামকরণ করার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কেননা শাহাদাত বলা হয়, যা বক্তার বিশ্বাস মাফিক হয়। অথচ বাস্তবে তাদের এ সংবাদ তাদের বিশ্বাস মাফিক ছিল না। সুতরাং তারা উক্ত সংবাদকে শাহাদাত করে নাম রাখার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হবে। ফলে নিযাম মুতাযেলীর মাযহাব প্রমাণ হবে না।

তৃতীয়তঃ আয়াতে মিথ্যা মূলতঃ مَشْهُوْدٌ بِهِ তথা اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ উক্তিটি। কিন্তু মর্মার্থ হল, এসব লোক مَشْهُوْدٌ بِهِ তথা اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ সংবাদটিতে মিথ্যাবাদী। তবে একারণে নয় যে, তাদের সংবাদটি বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি বরং এজন্য যে, তাদের সংবাদটি নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা এবং বাতিল বিশ্বাস মতে বাস্তবিক হয়নি। কেননা তাদের ধারনা ও বিশ্বাস ছিল, এ সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক নয়। সুতরাং তারা যে বিশ্বাস করত "হুজুর ﷺ বাস্তবে নবী নন", একারণে তাদের উক্তি "আপনি রাসূল" মিথ্যা হবে। যদিও বাস্তবে এ সংবাদটি সত্য। যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা মনে করে, তারা এ সংবাদে মিথ্যাবাদী। কেননা তাদের বিশ্বাসে এ সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক নয়। অথচ বাস্তবে এ সংবাদ সত্য। কেননা প্রকৃতই এ সংবাদ বাস্তবসম্মত। মোটকথা, উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের সংবাদ অবাস্তবিক হওয়ার দরুন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি। যেমনটি নেযাম মুতাযেলী মনে করেছেন বরং তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়ার কারণে সংবাদটিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং যেন আপনার এ ধারণা না জন্মে যে, মুছান্নিফ রহ. فِىْ زَعْمِهِمْ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সিদ্‌ক ও কিয্‌ব اِعْتِقَاد তথা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন ঃ ইমাম জাহিযের মতে খবরের সীমাবদ্ধতার কারণ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, জাহিয সংবাদ সত্য-মিথ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াকে অস্বীকার করেন এবং উভয়টির মাঝে একটি মধ্যন্তর সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, صِدْقِ خَبَرْ বলা হয়, সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক হওয়া এবং সংবাদ দাতার এ বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়েছে। كِذْبِ خَبَرْ বলা হয় সংবাদটি বাস্তাবের মোতাবেক না হওয়া এবং সংবাদ দাতার বাস্তবের মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাস থাকা। এ দু'প্রকার ছাড়া সংবাদের আরো চারটি প্রকার রয়েছে। যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয় বরং এ চারটি প্রকার সত্য-মিথ্যার মাঝে এক ধরনের মধ্যন্তর। যথা– (১) সংবাদ দাতার এ বিশ্বাস হওয়া যে, সংবাদটি বাস্তবের অনুযায়ী নয়। (২) সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে; কিন্তু সংবাদ দাতার মনে সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া কোন ধরনের বিশ্বাস নেই। (৩) সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু সংবাদ দাতার বিশ্বাসে সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে। (৪) সংবাদটি বাস্তব অনুযায়ী হওয়া বা বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া কোন ধরনের বিশ্বাস সংবাদ দাতার নেই।

প্রশ্ন ঃ ইমাম জাহিযের অভিমতের প্রমাণ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ এ চারটি সুরত সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। প্রথম দু' সুরত এ জন্য সত্য নয় যে, এ ব্যাপারে সংবাদ দাতার মনেই বাস্তব অনুযায়ী হওয়ার বিশ্বাস নেই। অথচ তার মতে সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস থাকা আবশ্যকীয়। আবার এদুটি মিথ্যাও নয়। কেননা সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়েছে। অথচ সংবাদ মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবের বিপরীত হওয়া আবশ্যক। আর শেষ দু সুরতের সংবাদ সত্য এ জন্য নয় যে, সংবাদ বাস্তবতার মোতাবেক হয় নি। অথচ সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়া জরুরী। আবার মিথ্যা নয় এ জন্য যে, এ ব্যাপারে সংবাদ দাতার বাস্তব অনুযায়ী হওয়ার বিশ্বাস নেই। মোটকথা, এ চার সুরতে সংবাদ না সত্য হবে না মিথ্যা হবে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম জাহিযের প্রামাণ্য আয়াত বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, জাহিয স্বীয় মতের স্বপক্ষে নিম্নের আয়াতে কারীমা দ্বারা দলীল পেশ করেন। সম্পূর্ণ আয়াতটি হল –

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ
اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ۔

"কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব– যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয়, তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও নতুনভাবে তোমরা সৃজিত হবে। সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে; নয়ত সে একজন উন্মাদ।"

প্রমাণ বিশ্লেষণ

তিনি আয়াতের আলোকে প্রমাণ স্বরূপ বলেন, হুজুর ﷺ কিয়ামত, পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন, কুরাইশ কাফিররা তাকে مَانِعَةُ الْخُلُو এর ভিত্তিতে দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রথমতঃ মিথ্যার ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়তঃ উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে। مَانِعَةُ الْخُلُو এর মর্মার্থ হল, উক্ত দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় অবশ্যই হয়েছে। হয়ত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করেছেন নতুবা তিনি (মা'আযাল্লাহ) উন্মাদ অবস্থায় উক্ত সংবাদটি দিয়েছেন। এ দুটি বিষয়ের কোনটিই হবে না –এমনটি নয়। এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রমাণটির অসারতার ব্যাখ্যা দাও ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, জাহিযের এ দলীলের প্রক্রিয়াটি প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ জাহিয যে বললেন, দ্বিতীয়াংশ তথা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দেওয়ার দ্বারা কাফিরদের উদ্দেশ্য হল, উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যা নয় এবং كِذْب এর কসীম –এটা আমরা মানি না। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী أَمْ بِهِ جِنَّةٌ এর অর্থ হচ্ছে, أَمْ لَمْ يَفْتَرِ –যেন কাফিররা বলেছে, أَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ لَمْ يَفْتَرِ সুতরাং عَدَمِ اِفْتِرَاء বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলাকেই مَجَازِ مُرْسَل হিসেবে جِنَّةٌ তথা উন্মাদনার অবস্থা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থার সংবাদের জন্য عَدَمِ اِفْتِرَاء লাযেম। আর উন্মাদ অবস্থার সংবাদ হল মালযুম। সুতরাং মালযুম বলে লাযেম উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, عَدَمِ اِفْتِرَا কেননা উন্মাদের পক্ষে ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করা সম্ভব নয়। কারণ, اِفْتِرَاء বলা হয়, كِذْب عَمَد তথা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করাকে। আর উন্মাদের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, কাফিররা মুহাম্মদ ﷺ এর ব্যাপারে বলেছে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করেছেন অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছেন অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করেছেন। বস্তুতঃ এর কোনটাই সত্য নয়।

اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ الْخَبَرِىْ

সংবাদমূলক اِسْنَاد এর অবস্থা

لَاشَكَّ اَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ اِمَّا الْحُكْمَ اَوْ كَوْنَهُ عَالِمًا بِهِ يُسَمَّى الْاَوَّلُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ وَالثَّانِىْ لَازِمَهَا وَقَدْ يُنَزَّلُ الْعَالِمُ بِهِمَا مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ لِعَدَمِ جَرْيِهِ عَلٰى مُوْجَبِ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَقْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيْبِ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ

সহজ তরজমা

নিঃসন্দেহে সংবাদ দ্বারা সংবাদ দাতার উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাকে حُكْم এর فَائِدَه (উপকারীতা) পৌছানো বা حُكْم সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকার বিষয়টি জানানো। প্রথমটিকে فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং দ্বিতীয়টিকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলা হয়। কখনও এ দুটি (فَائِدَةُ الْخَبَرِ وَلَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ) সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে তার জ্ঞান অনুযায়ী না চলায় অজ্ঞ ব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। অতএব বক্তা প্রয়োজন অনুপাতে তার বক্তব্য সংক্ষেপ করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ইসনাদের সংজ্ঞা দাও ?

উত্তর ঃ اِسْنَاد এর সংজ্ঞাঃ اِسْنَاد বলা হয় একটি শব্দ বা তার স্থলাভিষিক্তকে অপর কোন শব্দের সাথে এভাবে মিলানো যে, তা مُخَاطَب কে এ ফায়দা দিবে অর্থাৎ এ দুটি কালেমার একটি তথা مَحْكُوْم بِهِ এর অর্থটি অপরটি অর্থাৎ مَحْكُوْم عَلَيْهِ এর জন্য সাব্যস্ত হবে অথবা مَحْكُوْم عَلَيْهِ থেকে রহিত হবে।

প্রশ্ন ঃ ইন্‌শার পূর্বে খবরের বর্ণনা দেওয়ার কারণ কি ? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ লেখক خَبَر এর আলোচনাকে اِنْشَاء এর উপর مُقَدَّم করেছেন এজন্যাই যে, خَبَر এর গুরুত্ব অনেক। এর আলোচনাও বেশী। কেননা আকীদাগত সকল বিষয়ই خَبَر এর অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ পরিভাষা خَبَر এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যেসব বৈশিষ্ট্য ও তথ্যকণিকা বলীগদের কাছে গ্রহণযোগ্য, তার অধিকাংশই خَبَر দ্বারা হয়, اِنْشَاء দ্বারা নয়।

প্রশ্ন ঃ جُمْلَه خَبَرِيَّه ব্যবহারের মৌলিক উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ لَاشَكَّ اَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ ঃ এখান থেকে فَيَنْبَغِىْ পর্যন্ত اِسْنَاد এর অবস্থা সমূহের বিবরণের ভূমিকা। সারকথা হল, مُخْبِر তার خَبَر দ্বারা দুটি বিষয়ের একটির ইচ্ছা করে। এক. হয়ত তার উদ্দেশ্য হয় مُخَاطَب কে হুকুমের

ফায়দা পৌছানো। দুই. অথবা তার উদ্দেশ্য হয় مُخَاطَب কে একথা জানানো যে, সে حُكْم সম্পর্কে জ্ঞাত আছে। حُكْم এর ফায়দা দেওয়া তো তখনই উদ্দেশ্য হবে, যখন مُخَاطَب শূন্য মস্তিষ্ক হবে এবং حُكْم এর ব্যাপারে অনুগত হবে। আর বক্তা নিজে জানে –এ কথার ফায়দা তখন দিবে, যখন مُخَاطَب টি حُكْم এর পূর্ব থেকে জানা থাকে। কিন্তু বক্তাও যে حُكْم টি জানে, একথা তার জানা নেই। যেমন, যায়েদ মারা গেল। مُخَاطَب এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। এখন কেউ এসে বলল, زَيْدٌ مَاتَ (যায়দ মারা গেছে।) এ বাক্য দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হল, مُخَاطَب কে حُكْم এর ফায়দা দেওয়া। আর যদি مُخَاطَب যায়েদের মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব থেকে জ্ঞাত থাকে। কিন্তু সে জানে না যে, বক্তাও বিষয়টি জানে। এমতাবস্থায় বক্তা যখন বলল, زَيْدٌ مَاتَ (ভাই! যায়দ মারা গেছে।) তখন এ কথা দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য, مُخَاطَب কে حُكْم এর ফায়দা দেওয়া নয় বরং একথার ফায়দা দেওয়া যে, আমারও যায়েদের মৃত্যুর খবরটি জানা আছে।

প্রশ্ন ঃ সংজ্ঞা ও নামকরণের কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেছেন, যদি খবরদাতার নিজ খবর দ্বারা মুখাতবকের হুকুমের ফায়দা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তখন তার নাম فَائِدَةُ الْخَبَرِ । কেননা এ ফায়দা খবরের উপর নির্ভরশীল। আর যদি নিজ খবর দ্বারা খবরদাতার নিজে হুকুম সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ফায়দা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তখন তার নাম হয় لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ । শারেহ রহ. বলেন, হুকুম সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ফায়েদা দেওয়াকে এজন্য لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলা হয় যে, হুকুম সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ফায়দা দান হুকুমের ফায়দা প্রদানের জন্য লাযেম। তা এভাবে যে, খবরদাতা নিজ খবর দ্বারা মুখাতবকে যখনই হুকুমের ফায়দা দিবে তখন 'সে যে হুকুম সম্বন্ধে জ্ঞাত' এ ফায়দটিও আবশ্যকভাবে দিবে। কিন্তু এর বিপরীতটি হয় না। অর্থাৎ এমনটি হয় না যে, খবরদাতা যখনই নিজে হুকুম সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ফায়দা দিবে, তখন সে نَفْس حُكْم এরও ফায়দা দিবে। কারণ, হতে পারে খবরদাতার খবর দেওয়ার পূর্বেই মুখাতবের হুকুমটি জানা আছে। যেমন, এক ব্যক্তি তাওরাত গ্রন্থের হাফিয। তাকে বলা হল, قَدْ حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ লক্ষ্য করুন! তাওরাত মুখস্তকারী ব্যক্তির নিজের তাওরাত মুখস্থ থাকার জ্ঞান আছে। কিন্তু খবরদাতা যখন এ সংবাদ দিল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল, তোমার তাওরাত মুখস্ত থাকার বিষয়টি আমারও জানা আছে। মোটকথা, প্রথমটির জন্য দ্বিতীয়টি আবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি আবশ্যক নয়। আর যখন দ্বিতীয়টি আবশ্যক তখন এর নাম لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ রেখে দেওয়া হল।

প্রশ্ন ঃ আলেম শ্রোতাকে মূর্খের খবর দেওয়ার বিবরণ কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও কখনও মুখাতব فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ উভয়টিই জানে কিন্তু যেহেতু সে নিজ ইলমের দাবী অনুসারে আমল করে না, এজন্য বক্তা তাকে মূর্খের স্তরে নামিয়ে তার সামনে মূর্খদের মত খবর পেশ করা হয়। কেননা যে নিজ ইলমের দাবী অনুসারে আমল করে না, সে আর মূর্খ উভয়েই সমান। কারণ, ইলমের ফল ও ইলমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। এ আমল উভয় থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব উভয়ই এক সমান হবে। আর যে সংবাদ জাহেলের সামনে পেশ করা ঠিক হবে, সেই খবরটি আমলহীন আলেমের সামনেও পেশ করা সঠিক হবে। উদাহরণস্বরূপ فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্বন্ধে জ্ঞাত বেনামাযীকে আপনি বললেন, নামায ফরয। লক্ষ্য করুন! এ মুখাতব এমন, যিনি فَائِدَةُ الْخَبَرِ অর্থাৎ নামায ফরয হওয়ার বিষয়টি জানেন। কিন্তু সে নিজ জ্ঞানের উপর আমল করে না বলে তাকে এমন মুখাতবের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, সে নামায যে ফরয একথাই জানে না। এরপর তাকে খবর দেওয়া হল, ভাই! নামায ফরয। এই উদাহরণটি فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্বন্ধে জ্ঞাত ব্যক্তিকে মূর্খের স্তরে অবনমিত করার। আবার কখনও কখনও لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ সম্বন্ধে জ্ঞাত ব্যক্তিকে মূর্খের স্তরে নামিয়ে আনা হয়। যেমন, হামিদ যায়েদকে মারল। আর হামিদের জানা আছে যে, খালেদও আমার মারের ব্যাপারটি জানে। তদুপরি হামিদ খালেদের উপস্থিতিতে যায়েদকে মারার ব্যাপারে শাহেদের সাথে এমনভাবে কানাকানি করছে, যেন খালেদ থেকে হামিদ বিষয়টি লুকাতে চাচ্ছে। সুতরাং যেই হামিদ لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ সম্বন্ধে জ্ঞাত, সেই হামিদকে খালেদ لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ এর ব্যাপারে অনবগত ব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়ে বলল– ضَرَبْتَ زَيْدًا (জনাব, আপনি যায়েদকে মেরেছেন।) লক্ষ্য করুন! এখানে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ অর্থাৎ হুকুম সম্বন্ধে খালেদ যে অবগত এটা হামিদ জানে। কিন্তু খালেদ হামিদকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ সম্বন্ধে অজ্ঞের কাতারে রেখে ঐ খবরটি দিল।

আবার কখনও এক ব্যক্তি উভয়টি জানে কিন্তু তাকে উভয়টির ব্যাপারে অজ্ঞের কাতারে রেখে তার সামনে খবরটি পেশ করা হয়। যেমন, আরিফ একজন ঈমানদার ব্যক্তি। সে যে ঈমানদার, এ কথা সেও জানে। আবার এও জানে যে, ওয়াসিফও আমার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞাত। কিন্তু আরিফ ঈমানের দাবীর বিপরীত কাজ করল। এ কারণে ওয়াসিফ আরিফকে এ দুটির ব্যাপারে অজ্ঞের কাতারে রেখে বলল, আল্লাহর বান্দা! তুমি তো মুমিন। আল্লাহ আমাদের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের রাসূল।

فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ أُسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ - وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لَهُ حَسُنَ تَقْوِيَتُهُ بِمُؤَكِّدٍ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيدُهُ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ رُسُلِ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْكُذِّبُوا فِى الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ وَفِى الثَّانِيَةِ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ -

সহজ তরজমা

সুতরাং শ্রোতার মন-মানস যদি خَبَر এর حُكْم এবং তা সম্পর্কে সংশয় হতে মুক্ত হয়, তবে حُكْم টি تَاكِيْد হতে অমুখাপেক্ষী হবে। সে যদি حُكْم এর ব্যাপারে সন্দিহান হওয়াসহ তার প্রত্যাশী হয়, তাহলে حُكْم কে تَاكِيْد এনে শক্তিশালী করা শ্রেয়। আর শ্রোতা যদি حُكْم টি প্রত্যাখ্যানকারী হয়, তাহলে তার অস্বীকারের মাত্রা অনুযায়ী تَاكِيْد আনা অপরিহার্য। যেমন, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) এর দূতগণের বর্ণনা দিয়ে বলেন, তাদেরকে প্রথমবার মিথ্যায়ণ করা হলে তারা বলেন, "অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।" দ্বিতীয়বার মিথ্যায়ণ করলে তারা বলেন, "শপথ প্রভুর! আমাদের প্রভু জানেন– অবশ্য অবশ্যই আমারা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ কখন বাক্যে তাকীদ আনবে?

উত্তর ঃ খবরদাতা এবং বক্তা নিজ বাক্যে প্রয়োজনের উপর ক্ষ্যান্ত হবেন। কাজেই দেখতে হবে, মুখাতব কেমন? অমুখাতব যদি শূন্য মস্তিষ্ক হয় অর্থাৎ তার মস্তিষ্কে হুকুমটি বিদ্যমান না থাকে এবং সে এ হুকুমের ব্যাপারে সংশয়ীও না হয়, তবে এমতাবস্থায় হুকুমকে তাকীদযুক্তকারী হরফ (إِنَّ ইত্যাদি) থেকে বাক্যটি মুক্ত রাখা হবে। কেননা যখন হুকুম মস্তিষ্ককে মুক্ত পাবে তখন তা কোন তাকীদ ছাড়াই মস্তিষ্কে বসে যাবে। মোটকথা, এমতাবস্থায় তাকীদ ছাড়াই যখন হুকুমটি ব্রেনে গেঁথে যাওয়া সম্ভব, তখন ঐ হুকুমকে তাকীদযুক্ত করা ও তার জন্য তাকীদ আনা অর্থহীন বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ তাকীদ আনার উত্তমতার কারণ কি ?

উত্তর ঃ আর যদি মুখাতব حُكْم অর্থাৎ وُقُوْعِ نِسْبَت এবং لَاوُقُوْعِ نِسْبَت এর ব্যাপারে সন্দেহকারী হয় এবং অবস্থাগত বা মৌখিক ভাষা দ্বারা তার ইল্ম তথা إِذْعَان এবং تَصْدِيْق এর আশা রাখে। যেমন, তার ব্রেনে হুকুমের উভয় দিক

তথা مَحْكُوْم بِهٖ ও مَحْكُوْم عَلَيْهِ দুটিই আছে, তবে এতদুভয়ের মাঝে وُقُوْع نِسْبَت নাকি لَاوُقُوْع نِسْبَت হয়েছে –এ নিয়ে সে দ্বিধাবিভক্ত। তাহলে এমতাবস্থায় মুখতাবের সন্দেহ দূর করার জন্য এবং উক্ত হুকুমটি তার যেহেনে গেঁথে দেওয়ার জন্য হুকুমটিকে কোন হরফে তাকীদের মাধ্যমে তাকীদযুক্ত করা ওয়াজিব নয়, তবে উত্তম।

প্রশ্ন ঃ তাকীদ আনার আবশ্যতার কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুখাতব যদি হুকুম অস্বীকারকারী হয় তবে অস্বীকৃতির পর্যায় অনুসারে হুকুমকে তাকিদযুক্ত করা জরুরী। যে পর্যায়ের অস্বীকৃতি হবে, তাকীদ আনা হবে। অস্বীকৃতি যদি দৃঢ় হয় তবে তাকীদ বেশি আর অস্বীকার দুর্বল হলে তাকীদ কম আনা হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ মুসান্নিফ রহ. এর এবারত وَاِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيْهِ طَالِبًا لَهٗ এর মধ্যে صَنْعَت اِسْتِخْدَام পাওয়া যায়। اِسْتِخْدَام মানে একটি শব্দের দুটি অর্থ থাকবে। সেই শব্দ দ্বারা একটি এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তীত ضَمِيْر দ্বারা আরেকটি উদ্দেশ্য হবে। অথবা ঐ শব্দের দিকে দুটি ضَمِيْر ফিরবে। একটি ضَمِيْر দ্বারা একটি অর্থ উদ্দেশ্য হবে এবং অন্য যমীর দ্বারা আরেকটি অর্থ উদ্দেশ্য হবে। এখানে এ শেষোক্ত সুরতই পাওয়া যায়। কেননা فِيْهِ এর ضَمِيْر দ্বারা তো হুকুম (لَاوُقُوْع نِسْبَت এবং وُقُوْع نِسْبَت) উদ্দেশ্য আর لَهٗ যমীর দ্বারা وُقُوْع এবং لَاوُقُوْع এর عِلْم ও اِذْعَان উদ্দেশ্য। অধম এই صَنْعَت কে সামনে রেখেই ইবারতের ব্যাখ্যা করেছে।

প্রশ্ন ঃ তাকীদ আনার উদাহরণ কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণগুলো সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে উল্লেখ করেননি। তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এর সারকথা হল, হযরত ঈসা আ. দ্বীন প্রচারের জন্য এন্তাকিয়া বাসীদের কাছে প্রথমে বাওলাশ ও ইয়াহইয়া নামে দুজনকে পাঠান। যখন তারা এলাকাবাসীর সামনে সত্যের পয়গাম ও আল্লাহর কিতাব ইঞ্জীল পেশ করলেন, তখন এন্তাকিয়াবাসী তা প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের কথা অস্বীকার করল। তাই তাদের অস্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করার জন্য দূতগণ اِنَّ এবং جُمْلَه اِسْمِيَّه দ্বারা তাকীদযুক্ত করে বললেন, اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ –নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছে। অতঃপর এ দু'ব্যক্তির দৃঢ় সমর্থনের জন্য দ্বিতীয়বার শামাইন আ. কেও তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। এবার এন্তাকিয়াবাসী আরও শক্তভাবে অস্বীকার করল। তারা বলল, তোমাদের কী মূল্য আছে? তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। দয়াময় কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা

মিথ্যা বলছ। সুতরাং এবার ঈসা আ. এর দূতগণ শপথ, إِنَّ , لَامْ এবং جُمْلَه اِسْمِيَّه এ চার চারটি তাকীদসহ বললেন– رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ । এখানে رَبُّنَا يَعْلَمُ শব্দগতভাবে শপথ না হলেও বিধানগতভাবে শপথ। কেননা এর উদ্দেশ্য হল, আমরা নিজেদের প্রতিপালনের ইল্‌মের কসম খাচ্ছি।

وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْاَوَّلُ اِبْتِدَائِيًّا وَالثَّانِيْ طَلَبِيًّا وَالثَّالِثُ اِنْكَارِيًّا وَيُسَمَّى اِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا اِخْرَاجًا عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَكَثِيْرًا مَّا يُخْرَجُ عَلٰى خِلَافِهٖ فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ . اِذَا قُدِّمَ اِلَيْهِ مَا يَلُوْحُ لَهٗ بِالْخَبَرِ فَيَسْتَشْرِفُ لَهٗ اِسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ نَحْوُ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ .

সহজ তরজমা

কাজেই প্রথমটিকে ইবতেদায়ী, দ্বিতীয়টিকে তলাবী এবং তৃতীয়টিকে ইন্‌কারী বলা হয়। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে كَلَام উপস্থাপন করাকে مُقْتَضٰى ظَاهِر এর মুতাবিক বলে। কখনও তার পরিপন্থীও বাক্যচয়ণ করা হয়ে থাকে। তাই অপ্রত্যাশীকে প্রত্যাশী ব্যক্তিতে রূপান্তর করা হয় যখন তার সামনে এমন কোন বস্তু পেশ করা হবে, যা خَبَر এর প্রতি ইংগিত করে; সাথে সাথে অপ্রত্যাশী ব্যক্তি সন্দিহান আকাঙ্ক্ষীর মত خَبَر এর প্রতীক্ষায় থাকে। যেমন, وَلَاتُخَاطِبْنِىْ الخ.... "আপনি আমার সাথে অত্যাচারী সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রার্থনাসহ ডাকবেন না। কারণ, তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ উক্ত তিনটি পদ্ধতি কি এবং এর নামকরণের কারণ কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهٗ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْاَوَّلُ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. পূর্বে বাক্যের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এক. মুখাতব শূন্য মস্তিষ্ক হওয়ার সূরতে তাকীদ বিহীন বাক্য আনা। দুই. মুখাতব সন্দিহান তবে হুকুম অন্বেষণকারী –এমতাবস্থায় তাকীদ আনার উত্তমতা। তিন. মুখাতাব হুকুমটি অস্বীকার করার সূরতে অস্বীকারের মাত্রা অনুসারে তাকীদ জরুরী হওয়া। মুসান্নিফ বলেন, এ তিনটির মধ্য থেকে প্রথম পদ্ধতিতে কথা বলার নাম কালামে ইবতেদাঈ। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কথা বলার নাম কালামে তলাবী। তৃতীয় পদ্ধতিতে কথা বলার নাম কালামে ইনকারী। কারণ, প্রথমটিতে উক্ত কথা বলার পূর্বে মুখাতব থেকে না

তলব পাওয়া যায় আর না অস্বীকার পাওয়া যায় বরং মুখাতবের সামনে প্রাথমিকভাবে কথা পেশ করা হয়। এজন্য একে ইবতিদাঈ বলে। দ্বিতীয় অবস্থায় মুখাতব হুকুম তলব করে, সেজন্য একে তলাবী এবং তৃতীয় সূরতে মুখাতব হুকুমকে অস্বীকার করে, এজন্য একে ইনকারী বলে। মুসান্নিফ রহ. বলেন, উল্লিখিত তিন সূরতে কথা বলার নাম মুকতাযায়ে যাহের অনুসারে কথা বলা অর্থাৎ উল্লিখিত তিন সূরতের কোন এক সূরতে কথা বললে সে কথাটি মুকতাযায়ে যাহের অনুসারে হবে।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুকতাযায়ে যাহেরের বিপরীতও বাক্য আনা হয়। যেমন, (১) এক ব্যক্তি জানতে আগ্রহী নয় এবং শূন্য মস্তিষ্ক। এরূপ একজন মুখাতাবের অবস্থার দাবী মতে তার সামনে তাকীদ বিহীন বাক্য পেশ করতে হয়। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাকে আগ্রহী অর্থাৎ হুকুম সম্পর্কে সন্দিহান এবং হুকুম তলবকারীর স্তরে রেখে তার সামনে তাকীদযুক্ত বাক্য পেশ করা হল। কেননা মুখাতবের সংশয়কারী ও তলবকারী হওয়া এরূপই দাবী করে। সুতরাং এ তাকীদযুক্ত বাক্যটি মুতাযায়ে হালের তো মোতাবিক হবে। কারণ, তাকীদটি হাল অর্থাৎ ঐ আগ্রহের দাবী, যার স্তরে নামানো হয়েছে। কিন্তু এ তাকীদযুক্ত বাক্যটি মুকতাযায়ে যাহেরের বিপরীত। কারণ, বাস্তবে শ্রোতা মূলতঃ অনাগ্রহী। কাজেই যাহের অর্থাৎ অনাগ্রহের দাবী অনুসারে বাক্যকে তাকীদবিহীন আনতে হবে। কিন্তু এখানে অনাগ্রহকে আগ্রহের পর্যায়ে রেখে বাক্যকে তাকীদযুক্ত করা হয়েছে বলে এ তাকীদযুক্ত বাক্যটি মুতাযায়ে যাহেরের বিপরীত হবে। যদিও তা মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক।

এখন প্রশ্ন হয়, কি কারণে অনাগ্রহী ব্যক্তিকে আগ্রহী ব্যক্তির পর্যায়ে ধরা হয়েছে? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, যদি আগ্রহী এবং সংশয়কারী নয় এমন মুখাতবের সামনে এরূপ বাক্য পেশ করা হয়, যা কোন খবরের প্রতি ইংগিত বহন করে। আর সে ব্যক্তি ঐ খবরের তলবকারীর মতই অপেক্ষা করতে থাকে। তবে এরূপ অনাগ্রহী ব্যক্তিকে আগ্রহী ব্যক্তির পর্যায়ে রেখে তার সামনে এমন বাক্য পেশ করা হবে, যেমনটা প্রকৃত আগ্রহী ও সংশয়কারী ব্যক্তির সামনে পেশ করা হয়। অর্থাৎ তাকীদযুক্ত বাক্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আ. কে সম্বোধন করে বলেন, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا "অত্যাচারীদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে কথা বলাকে নিষেধ করা হয়নি বরং উদ্দেশ্য হল, তাদের থেকে শাস্তি দূর করার জন্য সুপারিশ করবেন না। এ বাক্যটি এ কথার প্রতি ইংগিত করে যে, নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি অত্যাসন্ন। তারপর বললেন, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا "আমার তত্ত্বাবধানে নৌকা বানাও।" এ বাক্য দ্বারা অনুমতি হয়, উক্ত শাস্তি পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার রূপে হবে। এ দুই কথা শুনে হযরত নূহ আ. এর অন্তরে সন্দেহ জাগল যে, তাহলে কি আমার সম্প্রদায়কে

নিমজ্জিত করার হুকুম চূড়ান্ত হয়ে গেল নাকি হয়নি? সুতরাং হযরত নূহ আ. যিনি খবর প্রত্যাশী ছিলেন না, তাঁকে প্রত্যাশী এবং সন্দেহকারীর পর্যায়ে রেখে আল্লাহ তা'আলা তার সামনে তাকীদযুক্ত বাক্য পেশ করলন। ইরশাদ করলেন, اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ তথা নিশ্চয়ই তাদেরকে নিমজ্জিত করার হুকুম চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ اِذَا لَاحَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اَمَارَاتِ الْاِنْكَارِ نَحْوُ . جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضًا رُمْحَهُ + اِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ وَالْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ اِذَا كَانَ مَعَهُ مَا اِنْ تَاَمَّلَهُ اِرْتَدَعَ نَحْوُ لَارَيْبَ فِيْهِ وَهٰكَذَا اِعْتِبَارَاتُ النَّفْيِ

সহজ তরজমা

অনস্বীকারকারীকে অস্বীকারকারী বানানো হয়, যখন তার মাঝে অস্বীকারের কোন নিদর্শন প্রকাশ পায়। যেমন, جَاءَ شَقِيْقٌ... الخ এবং প্রত্যাখানকারীকে অপ্রত্যাখানকারী গণ্য করা হয়, যখন তার নিকট এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, যাতে চিন্তা-ভাবনা করলে সে অস্বীকৃতি হতে ফিরে আসবে। যেমন, لَارَيْبَ فِيْهِ। এরূপ হবে নেতিবাচক বাক্যেও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. পেছনের ইবারতে মুকতাযায়ে যাহেরের বিপরীত ঐ অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেখানে তাকীদ আনা ছিল উত্তম; জরুরী নয়। আর এখানে তাকীদ আনার ওয়াজিব সূরতটি। সুতরাং তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই অনস্বীকার কারী হয় কিন্তু তার উপর অস্বীকৃতির কিছু আলামত প্রকাশ পায়, তবে তাকে মুনকিরের পর্যায়ে ধরা হবে। আর তার সামনে এমনভাবে কথা পেশ করা হবে, যেমন মুনকিরের সামনে পেশ করা হয়। এমতাবস্থায় তার সামনে তাকীদযুক্ত বাক্য পেশ করতে হবে। একথা সূর্যের চেয়েও পরিষ্কার যে, এই তাকীদযুক্ত বাক্যটি মুকতাযায়ে যহেরের বিপরীত। যেমন, হাজ্‌ল ইবনে নাদলার কবিতা ঃ جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضًا رُمْحَهُ + اِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ

প্রশ্ন ঃ কবিতার বিশ্লেষণ ও কবির উদ্দেশ্যে কি বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ শাকীক এক ব্যক্তির নাম। আড়াআড়িভাবে বর্শা রাখা মানে বর্শার দীঘল শত্রুর দিকে থাকবে না বরং তার প্রস্থ থাকবে শত্রুর দিকে। এতে অনুমিত হয়, বর্শাধারী ব্যক্তি শত্রু থেকে আশংকামুক্ত, উদাসীন। সে মনে করছে, শত্রুর সাথে হাতিয়ার নেই। সুতরাং শাকীক নিজ চাচাতো ভাইদের কাছে হাতিয়ার এবং বর্শা থাকাকে একেবারে অস্বীকার করছে না বরং সে জানে যে, তাদের

কাছে হাতিয়ার এবং বর্শা আছে। কিন্তু তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সে তার চাচাতো ভাইদেরকে নিরস্ত্র ও শূন্য হস্ত মনে করছে এবং তাদের কাছে অস্ত্র থাকাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং অস্বীকৃতির এ আলামতের কারণে শাকীক গায়রে মুনকিরকে মুনকিরের পর্যায়ে রেখে তার সামনে اِلْتِفَات এর পদ্ধতিতে إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ তাকীদযুক্ত বাক্য আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমার চাচাতো ভাইদের কাছে বর্শা আছে।" লক্ষ্য করুন! শাকীক বাস্তবিকই গায়রে মুনকির হলে তার সামনে তাকীদবিহীন বাক্য পেশ করা হত। কিন্তু তার দিক থেকে অস্বীকারের আলামত প্রকাশ পেয়েছে বলে তাকে মুনকিরের স্তরে রেখে মুকতাযায়ে যাহেরের বিপরীত তাকীদযুক্ত বাক্য পেশ করা হয়েছে।

কবির উদ্দেশ্য ঃ মুখতাসার কিতাবের মুসান্নিফ আল্লামা তাফতাযানী রহ. বলেন, কবি এ কবিতায় শাকীক এর সঙ্গে বিদ্রুপ করেছেন। কেননা তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সে এত ভীরু এবং দুর্বল বলেই চাচাতো ভাইদের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ভেবেছে, তাদের কাছে অস্ত্র নেই। নতুবা সে যদি জানত, তাদের কাছেও হাতিয়ার আছে তবু সে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হত না, বর্শা উঠানোর সাহস তার হত না। এটা যেন আবূ ছামাম বারা ইবনে আযেব আনসারী কর্তৃক বনূ যব্বারের জনৈক ব্যক্তি মুহরিযের সঙ্গে ঠাট্টার মত। আবূ ছামামা বলল, আমি যুদ্ধের সময় মুহরিযকে বললাম, তুমি সরে যাও। ভীড় যেন তোমাকে পদপিষ্ঠ না করে ফেলে। যেন কবি বললেন– জনাব, আপনি পরীক্ষিত নন। ঠাণ্ডা-গরমে অভ্যস্ত নন। যুদ্ধের বিভিষিকা দেখার অভিজ্ঞতা আপনার নেই। তাই আপনি ঘরে ফিরে যান। নতুবা ভয় হয়, শিশু ও নারীদের মত আপনাকেও পদদলিত হতে হবে।

"তোমার হাতে না খঞ্জর উঠবে, না তরবারী; এ বাহু আমার বহু পরীক্ষিত।"

(৩) মুসান্নিফ রহ. বলেন, মুকতাযায়ে যাহেরের বিপরীত একটি সুরত হল, মুনকিরকে গায়রে মুনকিরের পর্যায়ে রেখে তার সামনে এমন বাক্য পেশ করা, যেমন গায়রে মুনকিরের সামনে পেশ করা হয়। অর্থাৎ মুনকিরের ইনকারের দাবী হল, তার সামনে তাকীদযুক্ত বাক্য পেশ করা। কিন্তু যখন তাকে গায়রে মুনকিরের পর্যায়ে রাখা হল, তখন তার সামনে মুকাতাযায়ে যাহেরের বিপরীত তাকীদবিহীন বাক্য পেশ করা হবে। বাকী রইল, মুনকিরকে গায়রে মুনকিরের পর্যায়ে কখন রাখা হবে? এর উত্তর হল, যখন মুনকিরের কাছে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত থাকবে, যার মধ্যে সে চিন্তা করে নিজ ইনকার থেকে ফিরে আসবে। অতএব যখন সাক্ষ্য-প্রমাণে চিন্তা করার দ্বারা মুনকিরের ইনকার দূর হয়ে যাবে, সেই মুনকিরকে গায়রে মুনকিরের ... ... র।

إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا ঃ এখানে مَا দ্বারা উদ্দেশ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ আর مَعَهُ এর যমীর ফিরেছে মুনকিরের দিকে। তরজমা হল, যখন মুনকিরের কাছে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকবে, যার মধ্যে সে চিন্তা করলে তার ইনকার থেকে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ঃ উক্ত উদাহরণের ব্যাখ্যা দাও ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কুরআন সন্দেহের স্থান নয়। এতে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু এ হুকুম অর্থাৎ কুরআনের সন্দেহের স্থান না হওয়ার বিষয়টি এমন, যা অনেক মানুষই অস্বীকার করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেসব মুনকিরকে গায়রে মুনকিরের পর্যায়ে এবং তাদের অস্বীকৃতিকে عَدَمِ إِنْكَار এর পর্যায়ে রেখে তাদেরকে তাকীদ বিহীন বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন। বলেছেন– لَارَيْبَ فِيْهِ (কুরআন সন্দেহের স্থান নয়)। তাদেরকে গায়রে মুনকিরের পর্যায়ে রাখার কারণ হল, তাদের কাছে এমন প্রমাণাদি আছে, যা কুরআনের সন্দেহের স্থান না হওয়াকে সাব্যস্ত করে। উদাহরণতঃ কুরআনের অলৌকিকতা এবং এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরআন পেশ করা, যার সততা অলৌকিকতা দ্বারা প্রমাণিত এবং স্বীকৃতি। সুতরাং তারা যদি এ সমস্ত দলীল-প্রমাণে চিন্তা করত, তবে নিজে অস্বীকার থেকে ফিরে আসত এবং কুরআনের আসমানী গ্রন্থ হওয়াকে স্বীকার করে নিত। মোটকথা, এসব প্রমাণের কারণে মুনকিরদেরকে গায়রে মুনকিরদের কাতারে এনে তাদের সামনে এমন বাক্য পেশ করা হল, যেমনটা গায়রে মুনকিরদের সামনে পেশ করা হয়। তাই তাকীদ ছাড়া لَارَيْبَ فِيْهِ বলা হল।

মুসান্নিফ রহ. বলেছেন, যেসব দিক إِسْنَاد فِى الْإِثْبَاتِ বা ইতিবাচক বাক্যে লক্ষণীয়, সেগুলো إِسْنَاد فِى النَّفْيِ নেতিবাচক বাক্যে এর মধ্যেও লক্ষণীয়। অর্থাৎ প্রাথমিক বাক্যকে তাকীদমুক্ত করা হবে। অতএব সংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হবে, زَيْدٌ قَائِمًا বা لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا ইত্যাদি। তলবী বাক্যকে উত্তম হিসেবে তাকীদযুক্ত করা হবে। অতএব সংবাদ জানতে আগ্রহী সংশয়কারীকে বলা হবে, مَازَيْدٌ بِقَائِمٍ। আর ইনকারী বাক্যকে জরুরী ভিত্তিতে তাকীদযুক্ত করা হবে। তাকে বলা হবে, وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ ইত্যাদি।

ثُمَّ الْإِسْنَادُ مِنْهُ حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَهِيَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ
إِلٰى مَاهُوَلَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنْبَتَ اللّٰهُ

الْبَقْلَ وَقَوْلِ الْجَاهِلِ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ وَقَوْلِكَ جَاءَ زَيْدٌ وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يَجِئْ

সহজ তরজমা

অতঃপর কিছু إِسْنَاد হল, حَقِيْقَت عَقْلِيَّه। তা হল مَعْنٰى فِعْل অথবা فِعْل কে ঐ দিকে نِسْبَت করা, বক্তার মতে বাস্তবে যার জন্য فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, মুমিনের উক্তি اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ মূর্খের উক্তি اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এবং তোমার উক্তি جَاءَ زَيْدٌ অথচ তুমি জান সে আসেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ইসনাদের সাধারণ প্রকার কি কি ?

উত্তর ঃ মুছান্নিফ রহ. বলেন, ইসনাদ ইনশাঈ হোক বা খবরী হোক, তা দুই প্রকার। এক. حَقِيْقَت عَقْلِيَّه দুই. مَجَاز عَقْلِى। শারেহ রহ. سَوَاءٌ كَانَ إِنْشَائِيًّا اَوْ اِخْبَارِيًّا বলেছেন, এখানে সাধারণ ইসনাদের প্রকার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; বিশেষভাবে ইসনাদের খবরীর প্রকার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা ইসনাদের আলোচনা দ্বারা ধারণা হতে পারে। শারেহ রহ. এর উক্তি إِنْشَائِيًّا اَوْ اِخْبَارِيًّا দ্বারা সন্দেহ জাগে যে, হাকীকতে আকলিয়া এবং মাজাযে আকলী ইসনাদে তাম (পূর্ণ ইসনাদ) এর সাথে খাস এবং এ দুটি ইসনাদে তামের প্রকার। কেননা ইন্‌শা এবং খবর উভয়টি ইসনাদে তামের বৈশিষ্ট্য। অথচ হাকীকত এবং মাজায উভয়টি ইসনাদে তামের সাথে খাস নয় বরং এ দুটি ইসনাদে নাকেস (অসম্পূর্ণ ইসনাদ) এর মধ্যেও পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ (যায়েদের প্রহার আমাকে বিস্মিত করেছে) এবং اِنْبَاتُ اللّٰهِ الْبَقْلَ (আল্লাহর সব্‌জী উৎপন্ন করা আমাকে বিস্মিত করেছে।) এ দুটি উদাহরণেই মাস্‌দারের ইস্‌নাদ তার ফায়েল এর দিকে হয়েছে এবং উভয়টিতেই ইসনাদে হাকীকী। جَرَىُ النَّهْرِ (নদী প্রবাহিত হওয়া) এবং اَعْجَبَنِىْ اِنْبَاتُ الرَّبِيْعِ الْبَقْلَ (বসন্ত ঋতুর সব্‌জী উৎপন্ন করা আমাকে আশ্চার্যান্বিত করেছে।) এ দুটি উদাহরণে মাস্‌দারের ইসনাদ ফায়েল এর দিকে। উভয়টিতে ইসনাদ হল মাজায। এর উত্তর হল, ইনশাঈ এবং খবারী দ্বারা শারেহ এর উদ্দেশ্য, ঐ ইসনাদ যা জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ এবং জুমলায়ে খবরিয়্যাহ এর মধ্যে হয়। হোক সে ইসনাদ তাম বা নাকেস। কাজেই কোন আপত্তি থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ হাকীকতে আকলিয়ার সংজ্ঞা ও শর্তাবলি কি কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَهِيَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ الخ ঃ এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ রহ.হাকীকতে আকলিয়াহর সংজ্ঞা এবং তাতে উল্লেখিত শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, حَقِيْقَة عَقْلِيَّه বলা হয়, শাব্দিক ফে'ল অথবা অর্থগত ফে'লকে মুতাকাল্লিমের মতে তার বাহ্যিক অবস্থানুপাতে যার জন্য ফে'ল, তার দিকে নিসবত করা। এ فِعْل দ্বারা পারিভাষিক ফে'ল উদ্দেশ্য। আর مَعْنٰى فِعْل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, اِسْم تَفْضِيْل ـ صِفَت مُشَبَّه ـ اِسْم مَفْعُوْل ـ اِسْم ظَرْف এবং اِسْم فَاعِل ইত্যাদি।

"এমন বিষয়ের প্রতি" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل যার জন্য ছাবেত হবে, مَبْنِى لِلْفَاعِل এর মধ্যে কর্মটি হয় فَاعِل এর জন্য। যেমন, ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا আর مَبْنِى لِلْمَفْعُوْل (কর্মবাচ্যে) এর মধ্যে কর্মটি হয় مَفْعُوْل এর জন্য। যেমন, ضُرِبَ عَمْرٌو। অতএব প্রথম উদাহরণে ফায়েলের দিকে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে مَفْعُوْل এর দিকে হাকীকীভাবে ইসনাদ হয়েছে। কেননা প্রহারের কাজটি যায়েদের দ্বারা এবং প্রহরিত হওয়ার বিষয়টি عَمْرو এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এ ইসনাদটি হচ্ছে حَقِيْقَت عَقْلِيَّه।

وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَهُوَ إِسْنَادُهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَاهُوَ لَهُ بِتَأَوُّلٍ وَلَهُ مُلَابَسَاتٌ شَتَّى يُلَابِسُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَالْمَصْدَرَ وَالزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَالسَّبَبَ

সহজ তরজমা

আর কিছু مَعْنَى فِعْل অথবা فِعْل । তা হল, مَجَازِى عَقْلِى কে তার ঘনিষ্ঠ (مُلَابِس) বস্তুর প্রতি কোন নিদর্শনের বর্তমানে এমনভাবে نِسْبَت করা, যা তার (مُلَابِس) ঘনিষ্ঠ বস্তুর ভিন্ন হয়। فِعْل এর অনেক مُلَابِس রয়েছে। তা কখনও سَبَب ও مَكَان ، زَمَان ، مَصْدَر ، مَفْعُول بِه ، فَاعِل ، فِعْل এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ হাকীকতে আকলিয়ার শ্রেণী ভাগ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ হাকীকতে আকলিয়া চার প্রকার। উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি তাই বুঝায়। যথা–

১. যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়টার মোতাবেক হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রতি فِعْل অথবা مَعْنَى فِعْل কে ইসনাদ করা হয়েছে, এগুলো সে বিষয়ের জন্য বাস্তবতা এবং মুতাকাল্লিমের বিশ্বাসের মোতাবেক হবে। যেমন, মুমিন ব্যক্তির উক্তি أَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ । এতে إِنْبَات এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়েছে, যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী হয়েছে।

২. যা বিশ্বাসের মোতাবেক হবে; কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক হবে না। অর্থাৎ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাস অনুযায়ী তো উক্ত فِعْل অথবা مَعْنَى فِعْل ঐ বিষয়ের মোতাবেক হবে কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক হবে না। যেমন, কোন কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ । এখানে بَقْل উৎপন্ন করা বাস্তবে তো আল্লাহ তা'আলারই কাজ। কিন্তু কাফিরের বিশ্বাস মতে বসন্তকালই সবজি উৎপন্ন করে।

৩. বাস্তবতার মোতাবেক হবে, বিশ্বাসের মোতাবেক হবে না। অর্থাৎ فِعْل অথবা مَعْنَى فِعْل বাস্তবে তো مَاهُوَ لَهُ এর জন্য প্রমাণিত কিন্তু বক্তার বিশ্বাস অনুযায়ী হবে না। যেমন, কোন মুতাযেলী এমন ব্যক্তিকে বলল, যে তার মু'তাযেলা আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত নয়– خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْأَفْعَالَ كُلَّهَا (আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কর্মের স্রষ্টা)। অধিকন্তু মুতাযেলী শ্রোতা থেকে তার আকীদা গোপন রাখতে চায়। লক্ষ্য করুন, এ উদাহরণে خَلْق أَفْعَال কে আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করা হয়েছে। আর তা বাস্তবেও আল্লাহ

তা'আলাই করেন। কিন্তু মুতাযেলীর বিশ্বাস মোতাবেক নয়। কারণ, মুতাযেলাপন্থীরা মনে করে, اَفْعَال اِخْتِيَارِيَّه এর স্রষ্টা হচ্ছে বান্দা; আল্লাহ তা'আলা নন। শারেহ রহ. বলেন, এ উদাহরণ মূলপাঠে উল্লেখ নেই। কারণ, তার বাস্তবতা কম। অতএব এ প্রকারটি উল্লেখ না হওয়াতে কারো মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, হাকীকতে আকলিয়া শুধু তিন প্রকার।

৪. যা বাস্তব এবং বিশ্বাস কোনটারই মোতাবেক নয়। যেমন, তুমি বললে- جَاءَ زَيْدٌ। অথচ নিছক তুমিই জান, সে আসেনি; শ্রোতা জানে না। শ্রোতা তোমার বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে করেছে, তুমি যা বলেছ, তা সত্য। কেননা যদি শ্রোতা জানে, তুমি সত্য বলছ না, তাহলে তা হাকীকতে আকলিয়া হওয়া নিশ্চয়ত নয়। তখন বক্তা শ্রোতার বিপরীত জানাকে দলীল বা নিয়ে বলবে, সে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। অর্থাৎ যায়েদের দিকে ইসনাদের ইচ্ছা করে নি বরং যায়েদ ছাড়া অন্যের দিকে করেছে। এমতাবস্থায় এ ইসনাদটি مَاهُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ এর দিকে হবে না। সুতরাং এটি হাকীকতের আকলিয়াও হবে না বরং مَجَاز عَقْلِىْ হবে।

فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيْقَةٌ كَمَامَرَّ وَإِلَى غَيْرِهِمَا لِلْمُلَابَسَةِ مَجَازٌ كَقَوْلِهِمْ عِيْشَةٌ رَّاضِيَةٌ وَسَيْلٌ مُفْعَمٌ وَشِعْرٌ شَاعِرٌ وَنَهَارُهُ صَائِمٌ وَنَهْرٌجَارٍ وَ بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ

সহজ তরজমা

যখন فِعْل مَعْرُوْف এর নিসবত فَاعِل এর দিকে এবং فِعْل مَجْهُوْل এর نِسْبَت مَفْعُوْل بِهِ এর দিকে হবে, তখন حَقِيْقَت عَقْلِىْ হয়। তার উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। এতদভিন্নের প্রতি ঘনিষ্ঠতার নিসবত করলে তা হবে মাজায। যেমন, عِيْشَةٌ رَّاضِيَةٌ ইত্যাদি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মাজাযে আকলীর সংজ্ঞা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ মোটকথা, মাজাযে আকলী বলা হয়, فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل কে تَأَوُّل বা কোন করীনার ভিত্তিতে এমন مُلَابِس (ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোন ইসম) এর দিকে ইসনাদ করা, যা غَيْر مَاهُوَلَهُ অর্থাৎ فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل কে এমন বিষয়ের দিকে নিসবত করা, যে বিষয়টি এবং فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل এর মাঝে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ مُلَابِس টি فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل যার জন্য গঠিত, তার থেকে ভিন্ন কোন مُلَابِس অর্থাৎ مَبْنِى لِلْفِعْل এর মধ্যে

فَاعِل ভিন্ন অন্য ইসম مُسْنَدُ اِلَيْهِ আর مَبْنِى لِلْمَفْعُوْلِ এর মধ্যে مَفْعُوْل ভিন্ন অন্য ইসম مُسْنَدُ اِلَيْهِ কেননা مَبْنِى لِلْفَاعِلِ এর মধ্যে فَاعِل ভিন্ন অন্য ইসম আর مَبْنِى لِلْمَفْعُوْلِ এর মধ্যে মাফউল ভিন্ন অন্য ইসম مُسْنَدُ اِلَيْهِ হয়, তাহলে এ ইসনাদটি حَقِيْقِى হবে, বিপরীত নয়।

قَوْلُهُ وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتّٰى ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, ফে'লের সাথে অনেক ইসমের সম্পর্ক থাকে। যেমন, ফে'লের সাথে সম্পর্কিত হয় ইসম ফায়েল, মাফউলে বিহি, মাসদার, কাল, স্থান এবং সবাব ইত্যাদি। সুতরাং ফে'লে মারূফের মধ্যে ফে'লের নিসবত যদি ফায়েলের দিকে করা হয় অথবা ফে'লে মাজহূলের মধ্যে ফে'লের নিসবত যদি মাফউলে বিহির দিকে করা হয়, তখন এ নিসবতটিকে হাকীকতে আকলিয়া বলা হয়। কিন্তু যদি কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে ফে'লের নিসবত ফায়েল বা মাফউলে বিহি ছাড়া অন্য ইসমের দিকে করা হয় অর্থাৎ ফে'লে মা'রূফের ইসনাদ ফায়েল ছাড়া অন্য ইসমের দিকে করা হয় অথবা ফে'লে মাজহূলের ইসনাদ মাফউলে বিহী ছাড়া অন্য ইসমের দিকে করা হয়, তখন একে মাজাযে আকলী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর বিশ্লেষণ দাও ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِمْ عِيْشَةٌ رَّاضِيَةٌ الخ ঃ উল্লেখিত ইবারতে মুসান্নিফ রহ. مَجَازِى عَقْلِى এর বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, مَجَازِى عَقْلِىএর একটি উদাহরণ নিম্নরূপ। যথা–

عِيْشَةٌ رَاضِيَة এখানে رَاضِيَة শব্দটি ফায়েলের জন্য গঠিত। কেননা رَاضِيَة ইসমে ফায়েল। আর ইসমে ফায়েল ফে'লে মারূফের হুকুমে হয়। এতে رَاضِيَة এর ইসনাদ তাতেই উহ্য যমীরের দিকে করা হয়েছে, যে যমীরটি ফিরেছে عِيْشَة এর দিকে। আর عِيْشَه হচ্ছে مَفْعُوْل بِه حَقِيْقِى কারণ عِيْشَة (জীবন) সন্তুষ্ট হতে পারে না বরং মানুষ জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং عِيْشَة رَاضِيَة না হয়ে عِيْشَة مَرْضِيَّة হওয়া উচিত ছিল। এ উদাহরণে ফায়েলের জন্য গঠিত ইসমে ফায়েলকে مَفْعُوْل بِه এর দিকে নিসবত করা হয়েছে, বিধায় এটি اِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা مَبْنِى لِلْفَاعِلِ এর মধ্যে مَفْعُوْل بِه ফে'লের مَاهُوَ لَهٗ; হয় غَيْر مَاهُوَلَهٗ হতে পারে না।

বস্তুতঃ আলোচ্য উদাহরণ এবং পরপরবর্তী উদাহরণটি গভীরভাবে বুঝার জন্য দুটি কথা জেনে রাখা জরুরী।

(১) শারেহ রহ. বলেন, رَاضِيَة এর ইসনাদ مَفْعُوْل بِه এর দিকে করা হয়েছে। অর্থাৎ عِيْشَة এর যমীরের দিকে করা হয়েছে। অথচ رَاضِيَة এর উহ্য যমীরটি, যা عِيْشَة এর দিকে ফিরেছে, তা رَاضِيَة এর ফায়েল হবে মাফউল

নয়। এর জবাবে তাকমীলুল আমানী গ্রন্থকার বলেন, এ যমীরটি যদিও তারকীবে ফায়েল হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা مَفْعُوْل بِه। কেননা عِيْشَة مَرْضِيَّة হয় عِيْشَة رَاضِيَة হয় না। সুতরাং এ প্রকৃত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে رَاضِيَة এর ইসনাদ حَقِيْقِى مَفْعُوْل بِه এর দিকে করা হয়েছে।

(২) আমরা বলেছি– رَاضِيَة এর ইসনাদ عِيْشَة এর যমীরের দিকে করা হয়েছে; সরাসরি عِيْشَة এর দিকে করা হয়নি। যদিও উভয় ইসনাদের বক্তব্য একই। কারণ, যদি বলা হত رَاضِيَة এর ইসনাদ عِيْشَة এর দিকে করা হয়েছে, তাহলে এ ইসনাদটি مُبْتَدَاء এর দিকে হত। কেননা عِيْشَة তারকীবে مُبْتَدَاء হয়েছে। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসান্নিফ রহ. মতে مُبْتَدَاء এর দিকে যে ইসনাদ হয়, তা হাকীকত হয়; মাজায নয়। সুতরাং এটি মাজাযে আকলীর উদাহরণে উল্লেখ করা ঠিক হত না।

○ سَيْلٌ مُفْعَمٌ (বিস্তৃত প্লাবন)। এতে মাফউলের জন্য গঠিত ফে'লের নিসবত ফায়েলের দিকে করা হয়েছে। অর্থাৎ مُفْعَم শব্দটি اِفْعَام এর মাফউল হয়েছে। আর ইসমে মাফউল ফে'লে মাজহূলের হুকুমে হয়। (مُفْعَمٌ) এর ইসনাদ তাতে উহ্য যমীরটির দিকে করা হয়েছে। যেটি سَيْل এর দিকে ফিরেছে। سَيْل যদিও তারকীবে مُبْتَدَاء হয়েছে। কিন্তু اِفْعَام এর হাকীকী ফায়েল। যেমন, বলা হয়– اَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِىَ (বন্যায় উপত্যাকা প্লাবিত করে দিয়েছে।) যে যমীরটির দিকে مُفْعَم এর ইসনাদ করা হয়েছে, তারকীবে যদিও সেটি নায়েবে ফায়েল কিন্তু মূলতঃ তার ফায়েল। মোটকথা, এ উদাহরণে فِعْل مَبْنِى لِلْمَفْعُوْل এর ইসনাদ ফায়েলের দিকে করা হয়েছে। আর ফায়েল فِعْل مَبْنِى لِلْمَفْعُوْل এর غَيْر مَاهُوَلَهٗ হয়। সুতরাং এটি اِسْنَاد مَجَازِى হবে।

○ شِعْر اشَاعِر এ উদাহরণে مَبْنِى لِلْفَاعِل এর ইসনাদ মাসদারের দিকে করা হয়েছে। অর্থাৎ شَاعِر ইসমে ফায়েল। আর ইসমে ফায়েল مَبْنِى لِلْفَاعِل এবং فِعْل مَعْرُوْف এর হুকুমে হয়। شَاعِر এর ইসনাদ উহ্য যমীরের দিকে করা হয়েছে যা شِعْر মাসদারের দিকে ফিরেছে। আমরা জানি, কবি কোন ব্যক্তি হবেন; কাজটি হবে না। সুতরাং ফায়েলের দিকে ইসনাদ করে شِعْرٌ شَاعِرٌ صَاحِبُهٗ বলা উচিত ছিল। কিন্তু মাসদার যা غَيْر مَاهُوَ لَهٗ তার দিকে ইসনাদ করায় এটি اِسْنَاد مَجَازِى হয়েছে; হাকীকী নয়। আরবরা এমন তারকীব তখনই গ্রহণ করেন, যখন কোন বিষয়ে আধিক্যতা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। যেমন, ظِلٌّ ظَلِيْلٌ "ঘন ছায়া"। ব্যাখ্যাকার রহ. বলেন, মাসদারের দিকে ইসনাদের উত্তম উদাহরণ হল, جَدَّ جِدُّهٗ (তার চেষ্টা সফল হয়েছে)। এখানে جَدَّ শব্দটি فِعْل مَعْرُوْف এবং তার ইসনাদ جد মাসদারের দিকে করা হয়েছে। অথচ তার ইসনাদ

فَاعِل অর্থাৎ চেষ্টাকারীর দিকে করা উচিত ছিল। সুতরাং উদাহরণেও غَيْر مَاهُوَ لَهٗ এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে বলে এটি إِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে। এ উদাহরণ উত্তম হওয়ার কারণ হল, উপরিউক্ত شِعْر শব্দটি ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে মতে شَاعِر এর যমীর যার مَرْجِع হল, شِعْر (মাসদার) ব্যবহৃত হলেও তা ইসমে মাফউলের দিকে হয়েছে। অতএব, এখানে إِسْنَاد إِلَى الْمَصْدَر হল না বরং إِسْنَاد إِلَى الْمَفْعُوْل হয়ে গেল। তাই جَدَّ جِدُّهٗ উদাহরণটি উত্তম। এমতাবস্থায় إِسْنَاد إِلَى الْمَصْدَر হওয়ার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই।

نَهَارُهٗ صَائِمٌ এ উদাহরণে ফায়েলের জন্য গঠিত صَائِم হয়েছে শব্দটিকে স্বয়ং তার মধ্যে উহ্য যমীরের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে, যা نَهَار ফিরেছে এর দিকে। অতএব نَهَار যমানা বা কাল হওয়ায় مَبْنِى لِلْفَاعِل অর্থাৎ صَائِمٌ কে যমানার দিকে নিসবত করা হয়েছে, যা غَيْر مَاهُوَ لَهٗ। কেননা মানুষ রোযাদার হতে পারে, যমানা বা কাল রোযাদার হতে পারে না। সুতরাং এটিও ইসনাদের মাজাযীর উদাহরণ।

بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ এখানে بَنَى ফে'ল যা ফায়েলের জন্য গঠিত হয়েছে, তার ইসনাদ سَبَب এর দিকে করা হয়েছে। বস্তুতঃ اَمِيْر হুকুম দাতা হিসাবে নির্মান কাজের সবব; فَاعِل নয়। কারণ, নির্মাণ কাজের ফায়েল তো রাজমিস্ত্রী; আমীর নয়। সুতরাং এখানেও إِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে।

وَقَوْلُنَا بِتَأَوُّلٍ يُخْرِجُ نَحْوَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِ وَلِهٰذَا لَمْ يُحْمَلْ نَحْوُ قَوْلِهٖ شِعْرٌ ـ اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَاَفْنَى الْكَبِيْرَ + كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ عَلَى الْمَجَازِ مَالَمْ يُعْلَمْ اَوْ يُظَنَّ اَنَّ قَائِلَهٗ لَمْ يَعْتَقِدْ ظَاهِرَهٗ كَمَا اسْتُدِلَّ عَلٰى اَنَّ اِسْنَادَ مَيَّزَ فِىْ قَوْلِ اَبِى النَّجْمِ شِعْرٌ ـ

مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزُعًا عَنْ قُنْزُعٍ + جَذْبُ اللَّيَالِىْ اِبْطِىْ اَوْ اِسْرَعِىْ مَجَازٌ بِقَوْلِ عَقِيْبَهٗ شِعْرٌ ـ اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ لِلشَّمْسِ اُطْلُعِىْ ـ

সহজ তরজমা

আর আমাদের উক্তি تَأَوُّل দ্বারা উপরিউক্ত জাহেলের উক্তিগুলো مَجَاز হতে বহির্ভূত হয়। এ জন্যই কবির (নিম্নোক্ত) উক্তিটি مَجَاز عَقْلِىْ এর عَقْلِىْ অন্তর্ভুক্ত হবে না। أَشَابَ الصَّغِيْرَ ...الخ যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত অবগত বা

ধারণা করা যাবে না যে এর প্রবক্তাগণ বিশ্বাস বাহ্যিকতার পরিপন্থী। যেমনিভাবে আবুন নজম এর مَيَّزَ عَنْهُ... الخ পংক্তিতে مَيَّزَ এর اِسْنَاد হল, মাজায। কেননা তার পর কবি বলেন– أَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ لِلشَّمْسِ اُطْلُعِيْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ تَاَوُّل শর্তটির উপকারীতা কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ بِتَاَوُّلٍ يُخْرِجُ مَامَرَّ ঃ মুসান্নিফ রহ. এ ইবারতে تَاَوُّل কয়েদটির উপকারীতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, مَجَاز عَقْلِيْ এর সংজ্ঞায় বর্ণিত تَاَوُّل এর কয়েদ দ্বারা কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ কে مَجَاز عَقْلِيْ এর সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন নাস্তিক এ কথা বিশ্বাস করবে যে, বসন্তকালই সবজির উৎপাদন করে। এ উদাহরণটি مَجَاز عَقْلِيْ থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, কাফিরের বক্তব্য যদিও বাস্তবতা বিরোধী এবং এ উদাহরণে اِسْنَاد اِلٰى غَيْرِ مَاهُوَ لَهُ হয়েছে, কিন্তু এখানে এমন কোন দলীল নেই, যাতে اِسْنَاد اِلٰى غَيْرِ مَاهُوَ لَهُ এর দিকে হয়েছে বলে বুঝা যায়। কারণ, কাফিরের বিশ্বাস অনুযায়ী বসন্তকালই সবজি উৎপন্ন করে। মোটকথা, দলীল না থাকার কারণে এ ইসনাদটিকে হাকীকতে আকলিয়া বলা হবে; মাজাযে আকলী বলা হবে না। অনুরূপভাবে কাফিরের উক্তি شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ এবং ঐ সকল উদাহরণ, যার মধ্যে ইসনাদ বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হলেও বাস্তবের মোতাবেক হয় না। যেমন, কাফিরের উক্তি اَحْرَقَتِ النَّارُ الْحَطَبَ এবং قَطَعَ السِّكِّيْنُ الْحَبْلَ। এমনিভাবে ঐ সকল উক্তি, যাতে এরূপ লক্ষণ নেই, তা হাকীকতের আকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে; মাজায থেকে বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ: وَلِهٰذَا لَمْ يُحْمَلْ نَحْوُ قَوْلِهِ... الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এর মধ্যে যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়। বিধায় এটি মাজাযে আকলী থেকে বের হয়ে গেছে। একথার উপর কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অথচ মাজায হওয়ার জন্য দলীল-প্রমাণ থাকা শর্ত। সে কারণেই কবির উক্তি –

أَشَابَ الصَّغِيْرَ وَأَفْنَى الْكَبِيْرَ ـ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ

এতে أَشَابَ এবং أَفْنَى এর ইসনাদকে كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعَشِيِّ এর প্রতি মাজায বলা যাচ্ছে না। যাবৎ না জানা যাবে, কবি এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। একথা জানার পূর্ব পর্যন্ত করীনা বা দলীল অনুপস্থিতে। কেননা হতে পারে কবি বাক্যের যাহেরী ইসনাদে বিশ্বাসী এবং এটাই তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ কে أَشَابَ এবং أَفْنَى এর فَاعِل মনে করেন। এমতাবস্থায় اِسْنَاد اِلٰى غَيْرِ مَاهُوَ لَهُ উপর লক্ষণ না থাকায় এটি اِسْنَاد مَجَاز

عَقْلِىْ হবে না বরং حَقِيْقَتْ عَقْلِيَّه হবে। এমনকি কবির এ উক্তিটি কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এর মত হবে। হ্যাঁ যদি একথা জানা যায় যে, কবি মুমিন এবং তিনি ব্যাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য করেননি বরং তিনি اَشَابَ এবং اَفْنَى এর হাকীকী ফায়েল আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করেন। কিন্তু যে কোন সাদৃশ্যের কারণে كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ এর দিকে ইসনাদ করেছেন। এমতাবস্থায় اِسْنَادِ اِلَى غَيْرِ مَاهُوَلَهُ উপর যেহেতু করীনা (জাহেরী ইসনাদ মুরাদ না হওয়ার জ্ঞান) বিদ্যমান, এজন্য এটাকে মাজায ধরা হবে। মুসান্নিফ রহ. যাহেরী ইসনাদ মুরাদ এতে مَيَّزَ এর ইসনাদ جَذْبُ اللَّيَالِىْ এর দিকে মাজায হিসেবে হয়েছে। এর উপর করীনা এবং দলীল হচ্ছে, আবুন নজমের পরের পংক্তি اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ لِلشَّمْسِ اُطْلُعِىْ। কবিতার এ অংশটি প্রমাণ করে যে, আবুন নজম একাত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ক্ষমতার অধিকারী জ্ঞান করতেন। অতএব আবুন নজম مَيَّزَ এর যে নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِىْ এর দিকে করেছেন, এর যাহেরী ইসনাদ তার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই যাহেরী ইসনাদ তার উদ্দেশ্যও নয় বরং তিনি جَذْبُ اللَّيَالِىْ এর দিকে নিসবত করেছেন ফে'লের নিসবত সময় ও কালের দিকে করা হিসাবে। অথবা তিনি সাধারণভাবে কালচক্রকে মানুষের বার্ধক্যের কারণ মনে করেন। মোটকথা, যখন করীনা দ্বারা যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নয় বলে জানা গেল, তখন مَيَّزَ এর দিকে جَذْبُ اللَّيَالِىْ এর ইসনাদটি اِسْنَاد مَجَازِىْ হবে।

وَاَقْسَامُهُ اَرْبَعَةٌ لِاَنَّ طَرَفَيْهِ اِمَّا حَقِيْقَتَانِ نَحْوُ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ اَوْ مَجَازَانِ نَحْوُ اَحْيَى الْاَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ اَوْ مُخْتَلِفَانِ نَحْوُ اَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ اَوْ اَحْيَا الْاَرْضَ الرَّبِيْعُ وَهُوَ فِى الْقُرْاٰنِ كَثِيْرٌ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا، يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ، يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا-

সহজ তরজমা

مَجَاز عَقْلِىْ চার প্রকার। কারণ, তার দুই প্রান্ত হয়ত حَقِيْقَتْ হবে যেমন أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الخ নতুবা مَجَاز হবে। যেমন, أَحْيَ الْأَرْضَ الخ বা বিপরীতমূখী হবে। যেমন– أَنْبَتَ الْبَقْلَ الخ বা أَحْيَ الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ। পবিত্র কুরআনে এর (مَجَاز عَقْلِىْ) ব্যবহার প্রচুর। (উদাহরণ মূলপাঠে দ্রষ্টব্য)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মাজাযে আকলীটি বাক্যের দুই অংশ তথা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি) হাকীকী অর্থে এবং মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টিতে কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ (মাজাযে আকলীটি বাক্যের দুই অংশ তথা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি) হাকীকী অর্থে এবং মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টিতে চার প্রকার। কেননা

(১) এর দু অংশ তথা মুসনাদ ইলাইহি এবং মুসনাদ হয়ত আভিধানিক অর্থে হাকীকী হবে, যেমন- اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ অথবা

(২) উভয়টি আভিধানিক অর্থে মাযাযী হবে। যেমন, اَحْيَى الْاَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ। কেননা ভূমিকে জীবিত করার অর্থ হল, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মানোর মাধ্যমে এর শ্যামলতা-সজীবতা তৈরী করা। اِحْيَاء শব্দের হাকীকী অর্থ হল, জীবন দান করা। এটাতো এমন একটি গুণ, যা অনুভূতি এবং হাকীকতকে চায়। এমনিভাবে কালের যৌবন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জমিনের উর্বরতা বৃদ্ধি পাওয়া। আর আসল অর্থ হচ্ছে, কোন প্রাণী তার জীবনের এমন সময়ে উপনীত হওয়া, যখন তার স্বভাবজাত উষ্ণতা শক্তিশালী এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে অথবা পরস্পর বিপরীত হবে। অর্থাৎ বাক্যের দু প্রধান অংশের একটি হাকীকত অপরটি মাজায হবে। যেমন, اَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ "কালের যৌবন শস্য উৎপন্ন করেছে" এতে মুসনাদটি হাকীকী আর মুসনাদ ইলাইহ মাযাযী হয়েছে। অথবা اَحْيَى الْاَرْضَ الرَّبِيْعُ

(৩) মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদ উভয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ مُسْنَد হাকীকী অর্থে আর مُسْنَدٌ اِلَيْه মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন, তাওহীদে বিশ্বাসীর উক্তি اَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ এ উদাহরণে মুসনাদ اِنْبَات হাকীকী অর্থে (উৎপাদন করা) ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু شَبَابُ الزَّمَانِ মুসনাদ ইলাইহটি মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তা তাওহীদের বিশ্বাসী হওয়ার কারণে যাহেরী ইসনাদের বিশ্বাসী নয় বিধায় এ ইসনাদটি ও মাজাযী আকলীল অন্তর্ভুক্ত।

(৪). مُسْنَدٌ اِلَيْه হাকীকী অর্থে আর مُسْنَد মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন, তাওহীদে বিশ্বাসীর উক্তি اَحْيَى الْاَرْضَ الرَّبِيْعُ এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ اَلرَّبِيْعُ হাকীকী অর্থে (বসন্তকাল) ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুসনাদ اِحْيَاءُ اَرْض তার মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর বক্তা যেহেতু তাওহীদে বিশ্বাসী এবং যাহেরী ইসনাদের বিশ্বাসী নয়, এজন্য এ ইসনাদটিও মাজাযে আকলীর অন্তর্ভুক্ত।

وَغَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْخَبَرِ بَلْ يَجْرِىْ فِى الْاِنْشَاءِ ـ نَحْوُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا وَلَا بُدَّلَهُ مِنْ قَرِيْنَةٍ لَفْظِيَّةٍ كَمَا مَرَّ اَوْ مَعْنَوِيَّةٍ كَاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمُسْنَدِ بِالْمَذْكُوْرِ عَقْلًا كَقَوْلِكَ مَحَبَّتُكَ جَائَتْ بِىْ اِلَيْكَ اَوْ عَادَةً نَحْوُ هَزَمَ الْاَمِيْرُ الْجُنْدَ وَصُدُوْرِهِ عَنِ الْمُوَحِّدِ فِىْ مِثْلِ اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَمَعْرِفَةُ حَقِيْقَتِهِ اِمَّا ظَاهِرَةٌ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اَىْ فَمَا رَبِحُوْا فِىْ تِجَارَتِهِمْ وَاِمَّا خَفِيَّةٌ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ سَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ اَىْ سَرَّنِىَ اللّٰهُ عِنْدَ رُؤْيَتِكَ وَقَوْلُهُ ـ شِعْرٌ يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا اَىْ يَزِيْدُكَ اللّٰهُ حُسْنًا فِىْ وَجْهِهِ

সহজ তরজমা

অধিকন্তু তা কেবল جُمْلَه خَبَرِيَّه এর সথে সুনির্দিষ্ট নয় বরং جُمْلَه اِنْشَائِيَّه এর মধ্যেও হয়। যথা, يَاهَامَانُ ابْنِ الخ তার জন্য قَرِيْنَه থাকতে হবে। চাই لَفْظِى হোক। যেমনটি পিছনে গেছে। বা مَعْنَوِى হোক। যেমন, مُسْنَد এর সহাবস্থান مُسْنَد اِلَيْه এর সাথে হয়ত যৌক্তিকভাবে অসম্ভব হবে। যথা, তোমার উক্তি مَحَبَّتُكَ جَائَتْ بِىْ اِلَيْكَ

অথবা সাধারণতঃ অসম্ভব হবে। যথা, তোমার উক্তি– هَزَمَ الْاَمِيْرُ الْجُنْدَ। কোন একত্ববাদীর উক্তি اَشَابَ الصَّغِيْرَ...الخ।

তার (مَجَاز عَقْلِى) এর বাস্তবতার পরিচয় হয়ত স্পষ্ট হবে। যথা, আল্লাহর বাণী– فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ মানে فَمَا رَبِحُوْا تِجَارَتِهِمْ অথবা অস্পষ্ট হবে। যথা, سَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ তথা سَرَّنِىَ اللّٰهُ عِنْدَ رُؤْيَتِكَ কবিতার পংক্তি ঃ يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا অর্থাৎ يَزِيْدُكَ اللّٰهُ حُسْنًا فِىْ وَجْهِهِ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ "মাজাযে আকলী কুরআনে কারীমে প্রচুর"। এ কথা দ্বারা মুসান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, মাজাযে আকলী কুরআনে কারীমে প্রচুর। এ কথা বলে মুসান্নিফ রহ. যাহেরিয়াদের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলে, কুরআনে কারীমে মাজাযে আকলীর ব্যবহার নেই। কারণ, মাজাযের মধ্যে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। আর কুরআন তা থেকে পুতঃপবিত্র। আমরা এর জবাবে

বলি, মাজাযের মধ্যে করীনা বা নিদর্শন পাওয়া গেলে তাতে আদৌ মিথ্যার সম্ভাবনা থাকতে পারেনা।

১. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ঃ যখন তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াত পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়। এ আয়াতে زِيَادَت এর ইসনাদ ঐ যমীরের দিকে করা হয়েছে, যা ফিরেছে اٰيَات এর দিকে। অথবা স্বয়ং আয়াতের দিকেই زِيَادَت এর ইসনাদ করা হয়েছে। অথচ زِيَادَت আল্লাহ তা'আলার কাজ। আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন زِيَادَت এর হাকীকী ফায়েল। কিন্তু আল্লাহ সাধারণতঃ আয়াতে মাধ্যমেই ঈমান বৃদ্ধি করেন। সুতরাং اٰيَات ঈমান বৃদ্ধির সবব হওয়ার কারণে তা زِيَادَت এর فَاعِل مَجَازِىْ হবে। আর فَاعِل مَجَازِىْ এবং غَيْر مَاهُوَلَهٗ এর দিকে ইসনাদের নাম যেহেতু মাজাযে আকলী, এ জন্য আয়াতে زَادَت এর ইসনাদ মাজাযে আকলী হবে।

২. يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ ঃ ফেরাউন বনী ইসরাইলের শিশুপুত্রদের যবাই করত। আয়াতে যবাই করার নিসবত ফেরাউনের দিকে করা হয়েছে। অথচ ফেরাউন হুকুমদাতা হিসাবে সবব ছিল বটে। কিন্তু সে যবাইকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের সেনাবাহিনীর লোকেরা যবাই করেছে। সুতরাং এ আয়াতেও যেহেতু فَاعِل مَجَازِىْ এবং غَيْرِمَاهُوَلَهٗ এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে। তাই এ ইসনাদটিও মাজাযে আকলীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ঃ শয়তান তাদের দুজনের (আদম-হাওয়ার) কাপড় খুলেছে। এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়ার আ. এর কাপড়র খুলে ফেলার নিসবত শয়তানের দিকে করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর ফায়েল আল্লাহ তা'আলা। ইবলিসের দিকে নিসবতের কারণ হচ্ছে, সে উক্ত কাজে জড়িত ছিল সবব হিসাবে অর্থাৎ কাপড় খোলার বাহ্যিক কারণ ছিল, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া। আর ফল খাওয়ার কারণ হল ইবলিসের প্ররোচনা। সুতরাং ইবলিস কাপড় খুলে নেওয়ার কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাপড় খুলে নিলেন আল্লাহ তা'আলা। তার দিকে নিসবত না করে ইবলিসের দিকে নিসবত করায় এটিও মাজাযে আকলী হয়েছে।

৪. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ঃ সে দিন থেকে কিভাবে বাঁচাবে, যে দিন শিশুদের বৃদ্ধ করে দিবে। يَوْمًا তারকীবের মধ্যে تَتَّقُوْنَ এর مَفْعُوْل بِهٖ হওয়ায় মানসূব হয়েছে। আয়াতের মধ্যে يَجْعَلُ ফেলের নিসবত করা হয়েছে يَوْم এর দিকে। অথচ এটি (বাচ্চাদের বৃদ্ধ করে দেওয়া) আল্লাহ তা'আলার কাজ। সুতরাং এ ইসনাদটিও غَيْر مَاهُوَلَهٗ এর দিকে হয়েছে বলে مَجَاز عَقْلِىْ হয়েছে। শারেহ রহ. বলেন, সেদিন শিশুদের বৃদ্ধ করে দেবে– একথার দ্বারা সে

দিনের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। সে দিন মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট হবে। কেননা ধারাবাহিক কষ্ট-মসিবতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়। অথবা একথার অর্থ হচ্ছে, সে দিনের দীর্ঘতা অনেক বেশি হবে। এ সময়ের মধ্যে শিশুরা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন –

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

৫. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا তথা জমিন তার মধ্যে গুপ্ত ধনভাণ্ডার ও খনিগুলো বের করে দিবে। এ আয়াতে اَخْرَجَتْ ফেলের নিসবত জমিনের দিকে করা হয়েছে। যা তার প্রকৃত ফায়েল নয় বরং প্রকৃত ফায়েল হল, আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এ ইসনাদটিও غَيْر مَاهُوَلَهٗ এর দিকে হওয়ায় মাজাযে আকলীর অন্তর্ভুক্ত।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, মাজাযে আকলী খবরের সাথে খাস নয় বরং খবর ও ইন্‌শা উভয়ের মাঝে এটি পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে খবরের মধ্যে মাজায হওয়ার উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে ইন্‌শার মধ্যে মাজায হওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন।

১. يَاهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا । এ আয়াতে নির্মান করার আদেশটিকে হামানের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আদেশটি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের প্রতি। কেননা শ্রমিকরাই প্রাসাদ নির্মান করেছে; হামান প্রাসাদ নির্মান করে নি। বস্তুতঃ এখানে হামান নিছক শ্রমিকদের হুকুমদাতা বা সবব। তাই হামানের প্রতি নির্দেশ ক্রিয়াটির সম্বন্ধ করা হয়েছে মাজাযীভাবে। اِبْنِ আমরের সীগা হওয়ায় এটি ইন্‌শার উদাহরণ; খবরের উদাহরণ নয়।

২. وَلْيَجِد جِدَّكَ - وَلْيَصُمْ نَهَارُكَ - فَلْيُنْبِتِ الرَّبِيْعُ مَاشَاءَ এগুলোও মাজাযে আকলীর উদাহরণ। কেননা اِنْبَات এর হাকীকী ফায়েল হল, আল্লাহ তা'আলা; বসন্তকাল নয়। صَوْم এর হাকীকী ফায়েল হচ্ছে মানুষ; দিন নয়। جِد এর হাকীকী ফায়েল হচ্ছে, শ্রোতা; جِدّ মাসদার নয়। সুতরাং এ উদাহরণগুলোতে اَمْر ফে'লের ইসনাদ فَاعِل مَجَازِىْ এবং غَيْرِمَاهُوَلَهٗ এর দিকে করা হয়েছে। অতএব এসবই এমন ইন্‌শার উদাহরণ, যার মধ্যে مجاز عقلى পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ উক্ত করীনার প্রয়োজনীয়তা কি ?

উত্তর ঃ **قَوْلُهٗ وَلَابُدَّلَهٗ ঃ** মুসান্নিফ রহ. বলেন, মাজাযে আকলীর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যক, যা বাক্যের যাহেরী অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে। কেননা সে রকম কোন করীনা না থাকলে যাহেরী অর্থকেই হাকীকত বলে ধরে নেওয়া হয়। বস্তুতঃ করীনা বা নিদর্শন না থাকা অবস্থায় হাকীকতের

দিকে মন ধাবিত হয়। তাই মাজায উদ্দেশ্য নেওয়ার জন্য এমন করীনা থাকা আবশ্যক, যাতে বুঝা যাবে– এখানে إِسْنَاد حَقِيقِيّ এবং ظَاهِر إِسْنَاد উদ্দেশ্য নয় বরং إِسْنَاد مَجَازِيّ উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ করীনা কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ করীনার শ্রেণীভাগ ঃ করীনা বা নিদর্শন দুই প্রকার। ১. শাব্দিক। ২. অর্থগত। শাব্দিক নিদর্শন বলতে বুঝায়, শব্দের মধ্যে এমন প্রমাণ থাকা, যা যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নেওয়া থেকে বাঁধা প্রদান করে। যেমন, আবুন নজমের পূর্বোক্ত শের– مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزُعًا عَنْ قُنْزُعِ . جَذْبُ اللَّيَالِيْ ابْطِئِيْ وَاسْرِعِيْ

এ কবিতায় مَيَّزَ এর ইসনাদ جَذْبُ اللَّيَالِيْ এর দিকে করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, মাথা থেকে চুলে পৃথক করা রাতের (কালের) কাজ। কিন্তু এরপর আবুন নজম বলেছেন, أَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ (আবুন নজমকে আল্লাহর হুকুম নিঃশেষ করে দিয়েছে)। কাজেই তার উক্তি أَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ অংশটিই প্রমাণ করে যে, আবুন নাজম جَذْبُ اللَّيَالِيْ এর দিকে কৃত ইসনাদ দ্বারা যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য করেননি। কেননা আবুন নজম সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকেই ফায়েলে হাকীকী এবং পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করেন। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত যে কেউ ফায়েল হবে, সে ফায়েলে মাজাযী হবে। আর ফায়েলে মাজাযীর দিকে কৃত ইসনাদটি إِسْنَاد مَجَازِيّ হয়। বিধায় এ ইসনাদটিও ইসনাদে মাজাযী হবে।

অর্থগত করীনা ঃ যে করীনাটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ থাকে না, তাকে অর্থগত বা পরোক্ষ নিদর্শন বলা হয়। যেমন, কোথাও মুসনাদ ইলাইহের সাথে মুসনাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব অথবা স্বভাবতঃ অসম্ভব। সুতরাং মুসনাদ ইলাইহের সাথে মুসনাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অসম্ভাব্যতাই প্রমাণ করে যে, এখানে যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়। শারেহ রহ. বলেন, বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হকপন্থী (আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামায়াত) কিংবা বাতিলপন্থী (দাহরিয়্যা) এর কেউ মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে দাবী করে না। কেননা এতে বিবেককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সে তাকে অসম্ভব মনে করে। কাজেই বিবেকের দৃষ্টিতে মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অসম্ভাব্যতাই প্রমাণ করে যে, এখানে যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়। যেমন, কেউ বলল– مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِيْ إِلَيْكَ "তোমার ভালবাসা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে।" এ উদাহরণে جَاءَتْ ফে'লটি মুসনাদ আর مَحَبَّتْ ইসমটি মুসনাদ ইলাইহি। কিন্তু جَاءَتْ মুসনাদের কিয়াম مَحَبَّتْ মুসনাদই ইলাইহের সাথে বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব। কেউই একথা বলেন না যে, مَحَبَّتْ দ্বারা مَجِيْ কাজটি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর এ

অসম্ভবতাই প্রমাণ করে, এ বাক্যে যাহেরী ইসনাদ উদ্দেশ্য নয় বরং এ বাক্যের মূল তারকীব হচ্ছে, نَفْسِى جَائَتْ بِى اِلَيْكَ لِاَجْلِ الْمَحَبَّتِ "আমার মন তোমার ভালবাসার টানে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে"। সুতরাং ভালবাসা কবিকে নিয়ে আসার কারণ হয়েছে; فَاعِل হয়নি। আর সববের দিকে ইসনাদ করা হয় মাজায হিসাবে। বিধায় এ ইসনাদটিও ইসনাদে মাজাযী হবে।

আর স্বভাবতঃ অসম্ভব হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে, هَزَمَ الْاَمِيْرُ الْجُنْدَ "সেনাপ্রধান প্রতিপক্ষের সেনা বাহিনীকে পরাস্ত করেছে।" এ উদাহরণে هَزَمَ মুসনাদ আর الْاَمِيْرُ হল, মুসনাদ ইলাইহি। যৌক্তিকভাবে যদিও আমিরের পক্ষে একাকী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব। কিন্তু সাধারণ প্রথা অনুযায়ী তা অসম্ভব। কেননা একার পক্ষে শতশত মানুষকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ অসম্ভাব্যতাই প্রমাণ করে যে, বাক্যের প্রাকশ্য ইসনাদ এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমিরের সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেছে। আর পরাস্ততা যেহেতু আমিরের নির্দেশে এবং আমিরের কারণে হয়েছে, এ জন্য আমির হচ্ছে, সববে আমের বা আদেশ দাতা। এজন্য তার দিকে ইসনাদটি হচ্ছে ইসনাদে মাজাযী।

প্রশ্ন ঃ মাজাযে আকলীর হাকীকতের পরিচয় দাও ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ حَقِيْقَةِ الخ ঃ এখানে মুসান্নিফ রহ. বলেন, مَجَاز عَقْلِى এর حَقِيْقَت এর পরিচয় জ্ঞান কখনও সুস্পষ্ট হয়, আবার কখনও অস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ مَجَاز عَقْلِى এর ফে'ল অথবা مَعْنٰى فِعْل এর ইসনাদ যদিও غَيْرمَا هُوَلَهُ এর দিকে হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ فِعْل অথবা مَعْنٰى فِعْل এর জন্য একটি مَاهُوَلَهُ অর্থাৎ এমন এক فَاعِل অথবা مَفْعُوْل بِه থাকা প্রয়োজন, যার দিকে ইসনাদ করা হলে ইসনাদটি হাকীকত হবে। সুতরাং যেই فَاعِل অথবা مَفْعُوْل بِه এর দিকে ইসনাদ করাটা হাকীকী ইসনাদ হয় ঐ فَاعِل অথবা مَفْعُوْل بِه এর পরিচয় শ্রোতার কাছে হয়ত স্পষ্ট হবে অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝা যাবে অথবা অস্পষ্ট হবে, যা চিন্তা-ভাবনা করার পর প্রতিভাত হবে। আর অস্পষ্ট হওয়ার কারণ হল, ফে'লের নিসবত (ব্যবহার) কখনও মাজাযী ফায়েল অথবা মাফউলের দিকে বেশি হয় এবং হাকীকী ফায়েল অথবা মাফউলের প্রতি ইসনাদ প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এ কারণেই পাঠকের ধারণা হাকীকতের দিকে যায় না এবং হাকীকতের পরিচয় লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ হাকীকতের পরিচয় সুস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ দাও ?

উত্তর ঃ হাকীকতের পরিচয় সুস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ ঃ যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ এর অর্থ হচ্ছে, فَمَا رَبِحُوْا فِيْ تِجَارَتِهِمْ (তারা তাদের ব্যবসায় লাভবান হয়নি।) ব্যবসা মুনাফা হাসিলে সবব বা কারণ। বিধায় رِبْحٌ কে تِجَارَة এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা লাভকারী হল ব্যবসায়ীরা। আর তা সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরবীরা ভাষারীতি অনুযায়ী নিজের মনের ভাব প্রকাশের সময় বলে থাকে, অমুক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করেছে। তখন তারা ব্যবসার প্রতি লাভবান হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত করে না। সুতরাং আরবীদের ভাষারীতি থেকেই বুঝা যায়, এ আয়াতটিতে اِسْنَاد مَجَازِيْ হয়েছে।

হাকীকী ফায়েল অথবা মফউলের পরিচয় অস্পষ্ট থাকার উদাহরণঃ যেমন, কেউ বলল سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ (তোমার সাক্ষাৎ-দর্শন আমাকে আনন্দিত করেছে।) এ বাক্যে سَرَّتْ ফেলের নিসবত رُؤْيَتْ এর দিকে মাজায হিসেবে হয়েছে। কেননা আনন্দ দানের হাকীকী ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। মূলতঃ বাক্যটি হবে سَرَّنِيَ اللّٰهُ عِنْدَ رُؤْيَتِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আনন্দিত করেছেন তোমার সাক্ষাত-দর্শনের সময়। সুতরাং رُؤْيَتْ হল ظَرْف زَمَان বা আনন্দ লাভ করার কাল। আর আমরা জানি, ফেলের নিসবত যদি তার ফায়েলেরে দিকে না করে কাল বা সময়ের দিকে করা হয়, তখন এটি মাজায হয়। সুতরাং رُؤْيَتْ এখানে ফায়েলে মাজাযী। উদাহরণটিতে ফায়েলে হাকীকী স্পষ্ট নয়। কারণ, হাকীকী ফায়েলের দিকে নিসবত করে স্বভাষীদের ব্যবহার পাওয়া যায় না। তারা মাজাযটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে, যেন এর হাকীকী ফায়েলই নেই। আর এ কারণেই পাঠক ও শ্রোতাদের কারো মন হাকীকী ফায়েলের প্রতি যায় না। ফলে এর হাকীকী ফায়েলের পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়। এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ হল, يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا অর্থাৎ তোমার নিকট তার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তুমি যত বেশী তাকে দেখবে। অর্থাৎ তুমি গভীরভাবে যতবার তাকে দেখবে তোমার কাছে তার চেহারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ ذَاهِبًا إِلَى أَنَّ مَا مَرَّ وَنَحْوِهِ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّبِيعِ اَلْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ بِقَرِينَةِ نِسْبَةِ الْاِنْبَاتِ إِلَيْهِ وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ غَيْرُهُ

وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِيشَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ صَاحِبَهَا وَأَنْ لَايَصِحَّ الْاِضَافَةُ فِي نَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ لِبُطْلَانِ إِضَافَةِ الشَّيْئِ إِلَى نَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْاَمْرُ بِالْبِنَاءِ لِهَا مَانَ وَأَنْ يَتَوَقَّفَ نَحْوُ اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ عَلَى السَّمْعِ وَاللَّوَازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ذِكْرِ طَرَفَيِ التَّشْبِيهِ ـ

সহজ তরজমা

ইমাম সাক্কাকী مَجَاز عَقْلِىْ এর বাস্তবতা অস্বীকার করতঃ উপরিউক্ত উদাহরণে এবং এ জাতীয় সবগুলোতে اِسْتِعَارَه كِنَايَه ধরে বলেন, رَبِيع দ্বারা فَاعِل حَقِيقِى উদ্দেশ্য। কেননা اِنْبَات এর نِسْبَت এর দিকে করা হয়েছে। বাকি সব উদাহরণে এরূপই। এ মতে আপত্তি রয়েছে। কারণ, আল্লাহর বাণী– عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ তে عِيشَة দ্বারা صَاحِب عَيْش উদ্দেশ্য হওয়া অপরিহার্য। نَهَارُهُ صَائِمٌ এর মধ্যে اِضَافَتُ الشَّيْئِ إِلَى نَفْسِه ভ্রান্ত বলে اِضَافَت শুদ্ধ হবে না। يَاهَامَانُ ...الخ এর মধ্যে প্রাসাদ তৈরির নির্দেশটি হামানের উপর হবে না। তদ্রূপ اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হবে। এ অপরিহার্যতাগুলো সবই পরিত্যাজ্য। তাছাড়া نَهَارُهُ صَائِمٌ এর মত উদাহরণ দ্বারা (সাক্কাকীর মাযহাব) অসার হয়ে যায়। কারণ, এতে تَشْبِيه এর উভয় দিক উল্লেখ আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মাজায প্রসঙ্গে আল্লামা সাককাকীর অভিমত কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَأَنْكَرَهُ أَيِ الْمَجَازَ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, আল্লামা সাক্কাকী مَجَاز عَقْلِىْ কে অস্বীকার করেছেন। তার মতে مَجَاز عَقْلِىْ বলতে কিছু নেই। কারণ, مَجَاز عَقْلِىْ হল বাস্তব বিরোধী কথা। এরূপ বাস্তব বিরোধী কথা আরবী ভাষায় অগ্রহণযোগ্য। অতএব مَجَاز عَقْلِىْ ও

অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাকে যখন প্রশ্ন করা হল, পূর্বোক্ত أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ সহ অন্যান্য উদাহরণগুলোর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, সেগুলো সবই اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة। তার মতে أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ এর মধ্যে رَبِيع হল مُشَبَّه আর مُشَبَّه بِه হলেন আল্লাহ তা'আলা (হাকীকী ফায়েল)। এখানে مُبَالَغَة فِى التَّشْبِيه কে رَبِيع এর ক্ষেত্রে উপমা দেওয়া হয়েছে। এ اِسْتِعَارَة স্বপক্ষে করীনা হল, أَنْبَتَ কে مُشَبَّه بِه উহ্য আছে। رَبِيع এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার জন্য لَازِم مُسَاوِى। উল্লেখ্য যে, আল্লামা সাক্কাকী ইতোপূর্বে বর্ণিত مَجَاز عَقْلِى এর সবগুলো উদাহরণকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة বলেছেন। কাজেই সে সবের নতুন ব্যাখ্যা জানার পূর্বে আমাদের জানা দরকার, তার মতে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة কাকে বলে?

প্রশ্ন ঃ সাককাকীর মতে ইস্তি'আরাহ এর ব্যাখ্যা কি ?

উত্তর ঃ কোন বিষয়কে (مُشَبَّه) অপর একটি বিষয় (مُشَبَّه بِه) এর সাথে মনে মনে উপমা দেওয়া। তারপর مُشَبَّه কে উল্লেখ করে দলীলের মাধ্যমে مُشَبَّه بِه কে মনে মনে ধরে নেওয়া। অর্থাৎ مُشَبَّه بِه এর لَازِم مُسَاوِى এর মধ্য থেকে যে কোন لَازِم مُسَاوِى কে مُشَبَّه এর দিকে সম্বন্ধ করা। আর لَازِم مُسَاوِى বলা হয়, এমন গুণাবলীকে, যা مُشَبَّه بِه এর সাথে খাস, مُشَبَّه بِه পাওয়া গেলে এসব গুণাবলীও পাওয়া যাবে, অন্যথায় পাওয়া যাবে না। যেমন, إِنْبَات (উৎপন্ন করা) গুণটি আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের সাথে إِنْبَات গুণটিও প্রমাণিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ আল্লামা সাককাকীর মাযহাবের ক্রটি কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ اَلْخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, মিফতাহুল উলূমের লেখক আল্লামা সাক্কাকীর মাযহাব আপত্তিজনক। কারণ, তার মাযহাব মতে مَجَاز عَقْلِى এর উদাহরণগুলোকে যদি اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة বলা হয়, তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দেয়, যা এসব উদাহরণের বিশুদ্ধতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। সাক্কাকীর মতানুসারে উদ্ভূত সমস্যাগুলো উদাহরণসহ লক্ষ্য করুন!

১ম উদাহরণ ঃ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ **অর্থাৎ সে তার পছন্দনীয় জীবন লাভ করবে।** আমাদের মতে এটি مَجَازِى عَقْلِى এর উদাহরণ যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা সাক্কাকীর মতানুসারে যদি এটিকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة বলা হয়, তাহলে ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِه আবশ্যক হয়।

২য় উদাহরণ ঃ نَهَارُهُ صَائِمٌ এটি মুসান্নিফ রহ. এর মতে مَجَاز عَقْلِى এর উদাহরণ। ইতোপূর্বে এর বিশদ বর্ণনা আমরা দিয়েছি। যদি সাক্কাকী রহ. এর মতানুসারে তাকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা হয়, তাহলে اِضَافَةُ الشَّيْ اِلَى نَفْسِه লাযেম হবে। কেননা صَائِم এর সর্বনাম فَاعِل مَجَازِى এর দিকে ফিরেছে। যার مَرْجِع হল نَهَار এখানে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه হিসেবে فَاعِل مَجَازِى উল্লেখ করা হবে। কিন্তু এর দ্বারা فَاعِل حَقِيْقِى উদ্দেশ্য হবে। আবার نَهَار কে সম্বন্ধ করা হয়েছে فَاعِل حَقِيْقِى এর সর্বনাম "ه" এর দিকে। অতএব এখানে نَهَار দ্বারা উদ্দেশ্য হল, فَاعِل حَقِيْقِى যাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে হাকীকী ফায়েলের দিকে। সুতরাং اِضَافَةُ الشَّيْ اِلَى نَفْسِه হল আর এ ধরনের সম্বন্ধ বাতিল। কিন্তু এ সম্বন্ধটি আবশ্যক হয়েছে এ উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলার কারণে। আমরা ইতোপূর্বে বলে এসেছি, যা বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে তাও বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা শুদ্ধ হবে না। উপরের আলাচনা দ্বারা বুঝা গেল, যেসব উদাহরণে فَاعِل مَجَازِى কে ফায়েলে হাকীকীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, সাক্কাকীর মতানুসারে সেগুলোকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা হলে اِضَافَةُ الشَّيْ اِلَى نَفْسِه আবশ্যক হবে।

৩য় উদাহরণ ঃ يَاهَامَانُ ابْنِ لِى صَرْحًا (হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মান কর!) মুসান্নিফ রহ. এ উদাহরণটির মাধ্যমে পূর্বের দু'উদাহরণ থেকে ভিন্নভাবে সাক্কাকীর মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়াতের মধ্যে ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে প্রাসাদ নির্মানের হুকুম করছে। আমাদের মতে এটি مَجَاز عَقْلِى এর উদাহরণ। কারণ, উক্ত নির্দেশটি মূলতঃ হামানের প্রতি নয় বরং নির্মান শ্রমিকদের প্রতি। কিন্তু হামান নির্দেশদাতা (সবব) হিসেবে তার প্রতি مَجَازًا ইসনাদ করা হয়েছে।

আল্লামা সাক্কাকীর মতে এ আয়াতে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه হয়েছে। অর্থাৎ হামান فَاعِل مَجَازِى এর প্রতি নির্মান করার নির্দেশ উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, রাজমিস্ত্রীরা। এ ব্যাখ্যা অর্থাৎ হামানকে নির্মানের নির্দেশ না করা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। কারণ, আয়াতে يَاهَامَانُ বলে আহবান করা হয়েছে হামানকে এবং তার সাথেই কথোপকথন হয়েছে। কাজেই কি করে সম্ভব যে, আহবান এবং কথা বলা হল হামানের সাথে। অথচ নির্দেশ দেওয়া হবে নির্মান শ্রমিকদেরকে। মোটকথা, যদি এ বাক্যটিকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা হয়, তাহলে একটি

অগ্রহণযোগ্য বিষয়কে মেনে নেওয়ার নামান্তর হল। আর যেহেতু اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه দ্বারাই সেই অগ্রহণযোগ্য কাজে লিপ্ত হতে হয়, তাই আমরা اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه কে বাতিল বলব এবং উক্ত বাক্য যে কোন ধরনের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত বলে মেনে নেব।

৪র্থ উদাহরণ ঃ মুসান্নিফ রহ. এখানে বেশ কয়েকটি উদাহর পেশ করেছেন, সেগুলোর হাকীকী ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه বলা হলে এদের مَجَازِىْ فَاعِل বলতে হয় আল্লাহ তা'আলাকে। কারণ, এগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার নামগুলো تَوْقِيْفِى অর্থাৎ ধর্ম প্রবর্তক রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, رُوَيْتُكَ سَرَّتْنِى . شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ . اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এর মধ্যে যথাক্রমে رُوَيْت . طَبِيْب . رَبِيْع ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অথচ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম হওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলের পক্ষ থেকে জানা নেই। এসব শব্দ আল্লাহ তা'আলার উপর প্রয়োগ অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং যেহেতু اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه দ্বারা উদাহরণগুলো বাতিল হচ্ছে, এজন্য স্বয়ং اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه ই বাতিল। এগুলো নিঃসন্দেহে শুদ্ধ এবং ভাষাসাহিত্যে প্রচলিত। কেউ এসবের অগ্রহণযোগ্যতার কথা বলেন না। যারা বলেন, আল্লাহ তা'আলার নাম রাসূলের মাধ্যমে অবগত হতে হবে কিংবা যারা বলেন, রাসূলের মধ্যমে জানা অত্যাবশ্যক নয়, তারাও। মোটকথা, উল্লেখিত চার ধরনের উদাহরণে সাক্কাকীর মতানুসারে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه ধরা সম্ভব নয়। তার কথা মত এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه বলা হলে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা দেখা দেয়। ফলে উদাহরণগুলো বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। যেহেতু উদাহরগুলো শুদ্ধ এবং এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তাই এগুলোকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা যায় না।

প্রশ্ন ঃ সাক্কাকীর মাযহাব ভ্রান্ত কেন?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَاللَّوَازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, পূর্বের আলোচনায় مَجَازِى عَقْلِى এর উদাহরণগুলোতে সাক্কাকীর মাযহাব অনুসারে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه বললে যেসব বিষয় আবশ্যক হয়, সবগুলোই ভ্রান্ত। তাই اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে। কারণ, বিধিমতে লাযেম বাতিল হলে, مَلْزُوْمْ ও-বাতিল হয়ে যায়। সে সব আপত্তি اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه

এর লাযেম এবং তা হল مَلْزُوم। সুতরাং সবগুলো লাযেম বাতিল হলে اِسْتِعَارَه ও بِالْكِنَايَه বাতিল হবে। কাজেই এগুলো مَجَاز عَقْلِى এর উদাহরণ বলে চূড়ান্ত হল।

প্রশ্ন ঃ সাক্কাকীর মাযহাবের উপর প্রশ্নটি কি ?

উত্তর ঃ قَوْلُهُ وَ لِاَنَّهُ يَنْتَقِضُ الخ ঃ এখানে মুসান্নিফ রহ. সাক্কাকী রহ. এর মাযহাবের উপর আরেকটি প্রশ্ন উঠিয়েছেন। প্রশ্ন হল, যে সব বাক্যে فَاعِل حَقِيْقِى এবং فَاعِل مَجَازِى দুটিই উল্লেখ থাকে, তাকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَة বলা যাবে না। যেমন, نَهَارُهُ صَائِمٌ, لَيْلُهُ قَائِمٌ এ বাক্যগুলোকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বলা যাবে না। কারণ, একটি নিয়ম আছে যা আমরা اَلْاِسْتِعَار এর অধ্যায়ে বলে এসেছি অর্থাৎ যে বাক্যে تَشْبِيْه এর মূল দু' অংশ তথা মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী দুটিই উল্লেখ থাকে, সে বাক্যকে اِسْتِعَارَه বলা যাবে না। যেমন, نَهَارُهُ صَائِم এর মধ্যে نَهَار হল, মুশাব্বাহ তথা فَاعِل مَجَازِى। এর مُضَاف اِلَيْه হল মুশাব্বাহ বিহী বা فَاعِل حَقِيْقِى যা দ্বারা রোযাদারকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, এ জাতীয় উদাহরণে উভয় অংশ উল্লেখ থাকার কারণে এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه বলা যাবে না। কাজেই প্রশ্ন উঠে, সাক্কাকী রহ. কিভাবে এগুলোকে اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه বললেন এবং مَجَاز عَقْلِى হওয়াকে অস্বীকার করলেন ?

اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ

اَمَّا حَذْفُهُ فَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ اَوْ تَخْيِيْلِ الْعُدُوْلِ اِلَى اَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ وَاللَّفْظِ كَقَوْلِهِ ـ شِعْرٌ قَالَ لِيْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ ـ اَوْاِخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِعِ عِنْدَ الْقَرِيْنَةِ اَوْ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ اَوْ اِيْهَامِ صَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ اَوْ عَكْسِهِ اَوْ تَاَتِّيْ الْاِنْكَارِ لَدَى الْحَاجَةِ اَوْ تَعَيُّنِهِ اَوْ اِدِّعَائِهِ التَّعَيُّنَ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ

সহজ তরজমা

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহির অবস্থা বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ مُسْنَدْاِلَيْهِ কে উহ্য রাখা ঃ বাহ্যিক ইবারতের উপর নির্ভর করে বাহুল্য কথা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে অথবা শব্দ ও জ্ঞান প্রমাণদ্বয় হতে সবল দলীলের শরণাপন্ন হওয়ার লক্ষ্যে। যেমন, কবির উক্তি– "সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেমন আছ ? আমি বললাম, অসুস্থ।"

অথবা প্রমাণের (قَرِيْنَه এর) বর্তমানে শ্রোতার সচেতনতা পরীক্ষার জন্য অথবা শ্রোতার সচেতনতার পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য। অথবা তার সন্মানার্থে তোমার মুখ হতে বাঁচানোর জন্য অথবা হুবহু এর বিপরীত উদ্দেশ্যে অথবা প্রয়োজনে অস্বীরের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অথবা তা নির্দিষ্ট থাকার দরুণ, নির্দিষ্ট হওয়ার দাবী করার জন্য অথবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

লেখক عِلْمُ الْمَعَانِيْ এর নির্দিষ্ট আটটি অধ্যায় হতে প্রথমটি তথা اَحْوَال اِسْنَادِ خَبَرِيْ এর আলোচনার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে এখানে اَحْوَال مُسْنَدْاِلَيْهِ এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, اَحْوَال مُسْنَد اِلَيْهِ দ্বারা সে সব বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলো مُسْنَدْاِلَيْهِ টি مُسْنَدْاِلَيْهِ হওয়া হিসাবে তার উপর আবর্তিত হয়।

দুটি কারণে مُسْنَدْاِلَيْهِ কে উহ্য রাখা হয়। (১) এমন করীনা বিদ্যমান থাকা, যা উহ্যের প্রতি ইংগিত করে। (২) এমন প্রাধান্য দানকারী প্রমাণ বিদ্যামান থাকা, যা حَذْف কে ذِكْر এর উপর প্রাধান্য দেয়। প্রথম কারণটি নাহুসহ অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এ শাস্ত্র সে আলোচনার স্থান নয়। তাই লেখক এখানে দ্বিতীয়টি সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করেছেন। সুতরাং ذِكْر কে حَذْف এর উপর প্রাধান্যদাতা কারণগুলো নিম্নরূপ। যথা–

□ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْعَبَثِ তথা অনর্থক কথা বা বাহুল্যতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উহ্য রাখা হয়। যেমন, যদি উহ্য مُسْنَدُ اِلَيْهِ এর উপর এমন কোন قَرِيْنَة থাকে, যার কারণে مُسْنَدُ اِلَيْهِ টি শ্রোতার সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে, তখন مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উল্লেখ করা অনর্থক। তাই এমন অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য بَلِيْغ বা বাগ্মি ব্যক্তিগণ مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উহ্য রাখেন।

প্রশ্ন ঃ বাহুল্যতা থেকে বাঁচা এবং তাখঈলের উদাহরণ দাও ?

উত্তর ঃ লেখক تَخْيِيْل এবং اِحْتِرَازٌ عَنِ الْعَبَثِ এর উদাহরণ সরূপ বলেছেন– قَالَ لِىْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ অর্থাৎ "সে আমাকে বলল, তুমি কেমন আছ ? আমি বললাম– অসুস্থ।" এ বাক্যে কবি اِحْتِرَازٌ عَنِ الْعَبَثِ এবং تَخْيِيْل থেকে বেঁচে থাকার জন্য مُسْنَد اِلَيْه কে حَذْف করে দিয়েছেন। মূল ইবারত ছিল اَنَا عَلِيْلٌ । এখানে مُسْنَدُ اِلَيْهِ উহ্য রাখার উপর প্রশ্নকারীর উক্তি كَيْفَ اَنْتَ হল করীনা। এমনিভাবে যখন শ্রোতার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল, তখন সে তার নিজের ব্যাপারেই হয়ত عَلِيْل বলবে এবং তার উদ্দেশ্য আমি অসুস্থ। পূর্ণ কবিতাটি হল,

قَالَ لِىْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ + سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلٌ

"সে আমাকে বলল, তুমি কেমন আছ? আমি বললাম– অসুস্থ।
লাগাতার অনিদ্রা এবং দীর্ঘ দুঃখ।"

উর্দূ ভাষায় নিম্নোক্ত কবিতাটি এ প্রকারের উদাহরণ। যা উল্লিখিত আরবী কবিতার অর্থও বটে।

حال میرا پوچھتے ہوں کیا بہت بیمار ہوں
مبتلائے عشق ہوں اور روز شب بیدار ہوں

"আমার অবস্থা জানতে চাচ্ছ কি? আমি খুব অসুস্থ।
প্রেমে মত্ত, দিনরাত জাগ্রত।"

আরবী কবিতায় عَلِيْل এর মুসনাদ ইলাইহি اَنَا শব্দ আর উর্দূ কবিতায় بیمار এর মুসনাদ ইলাইহি হল ہوں শব্দটি উল্লেখিত প্রাধান্যতার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে।

□ কখনও বক্তা مُسْنَدُ اِلَيْهِ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাকে নিজের মুখে উচ্চারণ থেকে বাঁচানোর খেয়াল করে। যেমন, مُقَرِّرٌ لِلشَّرَائِعِ مُوَضِّحٌ لِلدَّلَائِلِ فَيَجِبُ اِتِّبَاعُهٗ (শরী'আত প্রবর্তক দলীল সমূহের স্পষ্ট বিবরণ দানকারী। তাই তার অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়।) এ বাক্যটিতে مُقَرِّرٌ لِلشَّرَائِعِ ও مُوَضِّحٌ لِلدَّلَائِلِ

হল مُسْنَد আর مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বা رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ হল উহ্য। বক্তা তার কথা থেকে এটি উহ্য রেখেছে। হুজুরের ﷺ এর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

☐ বক্তা مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে তুচ্ছ মনে করা। যার কারণে বক্তা مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে তার মুখে উচ্চারণ থেকে বাঁচানোর জন্য উহ্য রেখেছেন। যেমন, مُوَسْوِسٌ سَاعٍ فِى الْفَسَادِ تَجِبُ مُخَالَفَتُهٗ কুমন্ত্রণাদাকারী, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। সুতরাং তার বিরোধিতা করা ওয়াজিব। এ বাক্যে مُوَسْوِسٌ سَاعٍ فِى الْفَسَادِ মুসনাদ আর شَيْطَان হল, مُسْنَدٌ إِلَيْهِ অর্থাৎ শয়তান কুমন্ত্রণাদানকারী অরাজকতা সৃষ্টিকারী। সুতরাং তার বিরোধীতা আবশ্যক। مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে বক্তা তার মুখে একে উচ্চারণ না করে উহ্য রেখেছেন।

☐ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে কখনও حَذْف করা হয় যেন প্রয়োজনের সময় অস্বীকার করার সুযোগ থাকে। যেমন, কেউ বলল– فَاسِقٌ ـ فَاجِرٌ আর এখানে قَرِيْنَه আছে যে, বক্তার উদ্দেশ্য হল, যায়েদ ফাসেক-ফাজের। এখন যদি যায়েদ مُتَكَلِّم কে জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি আমাকে ফাসেক-ফাজের বললে ? এর উত্তরে বক্তা বলবে, আমি তো আপনাকে বলিনি বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কেউ। অথবা বলবে, আমি তো আপনার নাম বলিনি।

☐ কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে হযফ করা হয়। আর এ নির্দিষ্টতা হয়ত এ কারণে হবে যে, مُسْنَد তার এ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ব্যতীত অন্য কোন مُسْنَدٌ إِلَيْهِএর যোগ্যতাই রাখে না। অথবা مُسْنَدٌ إِلَيْهِ টি এমন যোগ্যতর হয় যে, এছাড়া মন অন্য কোন দিকে ধাবিতই হয় না। অথবা مُسْنَدٌ إِلَيْهِ টি বক্তা এবং শ্রোতার মাঝে সুনির্দিষ্ট হয়। মোটকথা, কখনো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাকে উহ্য রাখা হয়। যেমন, خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ এবং فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُএর مُسْنَدٌ إِلَيْهِ হল اَللّٰهُ শব্দ, যাকে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেন।

☐ কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে উহ্য করা হয়, তা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবী করার জন্য অর্থাৎ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট নয়। তবে বক্তা তার দাবী করে। যেমন, কেউ বলল– وَهَّابُ الْأُلُوْف (সহস্রজনের দাতা) এখানে مُسْنَد إِلَيْه তথা اَلسُّلْطَانُ শব্দটি উহ্য আছে। অতএব এখানে এ দাবী করণার্থে مُسْنَدٌ إِلَيْه কে উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ কাজ একমাত্র বাদশাহই করতে পারেন; অন্য কেউ পারে না। তাই এগুণের সাথে বাদশাহকে নির্দিষ্ট করাটাই দাবীমূলক। কেননা প্রজাদের দ্বারাও এ কাজ সম্ভব।

حَذْفُ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ এর প্রাধান্যতার জন্য এ ছাড়াও আরো অনেক কারণ হতে পারে। যেমন,

□ কোন বিষণ্ণতা এবং বিরক্তির কারণে পরিস্থিতির চাহিদা হল, কালাম দীর্ঘ না করা। এমতাবস্থায় مُسْنَد إِلَيْهِ কে উহ্য করা হয়। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে مُسْنَدإِلَيْهِ কে উহ্য করা হয়। যেমন, শিকারীর উক্তি غَزَالٌ (হরিণ) অর্থাৎ هٰذَا غَزَالٌ (এ যে হরিণ!) এখানে সে هٰذَا غَزَالٌ এর পরিবর্তে শুধু غَزَالٌ বলেই ক্ষ্যান্ত হয়েছে। আবার কখনও কবিতার ওজন, ছন্দতাল কিংবা অন্তমিল রক্ষার জন্য مُسْنَدإِلَيْهِ কে উহ্য করা হয়।

✪ مُسْنَدإِلَيْهِ এর দ্বিতীয় অবস্থা হল, একে উল্লেখ করা। এ উল্লেখেরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যথা–

وَأَمَّا ذِكْرُهُ فَلِكَوْنِهِ الْأَصْلَ أَوِ الْاِحْتِيَاطِ لِضُعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ أَوِ التَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ أَوْ زِيَادَةِ الْإِيْضَاحِ وَالتَّقْرِيْرِ أَوْ إِظْهَارِ تَعْظِيْمِهِ أَوْ إِهَانَتِهِ أَوِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِهِ أَوْ اِسْتِلْذَاذِهِ أَوْ بَسْطِ الْكَلَامِ حَيْثُ الْإِصْغَاءُ مَطْلُوْبٌ نَحْوُ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ـ

وَأَمَّا تَعْرِيْفُهُ فَبِالْإِضْمَارِ لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلتَّكَلُّمِ أَوِ الْخِطَابِ أَوِ الْغَيْبَةِ وَأَصْلُ الْخِطَابِ لِمُعَيَّنٍ

সহজ তরজমা

প্রশ্ন ঃ مُسْنَد إِلَيْهِ উল্লেখ করা কারণ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ কারণ, তা-ই আসল অথবা قَرِيْنَة এর উপর নির্ভরতা দুর্বল হওয়ায় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অথবা শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইংগিত করার লক্ষ্যে বা অধিক সুস্পষ্টতা ও সুদৃঢ়তার লক্ষ্যে অথবা সম্মান প্রকাশার্থে বা তার তুচ্ছতা বুঝানোর উদ্দেশ্যে বা

তার উল্লেখ দ্বারা বরকত অর্জনের জন্য বা তা দ্বারা তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে অথবা দীর্ঘ বাক্যালাপের কোন স্থানে। যথা, "এটা আমার লাঠি; এর উপর আমি ভর করি।"

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা কারণ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ সর্বনাম দ্বারা। কারণ, স্থানটি হয়ত উত্তম পুরুষ, মাধ্যম পুরুষ বা নাম পুরুষের স্থান হবে। আর সম্বোধনের মূল হল নির্দিষ্টতা।

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহিকে উল্লেখ করার কারণ সমূহের ব্যাখ্যা দাও ?

উত্তর ঃ

(ক) مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উল্লেখ করাই আসল। অতএব যখন তাকে অনুল্লেখ রাখার মত কোন প্রমাণ না থাকে, তখন উল্লেখ করাই স্বাভাবিক ব্যবহার বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ তাকে حَذْف করার কোন চাহিদা ও কারণ না থাকলে ذِكْر আসল। এমতাবস্থায় তাকে উল্লেখ করা হবে। আর যদি مُسْنَدُ اِلَيْهِ উহ্য রাখার কোন কারণ থাকে, তখন حَذْف সে কারণটি গ্রহণ করা হবে এবং মৌলিকতা ছেড়ে দেওয়া হবে।

(খ) উহ্য রাখার প্রমাণ দুর্বল হওয়ার কারণে। এ দুর্বলতা সৃষ্টি হয় দুই কারণে। ১. আসলেই প্রমাণটি দুর্বল। ২. প্রমাণের মধ্যে দোদুল্যমানতা থাকা। মোটকথা, প্রমাণের এ দুর্বলতা এবং তার দুদোল্যমানতার কারণে উক্ত প্রমাণের উপর ভরসা করা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সাবধানতার জন্য তাকে উল্লেখ করা হয়।

(গ) مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উল্লেখ করা হয় শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি উপস্থিত লোকদেরকে ইংগিত করার জন্য। অর্থাৎ مُسْنَدُ اِلَيْهِ টি এমন যে, শ্রোতা তাকে উহ্য অবস্থায় নিদর্শনের সাহায্যে বুঝতে পারে। এতদসত্ত্বেও উপস্থিত লোকদেরকে শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইংগিত করার জন্য مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উল্লেখ করা হয়। যেমন, কেউ বলল ؟ مَاذَا قَالَ خَالِدٌ (খালেদ কি বলেছে?) বক্তা তার উত্তরে বলল, خَالِدٌ قَالَ كَذَا (খালেদ এমনটি বলেছে।) এখানে قَرِيْنَة অর্থাৎ যেহেতু (জবাবে) প্রশ্নকারীর প্রশ্ন রয়েছে, তাই مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে حَذْف করে শুধুমাত্র قَالَ كَذَا বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শ্রোতার মেধাহীনতার কারণে مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে সুস্পষ্ট করা এবং শ্রোতার স্মৃতিতে দৃঢ় করার জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এ আয়াতে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত শব্দ হল, দ্বিতীয় أُولَٰئِكَ। কেননা এ مُسْنَدُ اِلَيْهِ টিকে সুস্পষ্ট ও শ্রোতার স্মৃতিতে সুদৃঢ় করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রথম أُولَٰئِكَ দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় أُولَٰئِكَ দ্বারাও তাদেরই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যদি দ্বিতীয় أُولَٰئِكَ উল্লেখ নাও করা হত, তার পরও অর্থ বুঝে আসত; উদ্দেশ্যে কোন বেঘাত ঘটত না। কিন্তু অধিক স্পষ্ট এবং শ্রোতার স্মৃতিতে সুদৃঢ় করার জন্য দ্বিতীয় أُولَٰئِكَ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) مُسْنَدُ إِلَيْهِ যার প্রতি ইংগিত বহন করে, তার মর্যাদা প্রকাশের জন্য مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে উল্লেখ করা হয়। যেমন, কেউ বলল- هَلْ حَضَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ প্রত্যুত্তরে বলা হল, أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ এখানে প্রশ্নে مُسْنَدُ إِلَيْهِ এর প্রতি ইংগিত থাকায় শুধু نَعَمْ বা حَاضِرٌ বললেও যথেষ্ট হত। কিন্তু مُسْنَدُ إِلَيْهِ তথা أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ যার দিকে ইংগিত বহন করে, তার মর্যাদা প্রকাশের জন্য সুস্পষ্টভাবে (أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ) উল্লেখ করা হয়েছে।

(চ) مُسْنَدُ إِلَيْهِ যার প্রতি ইংগিত বহন করে, তার তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন, কেউ বলল- هَلْ حَضَرَ السَّارِقُ তাদত্তরে বলা হল, اَلسَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ এখানেও প্রশ্নে ইংগিত থাকার কারণে مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে حَذْف করা যেত। কিন্তু مُسْنَدُ إِلَيْهِ তথা اَلسَّارِقُ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির তুচ্ছতার বুঝানোর জন্য তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ছ) বক্তা যখন مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে উল্লেখ করার দ্বারা বরকত লাভ করতে চান। যেমন, কেউ বলল- هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ তার উত্তরে বললেন, اَلنَّبِيُّ ﷺ قَائِلُ هٰذَا الْقَوْلِ এখানেও প্রশ্নের করীনা দ্বারা مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে উহ্য রেখে قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ বা نَعَمْ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হুজুর ﷺ এর নাম নিয়ে বরকত লাভের জন্য مُسْنَدُ إِلَيْهِ তথা اَلنَّبِيُّ ﷺ উল্লেখ করা হয়েছে।

(জ) مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে উল্লেখ করা হয় আনন্দ লাভের জন্য। যেমন, কেউ প্রশ্ন করল- هَلْ حَضَرَ حَبِيْبُكَ তার উত্তরে আশেক বলল, حَبِيْبِيْ حَاضِرٌ এখানেও প্রশ্নের করীনার কারণে শুধু حَاضِرٌ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রেমিক তার প্রিয়জনের নাম নিয়ে আনন্দ লাভের জন্য مُسْنَدُ إِلَيْهِ তথা حَبِيْبِيْ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

(ঝ) যেখানে শ্রোতার সম্মান ও মর্যাদার কারণে বক্তা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চান, সেখানে বাক্য দীর্ঘায়িত করা হয় এবং مُسْنَدُ إِلَيْهِ উল্লেখ করা হয়। এ কারণেই মানুষ নিজ বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে। যেমন, মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে বললেন, وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কি? তার উত্তরে শুধু عَصَا বললেই যথেষ্ট হত। কিন্তু হযরত মূসা আ. নিজের প্রতি তার মাহবুব বারী তা'আলার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বিধায় বাক্য দীর্ঘ করার লক্ষ্যে مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে উল্লেখ করতঃ عَصَا এর উপকারীতা বর্ণনা করা শুরু করলেন। অতঃপর বললেন,

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَآرِبُ أُخْرٰى

مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর তৃতীয় অবস্থা হল, তাকে মারেফা রূপে আনা।

প্রশ্ন ঃ مُسْنَد اِلَيْهِ মারেফা হয় কয়ভাবে?

উত্তর ঃ লেখক مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর তৃতীয় অবস্থা তথা একে মারেফা আনার কয়েকটি সূরত বর্ণনা করেছেন। যথা–

এক. مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে যমীর বা সর্বনামরূপে مَعْرِفَه লওয়া। অর্থাৎ যমীর যেটি মারেফা, তাকে مُسْنَدْ اِلَيْهِ বানানো। কেননা কালামের অবস্থা ৩টি। ১. কথোপকথন। ২. সম্বোধন। ৩. অনুপস্থিতির অবস্থা। যদি স্থানটি বক্তার স্থান হয়, তাহলে مُتَكَلِّمْ এর যমীরের সাথে مُسْنَدْ اِلَيْهِ মারেফা লওয়া হবে। যেমন, খালেদ হামিদকে জিজ্ঞেস করল, مَنْ ضَرَبَ زَيْدًا "যায়েদকে কে প্রহার করেছে?" এদিকে বাস্তবে হামিদ যায়েদের প্রহারকারী। তখন হামিদ উত্তরে বলবে, اَنَا ضَرَبْتُ (আমি প্রহার করেছি।) আর যদি স্থানটি সম্বোধিত ব্যক্তির হয়, তখন مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে খেতাবের যমীরের সাথে মারেফা লওয়া হবে। যেমন, (উল্লেখিত প্রশ্নে) খালেদ (প্রশ্নকারী) নিজেই প্রহারকারী। তখন হামিদ উত্তরে বলবে, اَنْتَ ضَرَبْتَ (তুমি প্রহার করেছে)। আর যদি স্থানটি অনুপস্থিতির হয় অর্থাৎ প্রহারকারী অনুপস্থিত হয়, কিন্তু তার আলোচনা আগে হয়েছিল। তখন হামিদ উত্তরে বলবে, هُوَ ضَرَبَ (সে প্রহার করেছে)।

প্রশ্ন ঃ খেতাবের আলোচনা কর ?

উত্তর ঃ লেখকের এ ইবারতাংশ সামনের বিবরণ وَقَدْ يُتْرَكُ এর ভূমিকাস্বরূপ। সারমর্ম হল, বিধিগতভাবে خِطَاب (সম্বোধন) অর্থাৎ গঠনগত বিধি মতে যমীরে মুখাতাবের মধ্যে জরুরী বিষয় হল, খেতাব বা সম্বোধন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যই হবে। নির্দিষ্ট সম্বোধিত ব্যক্তি একজন, দুজন কিংবা একাধিকও হতে পারে। অতএব যমীরে মুখাতাবের ওয়াহেদের সীগা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, তাছনিয়ার সীগা দুজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এবং বহুবচনের সীগা নির্দিষ্ট এক জামাতের জন্য হবে কিংবা ব্যাপকভাবে সবাইকে বুঝাবে। যেমন, يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ এ আয়াতে যমীরে মুখতাব বহুবচনের সীগা দ্বারা হয়েছে। অনুরূপভাবে كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ এ হাদীস শরীফে যমীরে মুখাতাব বহুবচনের সীগা দ্বারা হয়েছে। যা ব্যাপকভাবে সমস্ত একককে বা মানুষকে শামিল করেছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে শামিল করাও যেহেতু নির্দিষ্টতার অন্তর্ভূক্ত, তাই বহুবচনের সীগা দ্বারা যমীরে মুখাতাবও নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেই বুঝাবে। মোটকথা, যমীরে মুখাতাব গঠনগতভাবে নির্দিষ্টতার জন্যই হয়েছে।

وَقَدْ يُتْرَكُ اِلَى غَيْرِهِ لِيَعُمَّ كُلَّ مُخَاطِبٍ نَحْوُ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَىْ تَنَاهَتْ حَالُهُمْ فِى الظُّهُوْرِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهٖ مُخَاطَبٌ - وَبِالْعَلَمِيَّةِ لِاِحْضَارِهٖ بِعَيْنِهٖ فِى ذِهْنِ السَّامِعِ اِبْتِدَاءً بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهٖ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَوْ تَعْظِيْمٍ اَوْ اِهَانَةٍ اَوْ كِنَايَةٍ اَوْ اِيْهَامِ اِسْتِلْذَاذِهٖ اَوِ التَّبَرُّكِ بِهٖ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ - اَوْبِالْمَوْصُوْلِيَّةِ لِعَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِالْاَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهٖ سِوَى الصِّلَةِ كَقَوْلِكَ الَّذِىْ كَانَ مَعَنَا اَمْسِ رَجُلٌ عَالِمٌ

সহজ তরজমা

কখনও নির্দিষ্টের প্রতি সম্বোধন ছেড়ে অপরের দিকে করা হয়। যাতে সকল শ্রোতাকে গণ্য করা যায়। যথা– "যদি তুমি দেখ! যখন অপরাধীরা তাদের পালন কর্তার সামনে মাথানত করবে!" অর্থাৎ তার অবস্থা প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবে। সুতরাং এ সম্বোধনটি একজন সম্বোধকের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না।

অথবা স্বনামে ঃ শ্রোতার মনে প্রাথমিকভাবেই مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি নির্দিষ্ট নামসহ হুবহু হাযির করার লক্ষ্যে। যথা, আল্লাহর বাণী– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "বলুন! তিনি এক আল্লাহ!"

অথবা মহত্ব বা অপদস্ততা বুঝাতে বা ইংগিত স্বরূপ বা তৃপ্তিলাভের নির্দেশনা বুঝাতে বা তা দ্বারা বরকত লাভের লক্ষ্যে বা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে।

অথবা ইসমে মওসূল দ্বারা ঃ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুর জ্ঞান صِلَه ছাড়া শ্রোতার জানা না থাকলে। যেমন, তোমার উক্তি– "গতকাল আমাদের সাথে যিনি ছিলেন, তিনি বিদ্যান ব্যক্তি"।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ আর কি উদ্দেশ্যে খেতাবের ব্যবহার করা হয় ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, খেতাবের মধ্যে আসল হল, তা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা। তবে কখনও অন্য কোন উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট শ্রোতা ব্যতিত অনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি মাজাযে মুরসাল হিসাবে সম্বোধন করা হয়। যাতে উক্ত সম্বোধন সকলের প্রতি একেকজন করে স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। যমীরে মুখাতাবকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করাকে মাজাযে মুরসাল বলা হয়। কারণ, এ যমীরটি মূলতঃ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। সুতরাং তা যদি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে সেটি হবে

যমীরে মুখাতাবের غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ (অপ্রণীত অর্থ) আর যমীরে মুখাতাব ঐ غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ ক্ষেত্রে عَلَاقَه اِطْلَاق বা ব্যাপকতার ইংগিতের কারণে ব্যবহার হয় অর্থাৎ যমীরে মুখাতাব দ্বারা তখন মুতলাক (যে কোন) মুখাতাব উদ্দেশ্য হবে। আর কোন শব্দ غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ এর কারণে عَلَاقَه اِطْلَاق এর জন্য ব্যবহার হওয়াকে মাজাযে মুরসাল বলে। সুতরাং এমতাবস্থায় যমীরে মুখাতাব মাজাযে মুরসাল বলে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ এ আয়াতে উল্লিখিত "لَوْ" এর জবাব উহ্য আছে। অর্থাৎ لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا "আপনি যদি অপরাধীদের দেখতেন, তারা যখন প্রভুর দরবারে মাথা ঝুকিয়ে দিবে, তখন তাদের শোচনীয় অবস্থায় দেখবেন। আলোচ্য আয়াতে "تَرَى" শব্দের যমীরে মুখাতাব দ্বারা নির্দিষ্ট মুখাতাব উদ্দেশ্য নয় বরং মুতলাক বা যে কোন মুখাতাব উদ্দেশ্য অর্থাৎ যাদের দেখার যোগ্যতা রয়েছে। আর মুতলাক মুখাতাব দ্বারা অপরাধীদের শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বারী তা'আলা অপরাধীদের বদআমলের কারণে তাদের শোচনীয় অবস্থা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, যাতে দেখা সম্ভব হয়। সুতরাং হাশরবাসীদের সামনে তাদের দূরাবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করা হবে, যা গোপন রাখা সম্ভব হবে না। এ অবস্থার সাথে কোন একজনের দেখা খাস নয়। এমন হবে না যে, কেউ দেখবে আবার কেউ দেখবে না। কাজেই নির্দিষ্ট একজন মুখাতাব হবে না। অর্থাৎ মুখাতাব তাদের একজন হবে; অন্যরা হবে না বরং দেখতে সক্ষম সে-ই মুখাতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দুই. মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدْ اِلَيْه কে عَلَم দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। (ক) যেন হুবহু مُسْنَدْ اِلَيْه কে শ্রোতার মনে তার বিশেষ নামের সাথে প্রথমবারেই উপস্থিত করা যায়।

প্রশ্ন ঃ আলম বা নাম দ্বারা মারেফা আনার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ (১) মুসান্নিফ রহ. عَلَم এর সূরতে মারেফা আনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, যাতে مُسْنَدْ اِلَيْه টি শ্রোতার মনে তার বিশেষ নামের সাথে প্রথমবারেই উপস্থিত করা যায়।

قَوْلُهُ بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِه ঃ এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, ঐ اِسْم যার দ্বারা مُسْنَدْ اِلَيْه কে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা হয়, তা مُسْنَدْ اِلَيْه এর সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট হয় যে, তার গঠন হিসাবে مُسْنَدْ اِلَيْه ছাড়া অন্য কিছুর উপর তা প্রয়োগ করা যায় না। যদিও দ্বিতীয় গঠন হিসাবে مُسْنَدْ اِلَيْه ছাড়া অন্য কিছুর উপর তা প্রয়োগ করা যায়।

মুসান্নিফ রহ. عَلَم এর সুরতে مَعْرِفَة লওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন- قُلْ هُوَ اَللّٰهُ اَحَدٌ। এখানে هُوَ প্রথম مُبْتَدَا, আর اَللّٰهُ দ্বিতীয় মুবতাদা। اَحَد তার খবর। আর দ্বিতীয় مُبْتَدَا, তার خَبَر নিয়ে প্রথম مُبْتَدَا, এর খবর। এখানে اَللّٰهُ হল আলম। তাকে مُسْنَدْاِلَيْهِ বানানোর কারণ হল, যাতে শ্রোতার মনে প্রথমবারেই مُسْنَدْاِلَيْهِ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ এমন اِسْم এর সাথে উপস্থিত করা যায়, যা مُسْنَدْاِلَيْهِ এর সাথে খাস।

(খ) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدْاِلَيْهِ কে عَلَم দ্বারা মারেফা আনা হয় مُسْنَدْاِلَيْهِ এর সম্মান অথবা তুচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য। এ উদ্দেশ্য এমন নাম এবং উপাধির মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায়, যাতে সম্মান এবং তুচ্ছতা প্রদর্শনের সুযোগ থাকে। যেমন, رَكِبَ عَلِيٌّ (হযরত আলী আরোহন করেছে।) هَرَبَ مُعَاوِيَةُ মুআবিয়া পলায়ন করেছে। প্রথম বাক্যটিতে عَلِى মুসনাদ ইলাইহির মধ্যে সম্মানের অর্থ রয়েছে। কেননা عَلِى শব্দটি عُلُوٌّ (উঁচুতা) থেকে নির্গত। দ্বিতীয় বাক্যটিতে مُعَاوِيَه মুসনাদ ইলাইটি তুচ্ছতার অর্থ আছে। কেননা مُعَاوِيَه শব্দটি عُوَاء, (কুকুর বা হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ) থেকে নির্গত।

(গ) কখনও مُسْنَدْاِلَيْهِ কে عَلَم এর সূরতে মারেফা এ জন্য লওয়া হয় যে, ঐ عَلَم দ্বারা এমন অর্থের প্রতি কিনায়া করা উদ্দেশ্য হয়, সেটি যে অর্থের যোগ্যতা রাখে। যেমন, اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, جَهَنَّمِىٌّ فَعَلَ كَذَا "জাহান্নামী এমনটি করেছে"।

(ঘ) কখনও মুসনাদ ইলাই عَلَم এর সূরতে مَعْرِفَة আনা হয়। যাতে বক্তা শ্রোতার মনে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যে, مُسْنَدْاِلَيْهِ এর নাম উচ্চারণ করতে আমি (বক্তা) আনন্দ ও সুখ অনুভব করি। যেমন, কবিতার চরণ। আল্লাহর শপথ। হে বনের হরিণীরা তোমরা আমায় বল, আমার লায়লা তোমাদের কেউ না কি মানুষের কেউ? এখানে اَمْ لَيْلٰى مِنَ الْبَشَرِ বাক্যে لَيْلٰى মুসনাদ ইলাইহি। একে عَلَم এর সাথে মারেফা আনা হয়েছে। অথচ এখানে اَمْ هِىَ বলা দরকার ছিল। কেননা مَرْجِع প্রথমে উল্লেখ আছে। কিন্তু কবি عَلَم এর সহিত مُسْنَدْاِلَيْهِ মারেফা এনেছেন। যাতে শ্রোতার উপলব্ধি হয়, আমার (কবির) কাছে লায়লা নামটি অনেক প্রিয়। এ নাম বারবার উচ্চারণে আমি স্বাদ অনুভব করি।

(ঙ) কখনও مُسْنَد اِلَيْهِ কে عَلَم এর সহিত মারেফা আনা হয় বরকত হাসিলের জন্য। যেমন, اَللّٰهُ الْهَادِىْ –আল্লাহ তা'আলাই পথ প্রদর্শক। مُحَمَّدٌ

اَلشَّفِيْعُ -মুহাম্মদ ﷺ ই সুপারিশকারী। এখানে اَللّٰهُ এবং مُحَمَّدٌ ص কে عَلَم এর সহিত مَعْرِفَه আনা হয়েছে বরকত লাভের জন্য।

(চ) আবার কখনও শুভ লক্ষণ নেওয়ার জন্য عَلَم এরর সাথে মা'রেফা আনা হয়। যেমন, سَعِيْدٌ فِىْ دَارِكَ (সৌভাগ্যবান তোমার ঘরে।)

(ছ) কখনও কুলক্ষণের জন্য। যেমন, اَلسَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ (খুনী তোমার বন্ধুর ঘরে)।

(জ) কখনও শ্রোতার কাছে বিষয়টি মজবুত করার জন্য مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে عَلَم এর সহিত মা'রেফা আনা হয়। যেমন, বিচারক আমরকে বলল, هَلْ اَقَرَّ زَيْدٌ উত্তরে আমর বলল, نَعَمْ زَيْدٌ اَقَرَّ بِكَذَا আমর هُوَ اَقَرَّ بِكَذَا বলেনি। যাতে "যায়েদ স্বীকার করেছে" এ হুকুমটি মজবুত হয়।

(ঞ) কখনও مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে عَلَم এর সহিত নামবাচক ইসমের ক্ষেত্রে উপযোগী অন্য কোন কারণে মারেফা আনা হয়। যেমন, শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি সতর্ক করার জন্য مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে عَلَم এর সহিত মারেফা উল্লেখ করা হয়।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে ইসমে মাওসূলরূপে মারেফা আনা হয়। আর এটি হয় যখন শ্রোতার صِلَه সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। কিন্তু صِلَه ব্যতীত مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো সে জানে না। যেমন, খালিদ এক ব্যক্তি সম্পর্কে এতটুকু জানে যে, সে গতকাল হামিদের সাথে ছিল। তবে তার অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানে না। এখন যদি হামিদ খালেদকে তার অন্যান্য গুণাবলী (যেমন সে যে আলেম, তা) জানাতে চায়, তাহলে হামিদ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে مَوْصُوْل রূপে মারেফা বানিয়ে বলবে, اَلَّذِىْ كَانَ مَعَنَا اَمْسِ رَجُلٌ عَالِمٌ "গতকাল যিনি আমাদের সাথে ছিলেন, তিনি আলেম ব্যক্তি।"

أَوِ اسْتِهْجَانِ التَّصْرِيحِ أَوْزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ نَحْوُ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوِ التَّفْخِيمِ نَحْوُ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ نَحْوُ شِعْرٌ إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ : يَشْفِي غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوا أَوْ لِإِيمَاءِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ نَحْوُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

সহজ তরজমা

অথবা স্পষ্টভাবে নাম প্রকাশে খারাপ লাগার দরুণ বা অধিক সুদৃঢ়তার উদ্দেশ্যে। যথা, "সেই মহিলা যার গৃহে তিনি থাকতেন...।" অথবা বিশালতা ও ভয়াবহতা বুঝাতে। যথা, "সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল।"

অথবা শ্রোতাকে ভ্রান্তি হতে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। যথা-"নিশ্চিত তোমরা যাদেরকে ভাই মনে করছ, তোমাদের ধ্বংসই তাদের মনের আগুন নিভাতে পারে।" অথবা خَبَر গঠনের পদ্ধতির দিকে ইংগিত করার লক্ষ্যে। যথা, "নিশ্চিত যারা আমার ইবাদত হতে দম্ভ করে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ কখন مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে ইসমে মাওসূলরূপে মারেফা আনা হয় ?

উত্তর ঃ (ক) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে ইসমে মাওসূলরূপে মারেফা আনা হয়। কেননা তা সুস্পষ্টভাবে বলাকে অশোভনীয় মনে করা হয়। অর্থাৎ যে ইসম مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর সত্তার উপর ইংগিতবহ তা স্পষ্টভাবে বলা বক্তা খারাপ মনে করে। যেমন- পেশাব ও বায়ু নির্গমন অযু ভঙ্গের কারণ। এ দুটি শব্দ জনসাধারণের সামনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা খারাপ মনে করা হয়। এজন্য বক্তা এ দুটি শব্দকে স্পষ্টভাবে বলা হতে বিরত থেকে বলল- الَّذِي يَخْرُجُ أَحَدُ السَّبِيلَيْنِ نَاقِضٌ -যে বস্তু উভয় রাস্তার কোন এক রাস্তা দিয়ে নির্গত হবে, তা অযু ভঙ্গের কারণ।

(খ) কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ইসমে মওসূলরূপে ব্যবহার করা হয়, তা অধিক দৃঢ় ও মজবুত করণের জন্য। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা জোড়ালোভাবে প্রমাণ করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাউসূলরূপে মা'রেফা আনা হয়। কতিপয় লোকের মত হচ্ছে, زِيَادَتِي تَقْرِيرِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, مُسْنَدٌ কে অধিক সুদৃঢ় করা অর্থাৎ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ইসমে

মাউসূলরূপে মা'রেফা ব্যবহার করা হয় تَقْرِيْر مُسْنَدْ اِلَيْه বা মুসনাদ ইলাইহিকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

(গ) মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُسْنَدْ اِلَيْه কে ইসমে মাউসূলরূপে ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হল, বিশালতা ও ভয়াবহতা বুঝানো। যেমন, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ –ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ঢেকে নিল, সমুদ্রের ঐ সকল বস্তু যা তাদেরকে ঢাকার ছিল। এ আয়াতে مَا ইসমে মাউসূলটি فَغَشِيَ এর فَاعِل এবং مُسْنَدْ اِلَيْه। مِنَ الْيَمِّ বয়ান। অর্থাৎ তাদেরকে সমুদ্রের এতধিক পানি ঢেকে নিল, যার পরিমান নির্ধারণ করা যায় না। লক্ষ্য করুন, এখানে مُسْنَدْ اِلَيْه ইসমে মাউসূলরূপে মারেফা ব্যবহার করে এ দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, পানির পরিমাণ এত বেশি ছিল যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।) কখনও শ্রোতার ভুলের প্রতি সতর্কীকরণের জন্য ইসমে মাউসূলরূপে مُسْنَدْ اِلَيْه কে মারেফা বানানো হয়। যেমন কবিতা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ + يَشْفِىْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ اَنْ تُصْرَعُوْا

"নিশ্চয়ই তোমরা যাদেরকে তোমাদের ভাই বলে জান, তাদের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা (হিংসার আগুন) তোমাদের ধ্বংস হওয়াই দূর করতে পারে।" এ কবিতায় مَوْصُوْل এবং صِلَه দ্বারা শ্রোতাকে এ সংকেত দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যাদেরকে আপন ভাই মনে করছে, তারা তো তোমাদের ধ্বংস চায়। অর্থাৎ তাদের এ জযবা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বিপরীত। তাদের এমন জযবা সত্তেও তাদের আপন ভাই মনে করা ভুল এবং তাদের প্রতি তোমাদের এ ধারণাও ভুল। পক্ষান্তরে যদি বলা হত, অমুক সম্প্রদায় তোমার দুশমন, তাহলে শ্রোতার তো দুশমন সম্পর্কে জানা হত কিন্তু দুশমন সম্পর্কে ভুলের প্রতি সতর্কীকরণ হত না। মোটকথা, কখনও শ্রোতার ভুলের প্রতি সতর্কীকরণের জন্য مُسْنَدْ اِلَيْه কে ইসমে মাউসূলরূপে মারেফা ব্যবহার করা হয়।

মুসান্নিফ রহ. এর ইবারতে (اِلٰى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ) চয়িত وَجْه শব্দের অর্থ- পদ্ধতি, ধরণ, রকম ইত্যাদি। যেমন বলা হয়, عَمِلْتُ هٰذَا الْعَمَلَ عَلٰى وَجْهِ عَمَلِكَ (আমি এ কাজটি তোমার কাজের ধাঁচে ও তরযে করেছি অর্থাৎ তোমার কাজটি যে ধরনের, আমার কাজটিও সে ধরনের।) এখানে بِنَاء মাসদারটি مَبْنِى অর্থাৎ مَفْعُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর بِنَاء শব্দটি خَبَر শব্দের দিকে اِضَافَت হওয়াটা اِضَافَتِ صِفَت اِلَى الْمَوْصُوْف হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, ইসমে মাউসূল দ্বারা مُسْنَدْ اِلَيْه কে মারেফা ব্যবহার করা হয়, খবরের এমন প্রকৃতি ও

ধরনের প্রতি ইংগিত করার জন্য, যে ধরন ও প্রকৃতিতে তা গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে صِلَه এবং مَوْصُوْل এর সাহায্যে মারেফা করতঃ এ দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, আগত খবরটি কোন প্রকারের। পুরস্কারের নাকি শাস্তির। প্রশংসার নাকি নিন্দার ইত্যাদি। যেমন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ –এ আয়াতে مَوْصُوْل এবং صِلَه মিলে اِنَّ এর ইসম তথা مُسْنَد اِلَيْهِ। এখানে পাঠক লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করতে পারবেন مَوْصُوْل এবং صِلَه এ কথার প্রতি ইংগিত করছে যে, আগত খবরটি শাস্তি এবং অপমানজনক। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি অহঙ্কার করা তার নেয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর নেয়ামতের অস্বীকারকারী শাস্তির উপযুক্ত। অতএব এরা শাস্তির উপযুক্ত। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ (অচিরেই তারা অপমানজনক অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।)

ثُمَّ اِنَّهُ رُبَّمَا يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً اِلَى التَّعْرِيْضِ بِالتَّعْظِيْمِ لِشَانِهِ نَحْوُ شِعْرٌ ـ اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا + بَيْتًا دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَ اَطْوَلُ اَوْ شَانِ غَيْرِهِ نَحْوُ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ـ وَبِالْاِشَارَةِ لِتَمْيِيْزِهِ اَكْمَلَ تَمْيِيْزٍ نَحْوُ قَوْلِهِ شِعْرٌ : هٰذَا اَبُو الصَّقْرِ فَرْدًا فِىْ مَحَاسِنِهِ اَوِ التَّعْرِيْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ كَقَوْلِهِ شِعْرٌ :

اُولٰئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ + اِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

সহজ তরজমা

অতঃপর কখনও তাকে خَبَر এর মহত্ত্বের প্রতি ইংগিতের মাধ্যম বানানো হয়। যথা– "যিনি আকাশ উঁচু করেছেন, তিনি আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করেছেন; যার খুঁটি সম্মানিত ও দীর্ঘ।" অথবা خَبَر এর ভিন্ন বস্তুর মহত্ত্বের মাধ্যম বানানো হয়। যথা, "যারা শোয়াইব (আ.) কে অস্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

مُسْنَد اِلَيْه কে مَعْرِفَه দ্বারা اِسْم اِشَارَه আনা ঃ কে পরিপূর্ণভাবে আলাদা করার উদ্দেশ্যে। যথা, "এ আবুস সাকার স্বীয় সৌন্দর্য্য-গুণে অদ্বিতীয়।" অথবা শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইংগিত করার লক্ষ্যে। যথা– কবির উক্তিঃ "হে জারীর! তারা আমাদের পূর্বে পুরুষ। যখন আমাদের সভা-সমাবেশগুলো আমাদেরকে একত্রিত করে, এদের সমতূল্য কাউকে তুমি নিয়ে এসো!"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে مَوْصُوْل রূপে মারেফা বানিয়ে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইশারা করা হয় কখন ?

উত্তর ঃ এখানে দুটি আলোচনা।

১. مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে مَوْصُوْل রূপে মারেফা আনা। যার দ্বারা জিনসে খবরের দিকে ইশারা করা হয়। এর আলোচনা অতীত হয়েছে।

২. مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে مَوْصُوْل রূপে মারেফা বানিয়ে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইশারা করা হয় কখনও খবরের উঁচু মর্যাদার প্রতি ইশারা করার মাধ্যমে। প্রথমটির উদাহরণ ফারাযদাকের নিম্নোক্ত কবিতাঃ

اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا + بَيْتًا دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَاَطْوَلُ

"নিশ্চয়ই যিনি আকাশকে সুউচ্চ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য একটি ঘর নির্মান করেছেন। যার স্তম্ভগুলি অনেক শক্তিশালী ও সুদীর্ঘ।" প্রত্যেক সুরুচিরশীল ব্যক্তির মতে এখানে مَوْصُوْل এবং صِلَه দ্বারা (اَلَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ) মা'রেফা ব্যবহার করার মধ্যে খবরের ধরনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ আগত খবরের সুউচ্চতা এবং নির্মান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি اِنَّ اللّٰهَ অথবা اِنَّ الرَّحْمٰنَ বলা হত, তাহলে খবরের জিন্‌সের প্রতি ইশারা হত না। মোটকথা, এ কবিতায় مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে مَوْصُوْل এবং صِلَه দ্বারা মারেফা ব্যবহার করে, খবর কোন জাতের তার দিকে ইশারা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে খবরের উচ্চ মর্যাদার প্রতিও ইশারা হয়েছে। এ উপকারী লাভ হয়েছে سَمَكَ السَّمَاءَ উক্তিটি সিলাহ হওয়ার ফলে। কারণ, যদি سَمَكَ السَّمَاءَ ছাড়া অন্য কোন বাক্য صِلَه হত এবং এমন বলা হত– اِنَّ الَّذِىْ بَنٰى بَيْتَ خَالِدٍ بَنٰى لَنَا بَيْتًا তাহলে এতে 'খবর যে আযীমুশশান' তার প্রতি ইশারা হত না। যদিও مَوْصُوْل এবং صِلَه খবরের ধরনের প্রতি ইশারা করে।

(৩) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে ইসমে মাউসূল দ্বারা মারেফা করতঃ খবরের প্রকৃতির প্রতি ইংগিতে খবর ভিন্ন অন্য বিষয়ের মর্যদার কথা বুঝানো হয়। যেমন, اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا। এখানে اَلَّذِيْنَ ইসমে মাউসূল এবং كَذَّبُوْا شُعَيْبًا তার সিলাহ মিলে مُسْنَدُ اِلَيْهِ হয়েছে। যাতে বুঝা যায়, খবরের মধ্যে আশাহত এবং ব্যর্থতার কথা থাকবে। কেননা শুয়াইব আ. নবী। আর নবীর বিরুদ্ধাচরণ ক্ষতি ও ব্যর্থতা ডেকে আনে। সুতরাং তার খবরটিও ক্ষতির এবং ব্যর্থতারই হবে। সাথে সাথে আয়াতে হযরত শুয়াইব আ. সুমহান

মর্যাদার প্রতিও ইংগিত রয়েছে। কেননা যার বিরুদ্ধাচারণ ক্ষতির কারণ, তিনি নিশ্চয়ই সুমহান মর্যাদার অধিকারী হবেন। অথচ شُعَيْب তারকীবের মধ্যে مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে; খবর নয়।

(৪) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مَوْصُوْل এর সাহায্যে مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে মা'রেফা করতঃ খবরের প্রকৃতির প্রতি ইংগিত করা হয়। উক্ত ইংগিতকে খবরের নিশ্চয়তা বুঝানোর মাধ্যম বানানো হয়। অর্থাৎ ঐ اِيْمَاء বা ইশারা খবরকে শ্রোতার মনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, যেন সে ইশারাটি খবরের জন্য দলীল স্বরূপ।

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে ইসমে ইশারা দ্বারা মা'রেফা আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ (ক) মুসান্নিফ রহ. বলেন, اَحْوَال مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর মধ্য হতে একটি হল مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে ইসমে ইশারার সাহায্যে মারেফা আনা। এর দ্বারা مُسْنَدْ اِلَيْهِ সবচেয়ে উত্তম পন্থায় নির্দিষ্ট হয়। এক কথায় مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে ইসমে ইশরার সাহায্যে মারেফা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে مُسْنَدْ اِلَيْهِ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। এর কারণ হল, উত্তমরূপেতার প্রশংসা করা। যেমন,

هٰذَا اَبُوا الصَّقْرِ فَرْدًا فِىْ مَحَاسِنِهٖ + مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِ وَالسَّلَمِ

কবিতার অর্থঃ আবু সাকার উত্তম গুণাবলীতে অদ্বিতীয়। তিনি শায়বান গোত্রের লোক। আর শায়বান গোত্র দাল এবং সালামের মধ্যবর্তী উপত্যাকায় অবস্থিত।

এ কবিতায় মুসনাদ ইলাইকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাকে পূরোপুরি পৃথক করার জন্য। আর এ পৃথক করণের মধ্যে তার প্রশংসা এবং সম্মান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কারণ, বন-জঙ্গলে জীবন-যাপন করা শহুরে জীবনের চেয়ে উত্তম। কেননা শহুরে জীবনে প্রশাসনিক হুকুম ও অনুশাসন থাকায় সম্মান বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বন-জঙ্গলে বসবাসকারীরা এ থেকে নিরাপদ।

(খ) মুসান্নিফ রহ. কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে ইসমে ইশরার সাহায্যে মারেফা ব্যবহার করা হয় শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য। অর্থাৎ বক্তা বুঝাতে চান, শ্রোতা এতটাই নির্বোধ ও বোকা যে, সে অনিন্দ্রিয় বা অনুভূতির বাইরের বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না। তাই তার জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। কারণ, ইসমে ইশারার উৎপত্তি হয়েছে অনুভূত বস্তুর প্রতি ইংগিত করার জন্য; অননুভূত বস্তুর জন্য নয়। যেমন, কবি ফারাযদাকের কবিতা–

أُوْلَئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ - اِذَا جَمَعَتْنَا يَاجَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

ফারাযদক এ কবিতায় জারীরকে মেধাহীনতার জন্য কাটাক্ষ করেছেন। অর্থাৎ তিনি এখানে مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে ইসমে ইশারার সাহায্যে মারেফা ব্যবহার করতঃ ইংগিত করেছেন, জারীর এতটাই নির্বোধ ও বোকা যে, সে অনুভূতির বাইরের কোন বিষয়কে অনুধাবন করতে অক্ষম। তাই তার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করে কবি ফারাযদাক اُوْلَئِكَ ইসমে ইশারাকে মুসনাদ ইলাইহিরূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চান, হে জারীর! চোখ কান খুলে দেখ। এরাই আমার বংশের মহৎ লোক। সভা-সমাবেশগুলো যখন আমাদের একত্রিত করে, সম্ভব হলে তাদের ন্যায় মর্যাদাবান লোক তুমি হাজির কর। কবি যদি اُوْلَئِكَ এর পরিবর্তে 'অমুক, অমুক ও অমুক আমার বংশের' লোক বলতেন, তাহলে জারীরের প্রতি এ কটাক্ষ হত না।

اَوْ بَيَانِ حَالِهِ فِى الْقُرْبِ اَوِ الْبُعْدِ اَوِ التَّوَسُّطِ كَقَوْلِكَ هٰذَا اَوْ ذٰلِكَ اَوْ ذَاكَ زَيْدٌ اَوْ تَحْقِيْرِهِ بِالْقُرْبِ نَحْوُ اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ اَوْ تَعْظِيْمِهِ بِالْبُعْدِ نَحْوُ الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ اَوْ تَحْقِيْرِهِ كَمَا يُقَالُ ذٰلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا اَوِ التَّنْبِيْهِ عِنْدَ تَعْقِيْبِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ بِاَوْصَافٍ عَلٰى اَنَّهُ جَدِيْرٌ بِمَا يَرِدُ بَعْدَهُ مِنْ اَجْلِهَا نَحْوُ اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

সহজ তরজমা

অথবা مُسْنَدُ اِلَيْهِ নিকটে কিংবা দূরে বা মাঝে অবস্থারত বর্ণনা করতে। যথা, তোমার উক্তি "এ যায়েদ কিংবা ঐ যায়েদ কিংবা সে যায়েদ।" অথবা اِسْمِ اِشَارَه قَرِيْب কে مُسْنَدُ اِلَيْهِ দ্বারা বিদ্রূপ করার লক্ষ্যে। যথা, "এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মা'বুদের সমালোচনা করে?"

অথবা সম্মানার্থে اِسْمِ اِشَارَه بَعِيْد দ্বারা অথবা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। যেমনিভাবে বলা হয় "ঐ অভিশপ্ত এমন করেছে।" অথবা مُشَارُ اِلَيْهِ এর পশ্চাতে গুণাগুণ উল্লেখ করার প্রাক্কালে একথার উপর সতর্ক করার উদ্দেশ্যে যে, مُشَارُ اِلَيْهِ এর গুণের দরুন اِسْمِ اِشَارَه এর পর যা উল্লেখ হবে সে এর উপযুক্ত। যথা, আল্লাহর বাণী, "তারা তাদের প্রভূর প্রদর্শিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(গ) কখনও মুসনাদ ইলাইহি নিকটে দূরে এবং মাঝখানে এর কোন এক অবস্থা বুঝানোর জন্য তাকে। যেমন, মুসনাদ ইলাইহি কাছে আছে, এ কথা বুঝানোর জন্য هٰذَا زَيْدٌ বলা হয়। মধ্যবর্তী কোন স্থান বুঝাতে হলে ذَاكَ زَيْدٌ বলা হয়। আর যদি দূরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ذَالِكَ زَيْدٌ বলা হয়।

(ঘ) মুসান্নিফ রহ. বলেন. কখনও মুসনাদ ইলাইহের তুচ্ছতা ও অবজ্ঞা প্রকাশার্থে তাকে নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মারেফা বানানো হয়। কারণ, নিকটে হওয়াই এ বিষয়টির তুচ্ছতা আবশ্যক করে। যেমন বলা হয়- هٰذَا أَمْرٌ قَرِيْبٌ এটা সহজ বিষয়। আর যে জিনিস সহজলভ্য তা তুচ্ছ হয়; মর্যাদাবান নয়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা কোন মুসনাদ ইলাইকে ইংগিত করে, তাহলে সে ইসমে ইশারা তুচ্ছতা বুঝাবে। যা তার জন্য আবশ্যক। কেউ কেউ বলেন, قُرْب দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- دُنُوُّ مَرْتَبَـه অর্থাৎ নিচুমানের হওয়া। কারণ, যে ব্যক্তি সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, উরফ বা প্রচলন এবং নিয়মনীতি অনুসারে সে অনেক স্তর অতিক্রম করে এ মর্যাদা পেয়েছে। সুতরাং যে এ স্তর অতিক্রম করতে পারে না বরং নিকটেই থাকবে, সে নিচুমানের ব্যক্তি হিসাবে থাকবে।

মোটকথা, মুসনাদ ইলাইহকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য কখনও নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বরা মুসনাদ ইলাইকে মারেফা বানানো হয়। যেমন, অভিশপ্ত আবূ জাহল সমস্ত ইজ্জতের মালিক জনাবে রাসূলে কারীম সা. কে (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ছিল- أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ "এ কি সেই ব্যক্তি? যে তোমাদের প্রভু প্রতিমাদের সমালোচনা করে?"

(ঙ) কখনও মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসনাদ ইলাইহিকে দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মারেফা বানানো হয় অর্থাৎ দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মারেফা এনে বুঝানো হয়, যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তা অতি মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন। এ মর্যাদার কারণে সে অতিদূরত্বে অবস্থান করছে। এমনকি তাকে কাছে পাওয়া যায় না। যেমন, الٓمّٓ ذَالِكَ الْكِتَابُ এ আয়াতে (ذَالِكَ এর مُشَارٌ اِلَيْه হল كِتَاب। এটি খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও) মর্যাদাগতভাবে এত উঁচুতে অবস্থান করেছে যে, তার কাছে পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এর প্রতি ذَالِكَ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে।

(চ) কখনও মুসনাদ ইলাইকে অপমান করার জন্য দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মারেফা বানানো হয়। যেমন, বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিকে কেউ বলল- ذَالِكَ

اَللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا (ঐ অভিশপ্ত লোকটি এমনটি করেছে)। এটা তখনই বলা হয়, যখন উক্ত ব্যক্তি সম্বোধন করার উপযুক্ত না হয় এবং খুবই নিকৃষ্ট হয়। তার সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রের এ দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে রেখে স্থানের দূরত্বের ক্ষেত্রে যেমন দূরবর্তী ইসমে ইশারা করা হয়, এখানেও তেমনটি করা হয়েছে।

(ছ) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে ইসমে ইশারা দ্বারা মারেফা বানানো হয়, শ্রোতাকে একথা অবগত করানোর জন্য যে, مُشَارٌ اِلَيْهِ এর পর যে সকল গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, তার কারণেই ইসমে ইশারার পরবর্তী সব বিষয়ের হুকুম তাকে দেওয়া হচ্ছে। যেমন,

اُولٰـئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

এ আয়াতের দুই জায়গাতেই اولئك শব্দটি ইসমে ইশারা। তার مُشَارٌاِلَيْهِ হল مُتَّقِيْنَ। এরপর গায়েবের উপর ঈমান আনয়ণ করা, নামায কায়েম করা ইত্যাদি গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে। এরপর আগত হুকুমটি হচ্ছে, দুনিয়াতে হিদায়াত আর আখেরাতে সফলতা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসমে ইশারার সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহিকে মারেফা বানিয়ে ইংগিত করেছেন, মুত্তাকীনদের সফলতা এবং হিদায়াত প্রাপ্তি উল্লেখিত গুণাবলীর বদৌলতে হবে, যা মুশারুন ইলাইহের পর এবং ইসমে ইশারার আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَبِاللَّامِ لِلْاِشَارَةِ اِلٰى مَعْهُوْدٍ نَحْوُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى اَيِ الَّذِىْ طَلَبَتْ كَالَّتِىْ وُهِبَتْ لَهَا اَوْ اِلٰى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ كَقَوْلِكَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْاَةِ

وَقَدْ يَاْتِىْ لِوَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهِ فِى الذِّهْنِ كَقَوْلِكَ اُدْخُلِ السُّوْقَ حَيْثُ لَاعَهْدَ فِى الْخَارِجِ وَهٰذَا فِى الْمَعْنٰى كَالنَّكِرَةِ وَقَدْ يُفِيْدُ الْاِسْتِغْرَاقَ نَحْوُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ وَهُوَ ضَرْبَانِ حَقِيْقِىٌّ نَحْوُ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَىْ كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ

সহজ তরজমা

مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে ال দ্বারা مَعْرِفَه আনা ঃ مَعْهُوْد তথা নির্ধারিত বস্তুর প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্যে। যথা, "পুরুষ মহিলার মত নয়"। অর্থাৎ যা সে (ইমরানের স্ত্রী) প্রার্থনা করেছিল, তা এর মত নয় যা তাকে দান করা হয়েছে।

অথবা কেবল حَقِيْقَتْ এর প্রতি ইংগিত করার লক্ষ্যে। যথা, "পুরুষ মহিলা হতে উত্তম"। কখনও তা (ال) মানসিক নির্দিষ্টতানুযায়ী একক বস্তুর জন্য আসে। যথা, "তুমি বাজারটিতে প্রবেশ করো!" যখন বাস্তবে তা নির্ধারিত হবে না। এটি অর্থগত দিক দিয়ে نَكِرَة এর মত। কখনও তা اِسْتِغْرَاق (পরিব্যাপ্তি) বুঝায়। যথা,"অবশ্যই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ।" আর তা দু প্রকার। حَقِيْقِىْ (প্রকৃত)। যথা, "অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী।" অর্থাৎ প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَد اِلَيْهِ কে ال দ্বারা مَعْرِفَه আনা হয় কেন ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে আলিফ-লামের সাহায্যে মারেফা আনা হয়, যাতে اَلِف وَلَام এর সাহায্যে বাস্তবে উপস্থিত পরিচিত এবং নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ইশারা করা যায় অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতার মাঝে হাকীকতের যে অংশ বা فَرْد নির্দিষ্ট আছে, তার প্রতি ইংগিত করার জন্য মুসনাদ ইলাইইকে الف ولام এর সাথে মারেফা ব্যবহার করার হয়। সেই নির্দিষ্ট অংশ বা فرد টি একক অথবা দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সবই হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ مَعْهُوْد দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ মতনে مَعْهُوْد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট। এ দাবীর পক্ষে দলীল হল, عَهِدْتُ فُلَانًا তখন বলা হবে, যখন তুমি অমুককে পেলে অথবা তার সাথে সাক্ষাৎ করলে। বলা বাহুল্য যে, কারও সাথে সাক্ষাৎ হওয়া এবং পাওয়ার জন্য তার অবশ্যই নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী। সুতরাং এখানে مَعْهُوْد বলে সুনির্দিষ্ট (লাযিমী অর্থ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আলিফ-লামের ব্যবহার পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, الف لام দ্বারা নির্দিষ্ট فَرْد এর প্রতি ইংগিত করার জন্য তা পূর্বে সুস্পষ্ট অথবা পরোক্ষভাবে উল্লেখ থাকা জরুরী। যেমন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى। অর্থাৎ ইমরান আ. এর স্ত্রীর কাঙ্খিত পুত্র সন্তান, তাকে প্রদত্ত কন্যা সন্তানের মত নয় বরং এ মেয়েটি মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক উর্ধ্বে। এ আয়াতের প্রেক্ষাপট হল, যখন ইমরান আ. এর স্ত্রীকে তার কাঙ্খিত পুত্র সন্তানের পরিবর্তে তাকে কন্যা সন্তান দেওয়া হল, তখন তিনি একটু হতাশাও হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সান্ত্বনার সুরে বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى । এ আয়াতে اَلذَّكَرُ এবং اَلْاُنْثٰى শব্দ দুটির الف ولام নির্দিষ্ট فَرْد এর প্রতি ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اَلْاُنْثٰى এর الف ولام দ্বারা এমন اُنْثٰى এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যার আলোচনা ইতোপূর্বে সুস্পষ্টভাবে গেছে।

যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে, قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثٰى কিন্তু তারকীবে اَلْأُنْثٰى মুসনাদ ইলাইহি নয়। সুতরাং এটি الف ولام এর সাহায্যে মুসনাদ ইলাইকে মারেফা ব্যবহার করার নযীর হবে; মিছাল নয়। আয়াতে اَلذَّكَرُ এর الف ولام দ্বারা এমন জিনিসের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যার আলোচনা ইতোপূর্বে পরোক্ষভাবে হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পূর্বে বলেছেন, رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا। এ আয়াতে যদিও مَا শব্দটি নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সবাইকে শামিল করে। কিন্তু যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমতে ছেলেদেরই নিযুক্ত করা হয়; মেয়েদের নয়, তাই এখানে مَا দ্বারা ছেলেই উদ্দেশ্য। কাজেই اَلذَّكَرُ-এর পূর্বে এর আলোচনাও مَا এর মধ্যে গেছে, যদিও তা পরোক্ষভাবে। اَلذَّكَرُ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে। সুতরাং এটি মুসনাদ ইলাইহিকে (আলিফ ও লাম নির্দিষ্ট ইসমের প্রতি ইংগিতবাচক) নির্দিষ্ট করার উদাহরণ হল।

খ. মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইকে আলিফ-লামের মাধ্যমে মারেফা বানানো হয়, যাতে আলিফ-লামের দ্বারা হাকীকত ও নির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইশারা করা যায়। نَفْسِ حَقِيقَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শুধুমাত্র হাকীকত। মুসান্নিফ রহ. হাকীকতের পরে مَفْهُوْم শব্দটি এনে হাকীকতের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, হাকীকত দ্বারা তার প্রসিদ্ধ অর্থ "বাস্তবের অস্তিত্ব" উদ্দেশ্য নয়। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, كُلِّي দ্বারা যদি وُجُوْدُ الْخَارِجِ (বাস্তবে অস্তিত্বশীল) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাকীকত বলা হয়। আর তা যদি মন-মানসে রূপান্তরিত হওয়াকে مَفْهُوْم বলা হয়। চাই ঐ اَمْرِ كُلِّي বাস্তবে অস্তিত্বশীল হোক বা না হোক। তখন مَفْهُوْم অনস্তিত্বশীল বস্তুকেও শামিল করে।

শারেহ রহ. এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথার দিকে ইশারা করেছেন, এখানে হাকীকত দ্বারা مَفْهُوْم উদ্দেশ্য। আর مَفْهُوْم এর ইযাফত مُسَمّٰى এর দিকে اِضَافَتْ بَيَانِيَه এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ مَفْهُوْم দ্বারা مُسَمّٰى উদ্দেশ্য। মোটকথা, মুসনাদ ইলাইকে الف ولام এর মাধ্যমে মারেফা এ জন্য বানানো হয়, যাতে ঐ الف ولام দ্বারা হাকীকত অর্থাৎ مَفْهُوْم এর দিকে ইশারা করা যায়। মুসান্নিফ রহ. বলেন, ঐ সকল লাম গ্রহণযোগ্য হবে না, যার উপর হাকীকত প্রযোজ্য হয়। যেমন, اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ অর্থাৎ (মনে গচ্ছিত) পুরুষের হাকীকত তা (মনে গচ্ছিত) মহিলার হাকীকত অপেক্ষা উত্তম। অতএব جِنْسِ مَرْأَة এর কোন فَرْد যদি اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ جِنْسِ رَجُل এর কোন فرد অপেক্ষা উত্তম হয়, তাহলে এটি اَلْمَرْأَةِ এর বিপরীত নয়। এ জাতীয় আরও উদাহরণ হচ্ছে–

اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ . اَلدِّيْنَارُ خَيْرٌ مِنَ الدِّرْهَمِ . اَلْاِنْسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ ,

মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُعَرَّف بِلَام عَهْد ذِهْنِى করীনার সাথে যুক্ত হওয়ার পর অর্থগতভাবে নাকিরার মত হয়ে যায়। অর্থাৎ যেমনিভাবে নাকিরা অনির্দিষ্ট فَرْد বুঝায়, তেমনিভাবে مُعَرَّف بِلَام عَهْد ذِهْنِى টিও করীনার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট فَرْد বুঝায়। যদিও শব্দের ক্ষেত্রে তার উপর মারেফার হুকুম জারী হয়। অর্থাৎ শব্দের ক্ষেত্রে مُعَرَّف بِلَام عَهْد ذِهْنِى কে মারেফা ধরা হয় এবং তাকে মারেফার মত ব্যবহার করা হয়। যেমন, مُعَرَّف بِلَام عَهْد ذِهْنِى তারকীবে مُبْتَدَأ হয়। যেমন– বলা হয়, اَلذِّئْبُ فِى دَارِكَ (তোমার গৃহে বাঘ।) আবার যুলহাল হয়। যেমন– বলা হয়, رَأَيْتُ الذِّئْبَ خَارِجًا مِنْ بَيْتِكَ (আমি তোমার ঘর থেকে বাঘ বের হতে দেখেছি।) আবার মারেফার সিফাত হয়। যেমন, زَيْدٌ اَلْكَرِيْمُ عَبْدُكَ (তোমার নিকট ভদ্র যায়েদ।) আবার মারেফার সাথে مَوْصُوف হয়। যেমন, اَلْكَرِيْمُ الَّذِىْ فَعَلَ كَذَا فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ (যে ভদ্র লোকটি এমন করেছে সে তোমার বন্ধুর ঘরে। এ ছাড়াও অনেক স্থানে مُعَرَّف بِلَام عَهْد ذِهْنِى কে মারেফার সমমর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ আলিফ-লামে হাকীকীর অর্থ কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, যে مُعَرَّف بِاللَّام দ্বারা হাকীকতের দিকে ইশারা করা হয়, সেটি কখনও ইস্তিগরাকের অর্থ দেয়। অর্থাৎ لَام حَقِيْقَت কখনও তাত্ত্বিক হাকীকতের ফায়েদা দেয়। (খ) আবার কখনও ঐ হাকীকতের ফায়েদা দেয়, যা তার اَفْرَاد থেকে কোন একটি অনির্দিষ্ট فَرْد এর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। (গ) আবার কখনও ঐ হাকীকতের ফায়েদা দেয়, যা তার সমস্ত اَفْرَاد এর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। এখানে তৃতীয় প্রকারটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ আয়াতটিতে اَلْاِنْسَانُ এর মধ্যে যে লাম রয়েছে, তার দ্বারা হাকীকতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তবে এ হাকীকত দ্বারা বাস্তব হাকীকত এবং মাহিয়ত উদ্দেশ্য নয়। যেমন, উল্লেখিত তিন প্রকারের প্রথম প্রকারে তা উদ্দেশ্য। তদ্রূপ ঐ হাকীকতও উদ্দেশ্য নয়, যা অনির্দিষ্ট কোন فَرْد এর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। যেমনটি দ্বিতীয় প্রকারে হয়ে থাকে বরং ঐ হাকীকত উদ্দেশ্য, যা সমস্ত اَفْرَاد এর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ ইস্তিগরাকের প্রকার ও সংজ্ঞা দাও ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, اِسْتِغْرَاق সাধারণতঃ দু'প্রকার। ১. হাকীকী। ২. উরফী। اِسْتِغْرَاق حَقِيْقِى বলা হয়, শব্দ দ্বারা এমন সব اَفْرَاد উদ্দেশ্য করা,

যেগুলোকে শব্দ আভিধানিকভাবে এবং মূল ব্যবহার অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ । এ বাক্যে غَيْب এবং حَاضِر শব্দদ্বয় যত দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য বস্তু রয়েছে, সবগুলোকে আভিধানিকভাবে এবং মূল ব্যবহার হিসেবে শামিল করেছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত।

وَعُرْفِيٌّ نَحْوُ جَمَعَ الْأَمِيْرُ الصَّاغَةَ اَىْ صَاغَةَ بَلَدِهٖ اَوْ مَمْلَكَتِهٖ وَاِسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ اَشْمَلُ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ لَا رِجَالَ فِى الدَّارِ اِذَا كَانَ فِيْهَا رَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ دُوْنَ لَا رَجُلَ

وَلَا تَنَافِى بَيْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ وَاِفْرَادِ الْاِسْمِ لِاَنَّ الْحَرْفَ اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مُجَرَّدًا عَنْ مَعْنَى الْوَحْدَةِ لِاَنَّهٗ بِمَعْنٰى كُلِّ لِاَنَّهٗ بِمَعْنٰى كُلِّ فَرْدٍ لَهٗ لَامَجْمُوْعِ الْاَفْرَادِ وَلِهٰذَا امْتَنَعَ وَصْفُهٗ بِنَعْتِ الْجَمْعِ ـ

সহজ তরজমা

عُرْفِى (প্রচলিত)। যথা, "শাসক সকল স্বর্ণকারকে একত্রিত করেছেন।" আর এককের اِسْتِغْرَاق ব্যাপকতর হয়। "ঘরে কোন পুরুষ নেই" –এর বিশুদ্ধতার আলোকে। যখন ঘরে একজন পুরুষ কিংবা দু'জন পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে لَارَجُلَ فِى الدَّار এর ব্যতিক্রম। اِسْتِغْرَاق ও اِفْرَادُ الْاِسْم এর মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই।

কারণ, তা وَحْدَتْ এর অর্থ বিলুপ্তকালে اِسْم مُفْرَد এর উপর প্রবিষ্ট হতে পারে। কেননা এর অর্থ প্রত্যেক فَرْد (আলাদাভাবে); সমষ্টিগতভাবে নয়। এজন্যই তার صِفَت বহুবচনের সাথে আনা নিষিদ্ধ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

◉ اِسْتِغْرَاق عُرْفِى বলা হয়, عُرْف হিসাবে শব্দ যে সমস্ত اَفْرَاد কে বুঝায় তাই উদ্দেশ্য করা। যেমন কেউ বলল, جَمَعَ الْاَمِيْرُ الصَّاغَةَ (আমীরে সমস্ত স্বর্ণকারকে সমবেত করেছেন। এখানে اَلصَّاغَة শব্দ দ্বারা গোটা দুনিয়ার স্বর্ণকার উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, শহর অথবা রাজ্যের সমস্ত স্বর্ণকারকে সমবেত করেছেন। কেননা সমাজ এ ধরনের বাক্য দ্বারা এমনটাই বুঝে।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, একবচন ইসমে জিনস, যাতে ইসতিগরাকের অক্ষর রয়েছে ইস্তিগরাকের অক্ষর নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হোক বা অন্য কিছু –

(যেমন নাকিরার উপর নফীর হরফ আসা) অধিক ব্যাপক এবং অনেক أَفْرَاد কে শামিল করে, ঐ দ্বিবচন এবং বহুবচন ইসতেগরাকের তুলনায়, যাতে ইসতেগরাকের হরফ প্রবেশ করেছে। কেননা যে একবচন মধ্যে ইসতেগরাকের হরফ প্রবেশ করে, সেটি তার أَفْرَاد এর প্রত্যেকটি فَرْد কে শামিল করে। আর যে দ্বিবচন শব্দের ইসতেগরাকের অক্ষর প্রবেশ করে সেটি أَفْرَاد এর দুটি فَرْد কে শামিল করে। তবে কোন শব্দ দুটি فَرْد শামিল করলেও একটি فَرْد তার থেকে বের হয়ে যায়। অর্থাৎ ইস্তেগরাক দুটি فَرْد শামিল করে, একটিকে শামিল করে না। এমননিভাবে যে বহুবচন শব্দে ইসতেগরাকের হরফ প্রবেশ করে, সেটি দু এর অধিক فَرْد কে শামিল করে। কিন্তু একবচন-দ্বিবচনকে শামিল করে না। সুতরাং একবচন ইসতেগরাক যেহেতু প্রত্যেক فَرْد কে শামিল করে, কোন فَرْد তার থেকে বাদ পরে না। আর দ্বিবচন ইসতেগরাক হতে একবচন এবং বহুবচন ইসতেগরাক হতে একবচন এবং বহুবচন ইসতেগরাক অপেক্ষা আধিক্য জ্ঞাপক। যেমন– لَارِجَالَ فِى الدَّارِ যখন ঘরে একজন অথবা দু জন পুরুষ থাকবে তখনও বাক্যটির অর্থ ঠিকই থাকবে। কারণ, বাক্যটিতে দু এর অধিক লোক নেই বরং বলা হয়েছে, দু' বা ততধিক; দুয়ের কম লোক থাকা বা না থাকার কথা বলা হয়নি।

অনুরূপভাবে رَجُلَيْنِ فِى الدَّارِ ঘরে একজন পুরুষ থাকলেও বাক্যটি সঠিক হবে। পক্ষান্তরে ঘরে একজন অথবা দুজন থাকা অবস্থায় لَارَجُلَ فِى الدَّارِ বলা সঠিক হবে না বরং যদি একজনও না থাকে তবেই বাক্যটি বলা সঠিক হবে।

এ স্থানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। প্রশ্নটি হল, ইসমে জিনস একবচনের উপর ইসতেগরাকের লাম সংযুক্ত করা অনুচিত। কেননা ইসমে জিনস একবচন, বিধায় একক অর্থ প্রদান করে। আবার এর উপর ইসতেগরাকের হরফ আসার কারণে তা বহুত্বের অর্থ প্রদান করে। এক এবং বহু –এ দুয়ের মাঝে বিরোধ রয়েছে। কেননা কোন শব্দ একই অবস্থায় একক এবং বহু অর্থবোধক হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং একক ইসমে জিন্সের উপর ইস্তেগরাকের হরফ যুক্ত হলে, যেহেতু নিষিদ্ধ বিষয় আবশ্যক হয়, তাই একক ইসমে জিন্সের উপর ইস্তেগরাকের হরফ যুক্ত হওয়া বাতিল। মুসান্নিফ রহ. এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন।

(ক) আমরা এখানে এক এবং বহু এ দুয়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয় তা মানতে রাজি নই। কেননা একবচনের মধ্যে এককের অর্থ দূর করার পর ইস্তিগরাকের হরফ যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ ইসমে জিনস একবচনকে প্রথমে একের অর্থ থেকে খালী করা হয়। তারপর ইসতেগরাকের লাম যুক্ত হয় তার সাথে। যেমন, আমরা দ্বিবচন এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রথমে একবচনের একক অর্থ দূর

করি, তারপরে তাতে দ্বিবচন এবং বহুবচনের চিহ্ন যোগ করি। যেহেতু প্রথমে একবচনের একক অর্থ থেকে একবচনকে খালি করা হয়, এরপর তার মধ্যে ইসতেগরাকের লাম আসে, তাই তাতে একক অর্থ এবং ব্যাপকতা একত্রিত হয় না। কাজেই পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয় একত্রিত হল না। অতএব ইসমে জিনস একবচনের উপর ইসতেগরাকের লাম যুক্ত হওয়াতে কোন বিরোধ রইল না।

প্রশ্ন ঃ লামে ইস্তিগরাকযুক্ত একবচনের সিফাত কি ?

উত্তর ঃ **قَوْلُهُ امْتِنَاعُ وَصْفِهِ بِنَعْتِ الْجَمْعِ الخ ঃ** মুসান্নিফ রহ. এ বাক্য দ্বারা উহ্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, একবচনের উপর ইস্তেগরাকের হরফ যুক্ত হলে একক অর্থ আর থাকে না। তখন এটি একাধিক অর্থ বুঝাবে। এমতাবস্থায় তার যদি সিফাত আনা হয়, তাহলে সে সিফাতটিও বহুবচন আনতে হবে। কেননা মওসূফ-সিফাতের মাঝে সামঞ্জস্য জরুরী। সে মতে উদাহরণ এরূপ হওয়া দরকার ছিল, جَاءَ الرَّجُلُ الْعَالِمُوْنَ কিন্তু নাহুবিদগণ এ ধরনের উদাহরণকে সঠিক বলেন না কেন?

উত্তরঃ নাহুবিদগণ শব্দের কাঠামো ও আকৃতি রক্ষা করার জন্য এ থেকে নিষেধ করেছেন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, একবচন ইসমে জিনসের উপর ইসতেগরাকের হরফ আসার পরও তার মুফরাদের আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। তাই যদি এর সিফাত বহুবচন আনা হয়, তাহলে মওসূফ এবং সিফাতের আকৃতি দু' রকম হয়ে যায়। অতএব মউসুফ এবং সিফাতের আকৃতি এক রকম রাখার জন্য বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা হবে না।

(খ) পূর্বোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয়ত জবাব হচ্ছে, যে মুফরাদের উপর ইসতেগরাকের লাম এসেছে, তা كُلُّ فَرْدٍ এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ তা আলাদাভাবে প্রত্যেক فَرْد বুঝাবে; এক সাথে সকল فَرْد কে বুঝাবে না। যখন তা একটি فَرْد কে বুঝাবে, তখন অন্য فَرْد কে বুঝাবে না। এভাবে পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত ফরদকেই বুঝাবে। আর আমরা জানি, كُلُّ فَرْدٍ এবং একবচন দুটো একই কথা বরং একবচনের বিপরীত হল جَمِيْع فَرْد। অতএব একবচন ও এক অর্থ হওয়ার সাথে সাথে ইসতেগরাকের লাম একত্রিত হতে পারে। এতে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর উপর اِجْتِمَاعِ مُتَنَافِيَيْن এর আপত্তিও আরোপিত হবে না।

وَبِالْإِضَافَةِ لِأَنَّهَا أَخْصَرُ طَرِيقٍ نَحْوُ شِعْرٌ: هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ: أَوْ لِتَضَمُّنِهَا تَعْظِيْمًا لِشَانِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْغَيْرِهِمَا كَقَوْلِكَ عَبْدِيْ حَضَرَ وَعَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ وَعَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِيْ أَوْ تَحْقِيْرًا نَحْوُ وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ -

সহজ তরজমা

প্রশ্ন ঃ مُسْنَد اِلَيْه কে اِضَافَت দ্বারা مَعْرِفَه আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ مُسْنَد اِلَيْه কে اِضَافَت দ্বারা مَعْرِفَه আনার কারণ, এটা হল সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত উপায়। যথা, (কবিতা) "আমার প্রেমিকা ইয়ামনী কাফেলার সাথে সুদূর চলছে।" অথবা مُضَاف اِلَيْه বা مُضَاف কিংবা এতদভিন্ন কোন কিছুর সম্মানার্থে। যথা, আপনার উক্তি– "আমার গোলাম উপস্থিত।" "খলীফার দাস আরোহণ করেছে।" "বাদশার গোলাম আমার নিকটে।" অথবা তিরস্কারের জন্য (مُضَاف বা مُضَاف বা এর ভিন্ন অন্য কিছুর)। যথা, "ক্ষৌরকারের ছেলে উপস্থিত।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَبِالْاِضَافَةِ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে ইযাফতের দ্বারা মারেফা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অপর কোন মারেফার দিকে ইযাফত করে মুসনাদ ইলাইহিকে মারেফা বানানো হয়।

প্রশ্ন ঃ ইযাফত দ্বারা মা'রেফা লওয়ার কারণ এর ব্যাখ্যা কি ?

উত্তর ঃ (১) আর এভাবে ইযাফত করা হয়, মুসনাদ ইলাইহিকে সংক্ষিপ্ত উপায়ে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হলে। কেননা ইযাফতের দ্বারা পুরো বাক্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ এর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, جَنِيْبٌ وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوْثَقٌ

"আমার প্রিয়জন ইয়ামানী কাফেলার সাথে দূরদূরান্তের পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। আর সে مَجْنُوْب অর্থাৎ লোকেরা তার অনুসরণ করছে। এদিকে আমর দেহ মক্কায় আবদ্ধ।"

এ কবিতায় هَوَايَ মুসনাদ ইলাইহি নির্দিষ্ট করা হয়েছে ইযাফতের মাধ্যমে যদি এখানে ইযাফত ব্যবহার না করে ইসমে মওসূল ব্যবহার করা হত এবং বলা হত اَلَّذِيْ يَمِيْلُ اِلَيْهِ قَلْبِيْ বা اَلَّذِيْ اَهْوَاهُ বা مَنْ اَهْوَاهُ তাহলে এত সংক্ষিপ্ত হত না, যতটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে ইযাফতের মাধ্যমে। সুতরাং সংক্ষিপ্ত করার

উদ্দেশ্যই মুসনাইদ ইলাইহিকে ইযাফতের সাথে মারেফা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এ কবিতারও ক্ষেত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপের জন্য সমীচীন। কেননা এখানে প্রেমিক কারাগারে অবস্থান করছে। আর তার প্রিয়জন দূর দূরান্তের যাত্রা করেছে। এমতাবস্থায় প্রেমিকের দুঃখ-ভারাক্রান্ত সময় সীমাবদ্ধ। তার দীর্ঘ বাক্যালাপ করার মত পরিস্থিতি নেই বরং সংক্ষিপ্তভাবে তার মনের কথা প্রকাশ করবে এটাই সাভাবিক।

এ পংক্তিটি শাব্দিকভাবে যদিও খবর কিন্তু অর্থগতভাবে ইন্‌শা। কেননা এ কবিতায় প্রিয়জনের বিচ্ছেদের কারণে হতাশা এবং বিষাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

(খ) قَوْلُهُ اَوْ لِتَضَمُّنِهَا الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে ইযাফতের দ্বারা মারেফা বানোনো হয়– যাতে মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ এবং এ দুটি ভিন্ন অন্য কারো সম্মান বুঝানো যায়।

○ ইযাফত দ্বারা মুযাফ ইলাইহি এর সম্মান বুঝানো হয়েছে, যেমন– عَبْدِىْ حَضَرَ (আমার গোলাম উপস্থিত হয়েছে।) এ উদাহরণে মুযাফ ইলাইহি তথা বক্তার সম্মান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ مُتَكَلِّمْ এমন ব্যক্তি যার নিকট গোলাম রয়েছে। মুযাফের সম্মান বুঝানোর উদাহরণ হচ্ছে, عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ –এ উদাহরণে মুযাফের তথা গোলামের সম্মান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বাদশার গোলাম কোন সাধারণ গোলাম নয়। মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি ভিন্ন অন্য বিষয়ের সম্মান বুঝানোর উদাহরণ হল, عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِىْ । অর্থাৎ مُتَكَلِّمْ এমন সম্মানিত ব্যক্তি যার নিকট বাদশার গোলাম আসা-যাওয়া করে।

قَوْلُهُ: اَوْ لِتَضَمُّنِهَا الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুযাফ ইলাইহিকে ইযাফতের সাথে মারেফা ব্যবহার করা হয়, মুযাফের তুচ্ছতা প্রমাণের জন্য। যেমন, وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ বাক্যে وَلَدٌ মুযাফের তুচ্ছতা বুঝানো উদ্দেশ্য। এই বলে যে, সে ক্ষৌরকারের ছেলে। অথবা মুযাফ ইলাইহের তুচ্ছতার জন্য। যেমন, ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ বাক্যে زَيْدٌ মুযাফ ইলাইহের তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এই বলে যে, সে প্রহৃত হয়েছে।

○ অথবা এ দুটি ছাড়া ভিন্ন কারো তুচ্ছতার জন্য। যেমন, وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ। এ বাক্যে مُسْنَدُ اِلَيْهِ এবং مُضَافُ اِلَيْهِ مُسْنَدُ اِلَيْهِ (কোনটাই নয়) এর তুচ্ছতা প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– সে এতই নিকৃষ্ট লোক যে, ক্ষৌকারের ছেলের সাথে সে চলা ফেরা করে।

أَمَّا تَنْكِيرُهُ فَلِلْإِفْرَادِ نَحْوُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى أَوِ النَّوْعِيَّةِ نَحْوُ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَوِ التَّعْظِيمِ أَوِ التَّحْقِيرِ كَقَوْلِهِ شِعْرٌ : لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ × وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ أَوِالتَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِمْ إِنَّ لَهُ لَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا أَوِ التَّقْلِيلِ نَحْوُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

সহজ তরজমা

مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে نَكِرَه আনা ঃ أَفْرَاد বুঝানোর জন্য। যথা, "এক ব্যক্তি শহরের প্রান্ত হতে দৌড়ে এল।" অথবা প্রকার বুঝাতে। যথা, "এবং তাদের চোখে রয়েছে বিশাল আবরণ।" অথবা উৎকৃষ্টতা কিংবা নিকৃষ্টতা বুঝাতে। যথা কবির শ্লোক- "তার জন্য প্রত্যেক ঐ বস্তু প্রতিবন্ধক যা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে। কিন্তু করুণা প্রার্থীদের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।" অথবা আধিক্যতা বুঝাতে। যথা, তাদের উক্তি- "নিসন্দেহে তার অনেক উট ও অনেক বকরী আছে।" অথবা অল্প বুঝাতে। যথা, "আল্লাহর নূন্যতম সন্তুষ্টিও বিরাট কিছু।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে نَكِرَه আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. মুসনাদ ইলাইহিকে মারেফা নেওয়ার বিভিন্ন সূক্ষ্মতা বর্ণনা করার পর এখান থেকে مُسْنَدُ إِلَيْهِ কে নাকিরারূপে ব্যবহার করার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. ইসমে জিনসের কোন একটি অনির্দিষ্ট فَرْد এর উপর যখন হুকুম দেওয়া ইচ্ছা করা হয়, তখন মুসনাদ ইলাইহিকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়। সে মুসনাদ ইলাইহি একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচনও হতে পারে। যদি নাকিরা ইসমটি একবচন হয়, তাহলে ইসমে জিনসের একটি فَرْد উদ্দেশ্য হবে। দ্বিবচন হলে দুটি فَرْد আর বহুবচন হলে তার একটি দল উদ্দেশ্য হবে। যেমন, وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى। এর আয়াতে رَجُلٌ মুসনাদ ইলাইহি এবং নাকিরা। এখানে পুরুষের একজন সদস্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি এসেছে; দু'ব্যক্তি বা তিন ব্যক্তি আসেনি। আয়াতে رَجُلٌ দ্বারা ফিরআউনের বংশের একজন মুমিন; শহর বলে ফিরআউনের শহর উদ্দেশ্য। জালালাইন গ্রন্থকারের মতে সে শহরের নাম মুনিফ। তবে সে শহরটি এখন আর নেই। অবশ্য এখনও মুনিফ নামে 'জিযা' দেশে একটি প্রসিদ্ধ শহর রয়েছে। সেটি আয়াতে উল্লেখিত শহর নয়।

২. কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে নাকিরার ব্যবহার করা হয় ইসমে জিনসের প্রকার সমূহের কোন এক প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন, وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ এ আয়াতে غِشَاوَةٌ নাকিরা শব্দ দ্বারা এক প্রকার পর্দা উদ্দেশ্য। আর সেটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী দেখার ব্যাপারে অন্ধত্ব।

৩. মুসনাদ ইলাইকে কখনও নাকেরা ব্যবহার করা হয় সম্মান ও বিশালতা বুঝানোর জন্য (৪) আবার কখনও তুচ্ছতা এবং সামান্য বুঝানোর জন্য। যেমন, কবিতা لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ اَمْرٍ يَشِيْنُهُ + وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ

অর্থঃ "তার প্রিয়জনের রয়েছে এক বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সে সব বিষয়ে, যা তাকে দোষী করতে পারে। কিন্তু তার অনুগ্রহ প্রার্থীদের জন্য কোন বাঁধা নেই।" অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তিকে দোষী করতে পারে এমন বিষয়ে বড় প্রতিবন্ধক রয়েছে, যার কারণে ক্রটিযুক্ত বিষয় প্রশংসিত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আর দয়া প্রার্থীর জন্য ছোট বাঁধাই নেই, বড় বাঁধা আসবে কোথেকে? উল্লেখিত পংক্তির প্রথম লাইনে حَاجِب শব্দটি মুসনাদ ইলাইহি নাকিরা। তার তানবীনে তানকীর تَعْظِيْم বা বড়ত্বের জন্য। আর দ্বিতীয় লাইনে حَاجِب শব্দটি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকিরা তবে তানবীনে তানকীর তুচ্ছতা ও সামান্য বুঝানোর জন্য।

(৪) قَوْلُهُ اَوِ التَّكْثِيْرِ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহিকে নাকিরা ব্যবহার করা হয় আধিক্যতা বুঝানোর জন্য। যেমন, আরবদের উক্তি وَاِنَّ لَهُ لَاِبِلًا وَاِنَّ لَهُ لَغَنَمًا "নিশ্চয়ই তার অনেক উট ও মেষপাল রয়েছে।" এ উদাহরণে اِبِلًا এবং غَنَمًا اِنَّ এর ইসম হওয়ায় মুসনাদই ইলাইহি এবং নাকিরা হয়েছে। এ দুটি ইসম এখানে সংখ্যাধিক্য বুঝিয়েছে।

(৫) কখনও মুসনাদ ইলাইহি নাকিরা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ "আল্লাহ তা'আলার সামান্য সন্তুষ্টিই অনেক বড়"। এ উদাহরণে رِضْوَانٌ মুসনাদ ইলাইহি নাকিরাটি স্বল্পতা বুঝানোর জন্য এসেছে।

وَقَدْ جَاءَ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ نَحْوُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ أَيْ ذُوْ عَدَدٍ كَثِيرٍ أَوْ آيَاتٍ عِظَامٍ وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّحْقِيرِ وَالتَّقْلِيلِ نَحْوُ حَصَلَ لِيْ مِنْهُ شَيْءٌ وَمِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِهِ لِلْأَفْرَادِ أَوِ النَّوْعِيَّةِ نَحْوُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَلِلتَّعْظِيمِ نَحْوُ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلِلتَّحْقِيرِ نَحْوُ وَإِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا -

সহজ তরজমা

কখনও সম্মান ও আধিক্যতা বুঝানোর জন্য نَكِرَه আসে। যথা, "তারা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তা নতুন কিছু নয়। কেননা) আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।" অর্থাৎ অনেক নবী-রাসূলকে (প্রত্যাখ্যান করেছে) কিংবা বড় বড় নিদর্শনাদি (প্রত্যাখ্যান করেছে।")

এবং কখনও অল্প ও হেয় বুঝাতে। যথা, "তার কাছ হতে (আমি স্বল্প কিছু পেয়েছি")। তদ্রুপ غَيْر مُسْنَد إِلَيْه এর أَفْرَاد অথবা প্রকার বুঝানোর জন্য। যথা, "আল্লাহ সকল প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।" অথবা সন্মানার্থে। যথা, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে এক বিরাট যুদ্ধের ঘোষণা দাও।" অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিলতা বুঝাতে। যথা, "আমরা তো কেবল দুর্বল ধারণই করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(৬) নাকিরা কখনও تَقْلِيل এবং تَحْقِير এর জন্য আসে। যেমন حَصَلَ لِيْ مِنْهُ شَيْءٌ এ বাক্যে شَيْءٌ নাকিরা تَحْقِير এবং تَقْلِيل এর জন্য এসেছে। تَحْقِير অবস্থায় অর্থ হবে, তার থেকে আমার সামান্য কিছু অর্জিত হয়েছে। আর تَقْلِيل এর অবস্থায় অর্থ হবে, তার থেকে আমার স্বল্প কিছু অর্জিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِهِ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, যেভাবে মুসনাদ ইলাইহিকে অনির্দিষ্ট একটি فَرْد অথবা কোন একটি প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহারের করা হয়, তেমনিভাবে মুসনাদ ইলাইহি ছাড়া অন্য শব্দকেও এ উদ্দেশ্যে নাকিরারূপে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাই ছাড়া অন্য শব্দকে কখনও নাকিরা উল্লেখ করে (১) وَحْدَتْ شَخْصِيَّةْ উদ্দেশ্য করা হয়। (২) আবার কখনও وَحْدَتْ نَوْعِيَّه উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(৩) قَوْلُهُ وَمِنْ تَنْكِيْرِ غَيْرِ لِلتَّعْظِيْمِ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, মুসনাদ ইলাইহি ছাড়া অন্য ইসমকে নাকিরা ব্যবহার করা হয় বিশালতা বুঝানোর জন্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ। এ আয়াতে কারীমায় حَرْب শব্দটি মাজরূর হওয়ায় মুসনাদ ইলাইহি হয়নি। তবে নাকিরা হয়েছে। এর দ্বারা حَرْبٌ عَظِيْمٌ (বিরাট যুদ্ধ) উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে বিরাট এবং ভয়াবহ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও। এ আয়াতে সুদের চরম পরিণতি বর্ণনা করেছে। অবস্থার চাহিদা হচ্ছে, সুদের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং ভীতিপ্রদর্শন করা। তাই حَرْب দ্বারা حَرْبٌ عَظِيْمٌ উদ্দেশ্য নেওয়াই উচিত।

(৪) قَوْلُهُ وَلِلتَّحْقِيْرِ نَحْوُ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, মুসনাদ ইলাইহি ছাড়া অন্য শব্দকে কখনো নাকিরারূপে ব্যবহার করা হয় তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য। যেমন, إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا -এ আয়াতে ظَنًّا শব্দটি مَفْعُوْل مُطْلَق হওয়ায় এটি মুসনাদ ইলাইহি হয়নি, নাকিরা হয়েছে। আর তানবীনে তানকীর তুচ্ছতা অর্থ প্রদান করেছে। কেননা ظَنًّا এর অর্থ হচ্ছে, তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা অর্থাৎ আমরা তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা করছি। কেননা ধারণার মধ্যে প্রবলতা এবং দুর্বলতা উভয়টি হতে পারে। সুতরাং এখানে ظَن মাফউলে মুতলাকটি শুধু তাকীদের জন্য নয় বরং তাকীদের সাথে সাথে প্রকারের অর্থও প্রদান করবে। তাই إِلَّا ظَنًّا দ্বারা ধারণার এক প্রকার বা দুর্বল ধারণা ইসতিছনা করা হয়েছে।

وَاَمَّا وَصْفُهُ فَلِكَوْنِهٖ مُبَيِّنًا لَهُ كَاشِفًا عَنْ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ اَلْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ اِلٰى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ وَنَحْوُهُ فِى الْكَشْفِ قَوْلُهُ شِعْرٌ :

اَلْاَلْمَعِيُّ الَّذِىْ يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ + كَاَنْ قَدْرَاٰى وَقَدْ سَمِعَا

اَوْ مُخَصِّصًا نَحْوُ زَيْدٌ التَّاجِرُ عِنْدَنَا اَوْ مَدْحًا اَوْ ذَمًّا نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ الْعَالِمُ اَوِ الْجَاهِلُ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ قَبْلَ ذِكْرِهٖ اَوْ تَاكِيْدًا نَحْوُ اَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا ـ

সহজ তরজমা

مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর সিফত আনাঃ কেননা সিফাত তার বিবরণদাতা এবং তার অর্থ সুস্পষ্ট কারী। যেমন, তোমার উক্তি– "দৈর্ঘ, প্রস্ত ও গভীর দেহ এমন স্থানের

মুখাপেক্ষী, যা সে বেষ্টন করতে পারে।" এবং মর্ম প্রকাশের বেলায় এর মত (غَيْر مُسْنَد إِلَيْه এরও সিফত আনা হয়) কবির উক্তি– "লোকটি এমন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, যে তোমার সম্পর্কে প্রবল ধারণা রাখে, যেন সে তোমাকে অবশ্যই দেখেছে ও শুনেছে।" অথবা তা বিশেষত্ব বর্ণনা কারী। যথা, "ব্যবসায়ী যায়েদ আমার নিকট রয়েছে।" অথবা দোষ-গুণ প্রকাশার্থে। যথা, "আমার নিকট জ্ঞানী যায়েদ বা মূর্খ যায়েদ এসেছে।" এটা ঐ সময় যখন صِفَت উল্লেখের পূর্বে مَوْصُوْف নির্দিষ্ট হবে। অথবা تَاكِيْد এর জন্য। যথা, "গত কাল মহান দিবস ছিল।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পাঁচ. أَحْوَال مُسْنَد এর تَوَابِع আসাও مُسْنَد إِلَيْه **ঃ قَوْلُهُ وَأَمَّا وَصْفُهُ الخ** এর একটি। মুসান্নিফ রহ. এখানে تَوَابِع এর আলোচনা করেছেন। আর সাধারণতঃ তাবের আলোচনা সিফাত দ্বারাই শুরু হয়। মুসনাদ ইলাইহি সুনির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক। উভয় সূরতেই সিফাত মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা হয়। অর্থাৎ ওসফ সাধারণভাবে أَحْوَال مُسْنَدإِلَيْه এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা মারেফা হোক বা নাকিরা হোক।

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহি এর সিফাত আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ (১) قَوْلُهُ: فَلِكَوْنِهِ الخ ঃ এ বাক্যটি দ্বারা তিনি সিফাত আনার কারণ বর্ণনা করেছেন। যেহেতু মুসান্নিফ রহ. প্রথমেই বলেছেন, এখানে وَصْف দ্বারা মাসদারী অর্থ (সিফাত এবং নাত উল্লেখ করা) উদ্দেশ্য। এ কারণে فَلِكَوْنِهِ এর যমীর এর مَرْجِع হবে وَصْف তবে তা হবে مَصْدَرِى অর্থে। যার সার্মর্ম হচ্ছে, সিফাতকে উল্লেখ করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে সুস্পষ্ট এবং উদঘাটনকারী হিসাবে। যেমন,

اَلْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ + يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ

কবিতার বিশ্লেষণঃ উপরিউক্ত কবিতায় عَمِيْقٌ - عَرِيْضٌ - طَوِيْلٌ এ তিনটি সিফাত দেহের জন্য সিফাতে কাশিফা (বা শরীরের পরিচয় এবং বর্ণনাকারী)। اَلْأَلْمَعِى শব্দের অর্থ, প্রখর মেধাবী এটি মাওসুফ। তৎপরবর্তী اَلَّذِى يَظُنُّ الخ তার সিফাত। যা তার মাউসূফের অর্থকে সুস্পষ্ট করেছে অর্থাৎ প্রখর মেধাবী ব্যক্তি এমন যে, তোমার সম্পর্কে তার ধারণা তোমাকে দেখা ও তোমার সম্পর্কে শোনার মত হয়ে যায়। اَلْأَلْمَعِى তারকীবে বস্তুতঃ মুসনাদ ইলাইহি নয়। তা হয়ত পূর্ববর্তী কবিতা

إِنَّ الَّذِىْ جَمَعَ السَّمَاحَةَ + وَالنَّجْدَ وَ الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى جَمْعًا

এর প্রথম শব্দ إِنَّ এর খবর হিসাবে মারফূ হয়েছে অথবা إِنَّ এর ইসমের সিফাত হিসাবে কিংবা أَعْنِىْ উহ্য ফে'লের মাফউল হিসাবে মানসূব হয়েছে। মোটকথা, الْأَلْمَعِىْ মারফূ হোক অথবা মানসূব হোক তারকীবে মুসনাদ ইলাইহি হয়নি।

(২) قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِ الْوَصْفِ الخ ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি করার জন্য তার সাথে সিফাত যুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাখসীস কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ইলমে বয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে তাখসীস বলা হয়, মুসনাদ ইলাইহি নাকিরা হলে সিফাতের দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের অংশিদার কমিয়ে দেওয়াকে। যেমন, আপনি বললেন, رَجُلٌ تَاجِرٌ عِنْدَنَا (ব্যবসায়ী লোকটি আমাদের নিকটে)। এখানে رَجُلٌ শব্দটি ব্যবসায়ী-অব্যবসায়ী সকল পুরুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পরে ব্যবসায়ী বলার দ্বারা অব্যবসায়ী ব্যক্তি এ رَجُلٌ থেকে বের হয়ে গেছে। অতএব ব্যবসায়ী সিফাতটি পুরুষের অংশিদার কমিয়ে দিল। এ ধরনের অংশিদার কমানোকেই তাখসীস বলা হয়। আর যদি মুসনাদ ইলাইহি মারেফা হয়, তাহলে সিফাতের দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের অস্পষ্টতা দূর করে দেওয়ার নাম তাখসীস। যেমন, যায়েদ নামের দুই ভদ্রলোক আছেন। একজন তাজির বা ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় জন ফকীহ বা ফিকাহ্‌বিদ। অতএব আপনি যখন زَيْدُنِ التَّاجِرُ عِنْدَنَا বললেন, তখন تَاجِر সিফাত যায়েদের فَقِيْه হওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছে এবং যায়েদ কে تَاجِر এর সাথে খাস করে দিয়েছে। মোটকথা, ইলমে বয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে তাখসীসের দুটি فَرْد রয়েছে। ১. تَقْلِيْل إِشْتِرَاك। ২. رَفْع إِحْتِمَال। পক্ষান্তরে নাহ্‌বিদদের মতে তাখসীস শুধুমাত্র নাকিরার মধ্যে অংশিদার কমিয়ে দেওয়ার নাম। আর মারেফার মধ্যে অস্পষ্টতা দূর করাকে বলা হয় তাওযীহ, এটিকে তাখসীস বলে না।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখও মুসনাদ ইলাইহের প্রশংসার জন্য মুসনাদ ইলাইহের সিফাত ব্যবহার করা হয়। যেমন, جَاءَنِىْ زَيْدُنِ الْعَالِمُ (আমার নিকট জ্ঞানী যায়েদ এসেছে।) এখানে عَالِمُ সিফাতটি زَيْدٌ মুসনাদ ইলাইহের প্রশংসার জন্য আনা হয়েছে।

কখনও মসুনাদ ইলাইহের নিন্দাবাদের জন্য মুসনাদ ইলাইহির সিফাত ব্যবহার করা হয়। যেমন, جَاءَنِى زَيْدُنِ الْجَاهِلُ। এতে جَاهِلٌ সিফাতটি যায়েদের নিন্দাবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সিফাত প্রশংসা কিংবা নিন্দার অর্থে তখনই ব্যবহৃত হবে, যখন বাক্যের মওসূফটি তার সিফাত আনার আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকবে। মওসূফ যদি নির্দিষ্ট না থাকে, তাহলে সিফাত তাখসীসের অর্থে হবে; প্রশংসাসূচক কিংবা নিন্দাসূচক হবে না।

কখনও মুসনাদ ইলাইহির তাকিদের জন্য সিফাত আনা হয়। এখানে তাকীদ দ্বারা পারিভাষিক তাকীদ কিংবা অর্থগত তাকীদ উদ্দেশ্য নয় বরং শাব্দিক তাকীদ উদ্দেশ্য। সিফাত তাকীদের জন্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে, মুসনাদ ইলাইহিটি উক্ত সিফাতের অর্থ ধারণ করতে হবে। কেননা মুসনাদ ইলাইহি যখন উক্ত সিফাতের অর্থ ধারণ করবে, তখন মুসনাদ ইলাইহের পর উক্ত সিফাতের উল্লেখ তার জন্য তাকীদ এবং দৃঢ়তার কারণ হবে। যেমন, أَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا (পিছনের দিন গতকাল বড় দিন ছিল।) এখানে أَمْسِ মুবতাদা হওয়ার কারণে মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে। الدَّابِرُ হল তার সিফাত। অর্থ, অতীত। أَمْسِ অর্থও অতীত, গতকাল, বিগত। কাজেই دابر এখানে أَمْسِ এর তাকীদ হবে।

وَأَمَّا تَوْكِيْدُهُ فَلِلتَّقْرِيْرِ أَوْ دَفْعِ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ أَوِ السَّهْوِ أَوْ عَدَمِ الشُّمُوْلِ وَأَمَّا بَيَانُهُ فَلِإِيْضَاحِهِ بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ نَحْوُ قَدِمَ صَدِيْقُكَ خَالِدٌ ـ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ نَحْوُ جَاءَنِيْ أَخُوْكَ زَيْدٌ وَجَاءَنِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ وَسُلِبَ عَمْرٌو ثَوْبُهُ

সহজ তরজমা

مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর تَاكِيْد আনা ঃ দৃঢ়তা আনয়ণের লক্ষ্যে কিংবা রূপক অর্থের সম্ভাব্যতা বিদূরীত করা বা ভ্রান্তির অপনোদন বা অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার অবকাশ দূরীকরণার্থে مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর عَطْف بَيَان আনা হয় তার বিশেষ নামসহ (مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর) ব্যাখ্যা দানের জন্য। যথা, "তোমার বন্ধু খালিদ এসেছে।" مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর بَدَل আনা হয় তাকে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্থ করার লক্ষ্যে। যথা, "তোমার ভাই যায়েদ আমার নিকট এসেছে।" "গোত্র তথা অধিকাংশরা আমার নিকট এসেছে। আমর তথা তার কাপড় ছিনতাই হয়েছে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর تَاكِيْد আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ হুয়. মুসান্নিফ রহ. বলেন, মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হল, তার তাকিদ ব্যবহার করা।

তাকীদ আনার কারণঃ (১) তাকিদ আনা হয় মুসনাদ ইলাইহির অর্থকে শ্রোতার মনে সুনিশ্চিত এবং সন্দেহ মুক্তভাবে প্রমাণ করার জন্য। যেমন, جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ বাক্যে দ্বিতীয় যায়েদ তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। যাতে শ্রোতার মনে সুনিশ্চিতভাবে একথা বসে যায় যে, যায়েদই এসেছে, অন্য কেউ আসেনি। আর এটা তখনই হবে, যখন বক্তা মনে করবে শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহির ব্যাপারে উদাসীন অথবা মুসনাদ ইলাইহির হাকীকী অর্থ সে গ্রহণ করছে না। যেমন-কেউ বলল, جَاءَ أَسَدٌ এরপর বক্তা বুঝতে পারল যে, শ্রোতা أَسَدٌ দ্বারা প্রকৃত সিংহ বুঝছে না বরং সে সিংহ দ্বারা কোন বীর শক্তিশালী মানুষকে বুঝেছে। সুতরাং বক্তা শ্রোতার এ সন্দেহ দূর করার জন্য দ্বিতীয়বার أَسَدٌ শব্দ ব্যবহার করে বলল, جَاءَنِي أَسَدٌ أَسَدٌ। দ্বিতীয়বার أَسَدٌ ব্যবহার করার দ্বারা বুঝা গেল, এখানে أَسَدٌ দ্বারা বীরপুরুষ উদ্দেশ্য নয় বরং সিংহই উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার রহ. এর ইবারত এর মধ্যে مَفْهُوم এর পর مَدْلُول এর উল্লেখ عَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِّ এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা مفهوم দ্বারা হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য। আর مدلول দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দটি যা বুঝায়, চাই তা হাকীকী হোক অথবা রূপক হোক।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও তাকিদ আনা হয় রূপকার্থে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করার জন্য। যেমন, কেউ বলল- قَطَعَ اللِّصَّ الْأَمِيرُ এটি শাব্দিক তাকিদের উদাহরণ। অর্থগতভাবে তাকিদের উদাহরণ হচ্ছে قَطَعَ اللِّصَّ الْأَمِيرُ نَفْسُهُ أَوْ عَيْنُهُ "আমীর স্বয়ং চোরের হাত কেটেছেন।" এখানে الامير মুসনাদ ইলাইহের তাকিত আনা হয়েছে, যাতে শ্রোতা এ ধারণা না করে যে, হাম আমীর কাটেনি বরং তার কোন চাকর কেটেছে।

(৩) **قَوْلُهُ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ السَّهْوِ** ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনো ভুলের সম্ভবনা দূর করার জন্য মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়। অর্থাৎ কখনও শ্রোতা মনে করে বক্তা ভুল করে মুসনাদ ইলাইহি উল্লেখ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মুসনাদ ইলাইহি এটা নয়। শ্রোতার এ ধরনের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য মুসনাদ ইলাইহিকে তাকিদের সাথে বর্ণনা করা হয়। যেমন, جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ আমার কাছে যায়েদই এসেছে। এ উদাহরণে দ্বিতীয় যায়েদকে উল্লেখ না করা হলে শ্রোতা মনে করত যে, অনাগত ব্যক্তি যায়েদ নয় বরং অন্য কেউ। বক্তা যায়েদকে ভুলে উল্লেখ করেছেন। অতএব এ সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য বক্তা যায়েদকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেছেন।

(৪) **قَوْلُهُ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الشُّمُولِ** ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও মুসনাদ ইলাইহের সাথে তাকিদ যুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে সকলে অন্তর্ভুক্ত নেই, এমন ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য। যেমন, جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ

جَاءَنِي الْقَوْمُ أَجْمَعُوْنَ "আমার কাছে গোত্রের সবাই এসেছে।" যদি এখানে كُلُّهُمْ বা أَجْمَعُوْنَ এর তাকিদ উল্লেখ করা না হত এবং শুধু جَاءَنِي الْقَوْمُ বলা হত, তাহলে শ্রোতার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হত যে, মুসনাদ ইলাই অর্থাৎ قَوْم শব্দ তার সমস্ত أَفْرَاد কে শামিল করে নি। বেশীর ভাগ লোক এসেছে; কিছু লোক আসেনি। তবে বক্তা কিছু লোকের ধর্তব্য না রেখে جَاءَنِي الْقَوْمُ বলে দিয়েছেন। অথবা শ্রোতার গোত্রের সব লোকের মাঝে পরস্পর সহোযোগিতা ও হৃদ্যতার কারণে তাদের সকলকে এক দেহের মত ভেবেছেন। একারণে যখন গোত্রের কিছু লোকের আগমন ঘটেছে তখন তিনি সবার প্রতি আগমনের সম্বোধন করে দিয়েছেন। অতএব শ্রোতার এ জাতীয় ধারণা দূর করার জন্য বক্তা মুসনাদ ইলাইহি (الْقَوْم) কে كُلُّهُمْ অথবা أَجْمَعُوْنَ এর তাকিদের সাথে তাকীদ যুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহের জন্য عَطْفِ بَيَان আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ সাত. قَوْلُهُ وَأَمَّا بَيَانُهُ الخ **ঃ** মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা হল, তারপর عَطْف بَيَان আনা মুসনাদ ইলাইহের জন্য তখনই عَطْف بَيَان আনা হয়, যখন উদ্দেশ্য হয় মুসনাদ ইলাইহিকে এমন ইসম দ্বারা পরিচিত করা এবং অন্যের সম্ভাবনা দূর করা, যে ইসম মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস। যেমন, قَدِمَ صَدِيْقُكَ "তোমার বন্ধু খালিদ এসেছে। এ উদাহরণে খালিদের দ্বারা صَدِيْق ইসমকে স্পষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ মনে করুন, শ্রোতার অনেক বন্ধুই রয়েছে। তবে কোন্ বন্ধু এসেছে তা তার জানা নেই। যখন عَطْف بَيَان খালিদকে উল্লেখ করা হল, তখন খালিদ ব্যতীত অন্যের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল এবং কোন বন্ধু আসল, তা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহের এর বদল আনার কারণ কারণ ?

উত্তর ঃ আট. মুসান্নিফ রহ. বলেন, মুসনাদা ইলাইহির একটি অবস্থা হল, তার জন্য কখনও কখনও বদল আনা হয়। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহি مُبْدَل مِنْهُ হয়। অতঃপর তার বদল উল্লেখ করা হয়। (১) এতে উদ্দেশ্য থাকে مُسْنَد إِلَيْه এর সুদৃঢ়তা।

(زِيَادَة শব্দের অর্থ ঃ) শারেহ রহ. বলেন, এখানে زِيَادَة শব্দটি মাসদার এবং حَاصِل بِالْمَصْدَر উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থে (তথা মাসদার অর্থে) زِيَادَة এর এযাফত হয়েছে تَقْرِير এর দিকে। এটি হবে এযাফতে লামিয়া। তখন মাসদারটি তার ফায়েলের দিকে অথবা মাফউলের দিকে মুযাফ হবে। কারণ, زِيَادَة মাসদারটি লাযেম-মুতা'আদ্দী উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। সূতরাং

লাযেম অবস্থায় زَيَادَ মাসদারটি ফায়েলের দিকে এযাফতকালে অর্থ হবে, মুসনাদ ইলাইহির অতিরিক্ত দৃঢ়তার জন্য কখনও مُسْنَدْ إِلَيْهِ এর بَدَل আনা হয়। আর مُتَعَدِّي অবস্থায় مَفْعُوْل এর দিকে এযাফতকালে অর্থ হবে, মুতাকাল্লিম যেন তার বক্তব্যকে আরও বেশি সুদৃঢ় করে। এ লক্ষ্যে مُسْنَدْ إِلَيْهِ এর بَدَل আনা হয়

প্রশ্ন ঃ বদল কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ বস্তুত ঃ বদল চার প্রকার। যথা–

(১) بَدَلُ الْكُلِّ তথা যার সত্তা দ্বারা হুবহু مُبْدَل مِنْهُ বা مَتْبُوْع উদ্দেশ্য হয়। যেমন, جَاءَنِي أَخُوْكَ زَيْدٌ–এখানে পুনরাবৃত্তির দ্বারা مُبْدَل مِنْهُ তথা مُسْنَدْ إِلَيْهِ এর দৃঢ়তা অর্জিত হয়েছে।

(২) بَدَلُ الْبَعْضِ এমন বদল, যা مُبْدَل مِنْهُ এর অংশবিশেষ হয়। যেমন, جَاءَنِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ –আমার কাছে গোত্রের অধিকাংশ লোক এসেছে।

(৩) بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ এমন বদল, যা مُبْدَل مِنْهُ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু বুঝায় অথবা যাতে مُبْدَل مِنْهُ এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, مُبْدَل مِنْهُ টি সংক্ষেপে বদলের প্রতি ইংগিত করে এবং তার দাবী করে। যেমন, سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ আমর তথা তার কাপড় ছিনতাই হয়েছে।

(৪) بَدَلُ الْغَلَطِ এমন বদল, যা ভুলের পর সংশোধনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন, جَاءَ زَيْدٌ حِمَارُهُ (যায়েদ তথা তার গাধা এসেছে।) বস্তুতঃ এ প্রকারের বদল ফসীহ বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। বিধায় মুহতারাম গ্রন্থকার بَدَلُ الْغَلَطِ এর উদাহরণ দেননি।

وَاَمَّا الْعَطْفُ فَلِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعَ اِخْتِصَارٍ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو اَوِ الْمُسْنَدِ كَذَالِكَ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو اَوْ ثُمَّ عَمْرٌو اَوْ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ اَوْرَدِّ السَّامِعِ اِلَى الصَّوَابِ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ لَاعَمْرٌوا اَوْ صَرْفِ الْحُكْمِ اِلٰى اٰخَرَ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌوا اَوْ مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو . اَوْ لِلشَّكِّ اَوْ التَّشْكِيْكِ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو . وَاَمَّا الْفَصْلُ فَلِتَخْصِيْصِهٖ بِالْمُسْنَدِ

সহজ তরজমা

مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর উপর عَطْف করাঃ সংক্ষেপণের সাথে مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে। যথা, "আমার নিকট যায়েদ ও আমর এসেছে।" অথবা مُسْنَدْ এর ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে অনুরূপভাবে। যথা, "আমার নিকট যায়েদ এসেছে এরপর আমর।" কিংবা গোত্র আমার নিকট এসেছে এমনকি খালিদও"। অথবা শ্রোতাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার লক্ষ্যে। যথা, "আমার নিকট যায়েদ এসেছে আমর নয়।" অথবা حُكْم কে অন্য দিকে ফিরানোর লক্ষ্যে। যথা, "আমার নিকট যায়েদ এসেছে না বরং আমর কিংবা যায়েদ আমার নিকট আসেনি বরং আমর আসেনি।" অথবা সন্দেহ প্রকাশ ও সংশয়ে ফেলার লক্ষ্যে। যথা, "আমার নিকট যায়েদ কিংবা আমর এসেছে।" মুসনাদের সাথে নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর পরে ضَمِيْر فَصْل আনা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর উপর عَطْف করার কারণ কি ?

উত্তর ঃ নয়. মুসনাদ ইলাইহির একটি অবস্থা হল, আত্‌ফ। অর্থাৎ কোন কিছুকে مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর উপর আত্‌ফ করা। যাতে বাক্যে সংক্ষেপে মুসনদ ইলাইহির ব্যাখ্যা হয়ে যায়। মোটকথা, مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর উপর আত্‌ফ করার ইঙ্গিত দুটি। (১) مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর ব্যাখ্যা দান। (২) বাক্যে সংক্ষেপণ। যেমন, جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو এতে ফায়েল তথা مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। সেটি যায়েদ-আমর দুজনই। এতে ফেল তথা মুসনাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন ইংগিত নেই। অর্থাৎ তারা একত্রে এসেছে নাকি ক্রমান্বয়ে অবিলম্বে না বিলম্বে এসেছে। কিছুই বলা হয়নি। (৩) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও সংক্ষেপে মুসনাদের

ব্যাখ্যার জন্য مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর আত্ফ করা হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুটি مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর মধ্যে থেকে কোন একটি দ্বারা প্রথমে مُسْنَدٌ সংঘটিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বিলম্বে অথবা অবিলম্বে তারপরে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. كَذَالِكَ তথা "সংক্ষেপে" শর্ত দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ অথবা بَعْدَهُ بِشَهْرٍ ইত্যাদি উদাহরণগুলো বর্জন করেছেন। "আমার কাছে যায়েদ এসেছে। তার একদিন পরে বা এক বছর পরে বা একমাস পরে আমর এসছে।" এ উদাহরণে তো এভাবে مُسْنَدٌ এর ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে, মুসনাদ তথা "আগমন" ক্রিয়াটি প্রথমে যায়েদ দ্বারা, তার একদিন বা এক বছর বা একমাস পরে আমর দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে। কিন্তু بَعْدَهُ بِيَوْمٍ বা بَعْدَهُ بِسَنَةٍ বা بَعْدَهُ بِشَهْرٍ আনার কারণে বাক্যটি সংক্ষিপ্ত হয়নি; প্রলম্বিত হয়ে গেছে। আর তাই كَذَالِكَ তথা "অনুরূপ সংক্ষেপে" শর্ত দ্বারা এ জাতীয় উদাহরণ বের হয়ে গেছে। অবশ্য আমেল একাধিক না হওয়ার কারণে এতে সংক্ষেপে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর ব্যাখ্যা হয়েছে বটে; কিন্তু তা উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা, কখনও কখনও সংক্ষেপে مُسْنَدٌ এর ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্যে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর উপর আত্ফ করা হয়। যেমন, جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو অথবা جَاءَنِىْ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌو অথবা جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ (আমরের কাছে যায়েদ এসেছে অতঃপর আমর অথবা আমার কাছে কওম এসেছে এমনকি খালেদও।) এ তিনটি অব্যয় তথা فَا ـ ثُمَّ ـ حَتّٰى সব কটিই মুসনাদের ব্যাখ্যায় অংশীদার অর্থাৎ প্রত্যেকটি অব্যয়ই বুঝাচ্ছে, এখানে মুসনাদটি তথা আগমন ক্রিয়াটি প্রথমতঃ مَعْطُوْف عَلَيْهِ তথা যায়েদ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ مَعْطُوْف তথা আমর বা খালেদ দ্বারা বাস্তাবায়িত হয়েছে। তবে পার্থক্য হল, ফা অব্যয়টি অবিলম্বে পরে হওয়া বুঝায় অর্থাৎ ফায়ের পূর্ববর্তী مُسْنَدٌ إِلَيْهِ দ্বারা প্রথমে আর فَا এর পরবর্তী مُسْنَدٌ إِلَيْهِ দ্বারা অতঃপর তৎক্ষণাত ফেলটি সংঘটিত হয়েছে। অদ্রূপ ثُمَّ বিলম্বে হওয়া বুঝায় অর্থাৎ ثُمَّ এর পূর্ববর্তী مُسْنَدٌ إِلَيْهِ দ্বারা প্রথমে এবং পরবর্তী مُسْنَدٌ إِلَيْهِ দ্বারা তার কিছুক্ষণ পরে ফেলটি সংঘটিত হয়েছে বুঝায়। সুতরাং ফেলটি পুনঃসংঘটিত হওয়ার কারণে مُسْنَدٌ এর ব্যাখ্যা হয়ে গেল এবং তজ্জন্য কালামও দীর্ঘায়িত হয়নি।

(৪) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কদাচিৎ শ্রোতাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়ার জন্যও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর উপর আত্ফ করা হয়। অর্থাৎ শ্রোতা مَحْكُوْمٌ بِهِ সম্পর্কে যে ভুলের শিকার হয়েছে, তা হতে উদ্ধার করে সঠিক বিষয়ের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্যও কখনও কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এর উপর আত্ফ করা হয়। যেমন,

جَاءَنِىْ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو বাক্যটি এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে মনে করে– বক্তার নিকট আমর এসেছে; যায়েদ নয়। কিংবা যে ব্যক্তি মনে করে, বক্তার নিকট যায়েদ-আমর উভয়ই এসছে

(৫) মুসান্নিফ রহ. বলেন, অনেক সময় কোন হুকুম ও مَحْكُوْم بِهِ কে একটি مَحْكُوْم عَلَيْهِ বা مُسْنَد اِلَيْهِ থেকে আরেকটি مَحْكُوْم عَلَيْهِ বা مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর স্থানান্তরিত করার লক্ষ্যে مُسْنَد اِلَيْهِ এর উপর আতফ করা হয়। এ আত্ফটি হয় بَلْ শব্দ যোগে। যেমন, جَاءَنِىْ زَيْدٌ عَمْرٌو –আমার কাছে যায়েদ এসেছে; না, বরং আমর এসেছে। তদ্রূপ مَاجَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو –আমার যায়েদ আসেনি; বরং আমার আসেনি। কেননা بَلْ শব্দটি মাতবূ থেকে বিমুখতা বুঝানো এবং হুকুমকে তাবের দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ بَلْ শব্দ দ্বারা مَتْبُوْع এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ থেকে বিমুখ হয়ে হুকুমটি তাবের দিকে স্থানান্তরিত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

(৬) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَد اِلَيْهِ এর উপর "اَوْ" শব্দযোগে আত্ফ করা হয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে কখনও বক্তার সন্দেহের বিবরণ দেওয়া অর্থাৎ একথা বুঝানো যে, মূল হুকুমের ব্যাপারে বক্তা সন্দিহান।

(৭) আবার কখনও বক্তা স্বয়ং সন্দিহান হয় না বটে। কিন্তু শ্রোতাকে সন্দিহান করার জন্য এভাবে আত্ফ করা হয়। যেমন, جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو (আমার কাছে যায়েদ বা আমর এসেছে।)

(৮) অনুরূপভাবে مُسْنَد اِلَيْهِ কে স্বাধীনতা দান কিংবা (৯) বৈধতা দানের জন্যও এভাবে আত্ফ করুক। যেমন, لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو –ঘরে যায়েদ কিংবা আমর প্রবেশ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ مُسْنَد اِلَيْهِ এর উপর যমীর ফছল আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ ১. মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُسْنَد اِلَيْهِ এর পরে যমীরে ফসল আনা হয়, যাতে مُسْنَد اِلَيْهِ কে মুসনাদের সাথে খাস বা বিশেষিত করা যায় অর্থাৎ মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহির উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য এরূপ যমীরে ফসল আনা হয়। সুতরাং زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ এর অর্থ হচ্ছে, কেবল যায়েদই দণ্ডায়মান। অর্থাৎ দাঁড়ানো বা কিয়াম যায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে ছাড়া অন্য কারও দিকে দাঁড়ানো স্থানান্তরিত হয়নি।

وَاَمَّا تَقْدِيْمُهٗ فَلِكَوْنِ ذِكْرِهٖ اَهَمَّ اِمَّا لِاَنَّهُ الْاَصْلُ وَلَا مُقْتَضِى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ وَاِمَّا لِيَتَمَكَّنَ الْخَبَرُ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ لِاَنَّ فِى الْمُبْتَدَأِ تَشْوِيْقًا اِلَيْهِ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ : وَالَّذِىْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ × حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ وَاِمَّا لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ اَوِالْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاؤُلِ اَوِ التَّطَيُّرِ نَحْوُ سَعْدٌ فِىْ دَارِكَ وَ السَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ وَاِمَّا لِاِيْهَامِ اَنَّهُ لَايَزُوْلُ عَنِ الْخَاطِرِ اَوْ اَنَّهُ يُسْتَلَذُّ بِهٖ وَاِمَّا لِنَحْوِ ذٰلِكَ ۔

সহজ তরজমা

مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে مُقَدَّم করা : কেননা তাকে উল্লেখ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ত এজন্য যে, তা-ই আসল এবং তা হতে প্রত্যাবর্তনের কোন কারণ নেই। অথবা خَبَر টি শ্রোতার মনে বসিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। কেননা مُبْتَدَاء টি তো خَبَر এর প্রতি অনুপ্রেরণা রয়েছে। যেমন কবির উক্তি– وَالَّذِى حَارت ... الخ অথবা হয়ত শুভ হওয়ায় তড়িৎ আনন্দিত হওয়ার কথা প্রকাশার্থে অথবা অশুভ হওয়ায় তড়িৎ ভর্ৎসনা করার জন্য। যথা, "পুণ্যবান তোমার ঘরে" বা "খুনী তোমার বন্ধুর ঘরে।" অথবা হয়ত মত হতে পৃথক না হওয়ার প্রতি ইংগিত করার লক্ষ্যে। অথবা এ জাতীয় অন্যান্য কারণে।

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

প্রশ্ন : مُسْنَدُ اِلَيْه কে مُقَدَّم করার কারণ কি ?

উত্তর : এগার. মুসনাদ ইলাইহির একটি অবস্থা হল, কখনও কখনও مُسْنَد اِلَيْه কে আগে আনা হয়। (১) কারণ, তার উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথমে আসে। কাজেই মুসনাদ ইলাইহিও প্রথমে উল্লেখ হবে। মুসনাদ ইলাইহি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার মর্ম হচ্ছে, কালামের (বাক্যের) অন্যান্য অংশ অপেক্ষা مُسْنَد اِلَيْه কে উল্লেখ করার প্রতি লক্ষ্য বেশি থাকে।

مُسْنَدُ اِلَيْه কে প্রথমে আনা একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যথা–

ক. مُسْنَدُ اِلَيْه আসল এবং অগ্রগণ্য। কারণ, তা অর্থগতভাবে মাহকূম আলাইহি হয় অর্থাৎ এর উপর হুকুম লাগানো হয়। আর যার উপরে কোন হুকুম লাগানো হয়, তার জন্য মানসিকভাবে হুকুমের আগে অস্তিত্ব লাভ করা জরুরী।

খ. মুসান্নিফ রহ. বলেন, আসল এবং অগ্রগণ্য হওয়ার কারণে مُسْنَدُ اِلَيْه কে তখনই আগে আনা হবে, যখন এ নীতি থেকে সরে আসার কোন দলীল না

থাকে। কারণ, যদি তাকে আগে না আনার পক্ষে কোন দলীল থাকে (বরং পরে আনার দাবী করে) তাহলে এমতাবস্থায় مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে পরে আনা হবে। (২) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আগে আনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন, বক্তা যদি শ্রোতার মনে খবরটি বদ্ধমূল করে দিতে চায়, তখনও মুসনাদ ইলাইহিকে আগে আনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ, مُسْنَدُ اِلَيْهِ জানার পরে শ্রোতার মনে খবরটি শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। আর স্বভাবতই দীর্ঘ প্রত্যাশীত ও আকাঙ্খিত জিনিসটি পেলে মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কাজেই مُسْنَدُ اِلَيْهِ এর আসন্ন খবরটিও শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আগে আনার ফলে খবরটি শোনার প্রতি তখনই তীব্র আকাঙ্খা হবে, যখন مُسْنَدُ اِلَيْهِ এর সাথে আগ্রহ সৃষ্টিকারী কোন সিফাত বা সিলাহ থাকবে। যেমন, জনৈক কবি বলেন-

وَالَّذِىْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ + حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ

"যার ব্যাপারে সৃষ্টিজগত বিস্ময়াভিভূত ও দ্বিধাবিভক্ত, তা এমন প্রাণী, যা সৃষ্টি হয়েছে জড়পদার্থ থেকে।" অর্থাৎ দৈহিক পুনরুত্থান এবং বিগলিত হাড়-মাংস থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হওয়া ও হাশর মাঠে সমবেত হওয়া নিয়ে মানুষ খুবই চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্থ-সন্দিহান। কেউ কেউ বলে, দৈহিক পুনরুত্থান হবে; আত্মিক পুনরুত্থান হবে না। বস্তুতঃ দেহ-আত্মা উভয়েরই পুনরুত্থান হবে।

(৩) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আনা গুরুত্বপূর্ণ হয় শ্রোতাকে দ্রুত সংবাদ দেওয়ার জন্য। যাতে সে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। যেমন- বক্তা বলল, سَعْدٌ فِى دَارِكَ (সৌভাগ্যশীল তোমার গৃহে)। বস্তুতঃ سَعْد একটি নাম। কিন্তু এর অর্থ সৌভাগ্যশীল। সুতরাং سَعْد বলা মাত্রই শ্রোতা শুভ লক্ষণ নিবে এবং সে আনন্দে অভিভূত হবে। অতএব এখানে مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আগে আনা হয়েছে। কারণ, দ্রুত সুসংবাদ দেওয়ার জন্য مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে প্রথমে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আগে আনা গুরুত্বপূর্ণ হয়, যাতে শ্রোতাকে দ্রুত বিষণ্ন ও চিন্তিত করা যায়। যেমন, কেউ বললেন, اَلسَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ -খুনী তোমার বন্ধুর ঘরে। سَفَّاحٌ বলা হয় খুনীকে। সুতরাং এ শব্দ শোনা মাত্রই শ্রোতা ব্যথিত ও মর্মাহত হবে এবং কুলক্ষণ নিবে।

(৫) মুসান্নিফ রহ. বলেন, কখনও مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে আগে আনা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, বক্তা যেন শ্রোতা জানিয়ে দিতে পারে, مُسْنَدُ اِلَيْهِ টি আমার একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয়, যা কখনও আমার অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। আবার

কখনও مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি বক্তার কাছে প্রিয় হওয়ার কারণে তার আলোচনায় সে স্বাদ পায় -একথা জানানোর জন্য مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে আগে আনা গুরুত্বপূর্ণ হয়। যেমন, اَلْحَبِيْبُ جَاءَ তথা বন্ধু এসেছে।

(৬) কখনও مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে আগে আনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে তাকে মুকাদ্দাম করা হয়। যেমন, অনেক সময় مُسْنَد اِلَيْهِ কে আগে না আনা হলে শ্রোতার মনে সূচনাতে مَحْكُوْم عَلَيْهِ ভিন্ন অন্য জিনিস এসে যায়। সুতরাং বক্তা যদি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ পরে নিয়ে قَائِمٌ زَيْدٌ বলে, তাহলে সূচনাতে শ্রোতা মনে করবে- যায়েদ ব্যতীত অন্য কেউ দণ্ডায়মান। অতএব শ্রোতাকে এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যও مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কে আগে আনা হয়।

قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَقَدْ يُقَدَّمُ لِيُفِيْدَ تَخْصِيْصَهُ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ اِنْ وَلِيَ حَرْفَ النَّفْيِ نَحْوُ مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا اَيْ لَمْ اَقُلْهُ مَعَ اَنَّهُ مَقُوْلٌ لِغَيْرِيْ وَلِهٰذَا لَمْ يَصِحَّ مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِيْ وَلَا مَا اَنَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَوْلَا مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا -

وَالَّافَقَدْ يَاْتِيْ لِلتَّخْصِيْصِ رَدًّا عَلٰى مَنْ زَعَمَ اِنْفِرَادَ غَيْرِهٖ بِهٖ اَوْ مُشَارَكَتَهُ فِيْهِ نَحْوُ اَنَا سَعَيْتُ فِيْ حَاجَتِكَ وَيُؤَكَّدُ عَلَى الْاَوَّلِ بِنَحْوِ لَاغَيْرِيْ وَعَلَى الثَّانِيْ بِنَحْوِ وَحْدِيْ -

সহজ তরজমা

আব্দুল কাহির জুরজানী রহ. বলেন, কখনও مُسْنَد اِلَيْه এজন্য مُقَدَّم করা হয়, যাতে তাকে خَبَر فِعْلِي এর সাথে تَخْصِيْص করা যায়। যদি حَرْف نَفِي তার সাথে মিলিত হয়। যথা, "আমি তো এটা বলিনি এবং অন্য কেউও নয়" উক্তিটি বিশুদ্ধ নয়। "আমি তো কাউকে দেখিনি" ও শুদ্ধ নয়। তদ্রুপ "আমি তো যায়েদ ছাড়া কাউকে প্রহার করিনি"-ও অশুদ্ধ।

অন্যথায় কেবল مُسْنَد اِلَيْه ভিন্ন হতেই خَبَر فِعْلِي সংঘটিত হওয়ার অনুমানকারীর প্রত্যাখ্যান হিসেবে নির্দিষ্ট (تَخْصِيْص) এর জন্য কখনও تَقْدِيْم হয়ে থাকে। কিংবা যে خَبَر فِعْلِي তে অংশীদারিত্বের দাবিকারী (তাকেও প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে تَقْدِيْم তাখসীস বুঝায়) যথা, "আমি তোমার প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করেছি।" প্রথম সুরতে لَاغَيْرِيْ (আমার ভিন্ন নয়) এর মত تَاكِيْد আনা যাবে। এবং দ্বিতীয় সুরতে وَحْدِيْ (একাই) এর মত تَاكِيْد আনা যাবে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ আব্দুল কাহের রহ. এর মতে মুসনাদ ইলাইহিকে আগে আনা হয় কেন?

উত্তর ঃ আব্দুল কাহের রহ. বলেন, কখনও خَبَر فِعْلِى এর সাথে مُسْنَد اِلَيْهِ এর খাস ও সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রতি ইংগিত করার জন্য মুসনাদ ইলাইহিকে আগে আনা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে। (১) মুসনাদ ইলাইহির খবরটি ফে'ল হবে এবং তাতে উহ্য যমীরটি ফিরবে ঐ مُسْنَد اِلَيْهِ এর দিকে। (২) مُسْنَدالَيْهِ টি حَرْف نَفِى এর সাথে মিলিত হবে অর্থাৎ حَرْف نَفِى এর পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে مُسْنَد اِلَيْهِ টি আসবে। এ দ্বিতীয় শর্ত দ্বারা আরও জানা গেল যে, উক্ত তাকদীমটি مُسْنَد اِلَيْهِ এর خَبَرفِعْلِى বা ক্রিয়াবাচক খবরটি না-বাচকরূপে খাস বুঝাবে; হাঁ-বাচকরূপে নয়। কাজেই মূল পাঠে خَبَر فِعْلِى এর পূর্বে একটি মুযাফ উহ্য ধরে বলতে হবে– بِنَفْىِ الْخَبَرِ الْفِعْلِى তখন অর্থ হবে, مُسْنَدالَيْهِ কে প্রথমে আনার দ্বারা مُسْنَدالَيْهِ এর ক্রিয়াবাচক খবরটি না-বাচকরূপে খাস ও সীমাবদ্ধ হওয়ার ফায়দা দেয়।

মুসান্নিফ রহ. স্বীয় উক্তি وَقَدْيُقَدَّمُ الْمُسْنَدُاِلَيْهِ لِيُفِيْدَ تَخْصِيْصَهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন– مُسْنَدالَيْهِ আগে আনার দ্বারা যেহেতু তাখসীসের উপকারীতা পাওয়া যায় এবং উল্লেখিত হুকুমটি উল্লেখিত مُسْنَدالَيْهِ তথা বক্তা থেকে অস্বীকার এবং অন্যের জন্য প্রমাণিত হওয়া বুঝায়, সেহেতু مَا اَنَاقُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِى এ জাতীয় উক্তি করা সহীহ নয়। কারণ, তাখসীস ও সীমাবদ্ধতার দরুণ مَااَنَا قُلْتُ هٰذَا (জাতীয়) বাক্যের আবশ্যকীয় মর্মার্থ হল, এ উক্তির প্রবক্তা বক্তা ছাড়া অন্য কেউ সাব্যস্থ হবে। কেননা বক্তাকে এ উক্তির প্রবক্তা বলে স্বীকার করা হয়নি। তাই আবশ্যকীয় রূপে অন্য কেউ এর প্রবক্তা সাব্যস্থ হবে। আবার لَاغَيْرِى এর মা'নায়ে মুতাবেকী বা অনুগামী মর্ম হল, এ উক্তির প্রবক্তা মুতাকাল্লিম ছাড়া অন্য কেউ নয়। কেননা لَاغَيْرِى অর্থ হল, আমি ছাড়া কেউ বলেনি। সুতরাং উল্লেখিত উক্তিটিতে দুটি বিপরীত বিষয় একত্রিত হয়ে গেল। আর দুটি বিপরীত বিষয়ের সহাবস্থান অসম্ভব বলে এ উক্তিটি বিশুদ্ধ নয় বরং বাতিল। তদ্রূপ مَااَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا বলাও শুদ্ধ নয়। কারণ, এ উক্তির মর্মার্থ হল, বক্তা ছাড়া অন্য কেউ সকল মানুষকে দেখেছে। অথচ একথাটিও বাতিল এবং অসম্ভব। কেননা এ উক্তিটিতে বক্তার জন্য মাফউলকে দর্শন আমভাবে নফী (অস্বীকার) করা হয়েছে। অর্থাৎ বক্তা বলেছে– আমিই কাউকে দেখিনি। কাজেই বিধিমতে مِنَ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ দ্বারা অন্যের জন্য আমভাবে মাফউলকে দর্শন

সাব্যস্থ করা জরুরী হবে। যেন এ অস্বীকৃতির সাথে বক্তাকে খাস করা প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا উক্তি করাও শুদ্ধ নয়। কারণ, তখন বক্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য যায়েদ ব্যতীত দুনিয়ার সকলকে প্রহার করার সন্দেহ সৃষ্টি হবে। অথচ তা অসম্ভব। কেননা এখানে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টি আম উহ্য। কাজেই পরোক্ষ বাক্য দাঁড়াবে, مَا اَنَا ضَرَبْتُ اَحَدًا اِلَّا زَيْدًا আর পূর্বেই বলেছি, مُسْنَدْ اِلَيْهِ বা বক্তা থেকে যে বিষয় হসর বা সীমাবদ্ধরূপে অস্বীকার করা হবে, তা অন্যের জন্য অনুরূপভাবে সাব্যস্থ হওয়াও আবশ্যক। যেন সীমাবদ্ধতার অর্থ বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং যদি আমভাবে বক্তার জন্য বিষয়টি অস্বীকার করা হয়, তবে অন্যর জন্য আমভাবেই প্রমাণিত হবে; যদি খাসভাবে অস্বীকার করা হয়, তবে অন্যের জন্যও খাসভাবে সাব্যস্থ হবে। আর উপরিউক্ত উদাহরণে যেহেতু বক্তার জন্য প্রহারকে আমভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আমি যায়েদ ছাড়া কাউকে প্রহার করিনি। তাই অন্যের জন্য প্রহার করা সাব্যস্থও হবে আমভাবে। মর্মার্থ হবে, বক্তা ছাড়া অপর কেউ যায়েদ ব্যতীত সকলকে প্রহার করেছে। অথচ এটি অসম্ভব। ব্যাখ্যাতা আরও বলেন, এ স্থানে আমি মুতাওয়ালে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছি। ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পারেন।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُسْنَدْ اِلَيْهِ হরফে নফীর সাথে মিলিত না হলে تَقْدِيْم তথা مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর অগ্রবর্তীতা (১) কখনও তাখসীসের জন্য হয়, (২) কখন হুকুমকে সুদৃঢ় করার জন্য হয়। তাখসীসের জন্য এসেছে যেমন, اَنْتَ مَا سَعَيْتَ فِىْ حَاجَتِىْ –তুমিই আমার প্রয়োজনে চেষ্টা করনি। সুতরাং এখানে مُسْنَدْ اِلَيْهِ কে চেষ্টা না করার সাথে খাস করা অর্থাৎ مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর থেকে চেষ্টার অস্বীকৃতি এবং غَيْرِ مُسْنَدْ اِلَيْهِ বা অন্যের জন্য তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। মোটকথা, এ উদাহরণে সে ভাবেই تَقْدِيْم مُسْنَدْ اِلَيْهِ তাখসীস বুঝায়, যেভাবে مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا এর মধ্যে তাকদীমটি তাখসীস বুঝায়।

মুসনাদ ইলাইহি হরফে নফীর সাথে মিলিত না হওয়ার পদ্ধতি দুটি। (১) বাক্যে প্রথম থেকেই কোন হরফে নফী নেই। (২) হরফে নফী (না-বাচক অক্ষর) আছে ঠিক। কিন্তু তা مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর পরে এসেছে।

وَقَدْ يَأْتِى لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ نَحْوُ هُوَ يُعْطِى الْجَزِيْلَ وَكَذَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا نَحْوُ اَنْتَ لَا تَكْذِبُ فَاِنَّهُ اَشَدُّ لِنَفْىِ الْكِذْبِ مِنْ لَا تَكْذِبُ وَكَذَا مِنْ لَا تَكْذِبُ اَنْتَ لِاَنَّهُ لِتَاكِيْدِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ لَا الْحُكْمِ وَاِنْ بُنِىَ الْفِعْلُ عَلٰى مُنَكَّرٍ اَفَادَ تَخْصِيْصَ الْجِنْسِ اَوِ الْوَاحِدِ بِهِ نَحْوُ رَجُلٌ جَاءَنِىْ اَىْ لَا اِمْرَاَةٌ اَوْلَا رَجُلَانِ ـ

সহজ তরজমা

কখনও তা (مُسْنَد اِلَيْه) حُكْم কে দৃঢ় করার লক্ষ্যে এসে থাকে। যথা, "সেই অধিক দান করে"। অনুরূপভাবে যখন فِعْل নেতিবাচক হবে। যথা, "তুমি মিথ্যা বলবে না"। কেননা لَاتَكْذِبُ "তুমি মিথ্যা বল না" হতে মিথ্যার অধিকতর নিষেধাজ্ঞা বুঝাচ্ছে। তদ্রুপভাবে لَاتَكْذِبُ اَنْتَ হতেও। مَحْكُوْم عَلَيْه এর تَاكِيْد এর জন্য এমন করা হয়েছে, حُكْم এর (تَاكِيْد) জন্য নয়। এবং فِعْل যদি نَكِرَه এর উপর নির্ভরশীল হয়, তবে جِنْس বা وَاحِد এর জন্য নির্দিষ্ট (تَخْصِيْص) হবে। যথা, "আমার নিকট একজন লোকই এসেছে। মহিলা কিংবা দু'জন লোক নয়।"

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

(২) মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُسْنَدْاِلَيْه হরফে নফীর সাথে মিলিত না হলে কখনও কখনও শ্রোতার মনে হুকুমকে সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল করার জন্য مُسْنَدْاِلَيْه কে আগে আনা হয়; তাখসীসের জন্য নয়। যেমন, هُوَ يُعْطِىْ الْجَزِيْلَ – সে-ই প্রচুর দান করে। এখানে اِعْطَا ، جَزِيْل তথা প্রচুর দানকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, অনুরূপভাবে যখন ফে'লটি না-বাচক হবে অর্থাৎ হরফে নফী যখন مُسْنَدْاِلَيْه এর পরে আসে, তখন مُسْنَدْاِلَيْه এর প্রথমোল্লেখ (১) কখনও তাখসীসের লক্ষ্যে হয়, (২) কখনও হুকুমকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে হয়। তাখসীসের জন্য এসেছে যেমন, اَنْتَ مَاسَعَيْتَ فِىْ حَاجَتِىْ –তুমিই আমার প্রয়োজনে চেষ্টা করনি। সুতরাং এখানে مُسْنَد اِلَيْه কে চেষ্টা না করার সাথে খাস করা অর্থাৎ مُسْنَدْاِلَيْه এর থেকে চেষ্টার অস্বীকৃতি এবং غَيْر বা অন্যের জন্য তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। মোটকথা, এ উদাহরণে مُسْنَد اِلَيْه সে ভাবেই تَقْدِيْم مُسْنَدْاِلَيْه তাখসীস বুঝায়, যেভাবে مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا এর মধ্যে তাকদীমটি তাখসীস বুঝায়।

আর تَقْوِى حُكْم এর উদাহরণ, اَنْتَ لَاتَكْذِبُ কেননা এতে নেতিবাচক হুকুমকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হয়েছে। অর্থাৎ اَنْتَ لَاتَكْذِبُ এর মধ্যে لَاتَكْذِبُ অপেক্ষা মিথ্যার অস্বীকৃতি প্রবল। কারণ, এতে ইসনাদ দু'বার হয়েছে। একবার কিযব ফে'লটি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ ও مُبْتَدَاء এর সাথে দ্বিতীয়বার তাতে উহ্য যমীরের প্রতি হয়েছে। কাজেই اَنْتَ لَاتَكْذِبُ বাক্যটি দু'বার لَاتَكْذِبُ বলার নামান্তর। আর একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইসনাদ একাধিকবার হলে হুকুমটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে যায়। কাজেই উল্লেখিত উদাহরণে تَقْدِيْم مُسْنَدٌ اِلَيْهِ হুকুমকে শক্তিশালী করার নিমিত্তে হবে। পক্ষান্তরে لَاتَكْذِبُ এর মধ্যে যেহেতু ইসনাদের পুনরাবৃত্তি হয়নি, তাই এ ক্ষেত্রে হুকুমটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে না।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ যদি মারেফা হয়, ইসমে যাহের হোক চাই ইসমে যমীর হোক এবং হরফে নফীর সাথে মিলিত না হয় অর্থাৎ বাক্যে শুরু থেকেই কোন হরফে নফী নেই অথবা হরফে নফীটি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর পরে অবস্থিত। তাহলে উল্লেখিত সর্বাবস্থায় تَقْدِيْم مُسْنَدٌ اِلَيْهِ কখনও তাখসীস বুঝায়; কখনও হুকুমকে শক্তিশালী করে। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা জানা গেল। পক্ষান্তরে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ যদি নাকেরা হয় অর্থাৎ ফে'লটি নাকেরার উপর নির্ভরশীল হয়, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ হরফে নফীর সাথে মিলিত হোক চাই না হোক, তাহলে تَقْدِيْم مُسْنَدٌ اِلَيْهِ সর্বাবস্থায় তাখসীসে জিন্স কিংবা তাখসীসে ওয়াহিদ বুঝাবে। যেমন, رَجُلٌ جَاءَنِىْ ইত্যাদি। তাখসীসে জিন্সের অবস্থায় এর অর্থ হবে, আমার কাছে কেবল পুরুষই এসেছে; মহিলা নয় অর্থাৎ আগমন ক্রিয়াটি নিছক পুরুষের সাথে খাস; মহিলার সাথে নয়। অবশ্য আগন্তুক একজন নাকি একাধিক, তা বর্ণনা করা বক্তার উদ্দেশ্য নয়।

আর তাখসীসে ওয়াহিদের সুরতে এর অর্থ হবে, আমার নিকট নিছক একজন পুরুষই এসেছে; একাধিক নয় অর্থাৎ আগমন ক্রিয়াটি একজনের সাথেই খাস। অবশ্য আগন্তুক পুরুষ নাকি মহিলা, তা বর্ণনা করা বক্তার উদ্দেশ্য নয়।

অতএব একবচনের ক্ষেত্রে বলা হবে, رَجُلٌ جَاءَنِىْ اَىْ لَا اِمْرَأَةٌ (আমার কাছে একজন পুরুষই এসেছে; কোন মহিলা নয়।) দ্বিবচনের ক্ষেত্রে رَجُلَانِ جَاءَنِىْ اَىْ لَا اِمْرَأَتَانِ (দুজন পুরুষ আমার কাছে এসেছে; মহিলা নয়।) আর বহুবচনের ক্ষেত্রে বলা হবে, رِجَالٌ جَاءَنِىْ اَىْ لَا نِسَاءٌ (বহু পুরুষ আমার কাছে এসেছে; মহিলা নয়।) অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে, বক্তা এরূপ ইচ্ছা তখনই করতে পারবে, যখন শ্রোতা নিছক নারী জাতী কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ই এসেছে বলে মনে করবে। প্রথম অবস্থায় কস্‌রে কলব এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কস্‌রে আফরাদ হবে।

وَوَافَقَهُ السَّكَّاكِيُّ عَلَى ذٰلِكَ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ اَلتَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ الْاِخْتِصَاصَ اِنْ جَازَ تَقْدِيْرُ كَوْنِهٖ فِى الْاَصْلِ مُؤَخَّرًا عَلٰى اَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنًى فَقَطْ نَحْوُ اَنَا قُمْتُ وَقُدِّرَ وَاِلَّا فَلَايُفِيْدُ اِلَّا تَقَوِّى الْحُكْمِ سَوَاءٌ جَازَ كَمَامَرَّ اَوْ لَمْ يُقَدَّرْ اَوْ لَمْ يَجُزْ نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ ـ وَاسْتَثْنَى الْمُنَكَّرَ بِجَعْلِهٖ مِنْ بَابِ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْاِبْدَالِ مِنَ الضَّمِيْرِ لِئَلَّا يَنْتَفِىَ التَّخْصِيْصُ اِذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ بِخِلَافِ الْمُعَرَّفِ

সহজ তরজমা

সাক্কাকী রহ. এ ব্যাপারে তার সাথে একমত পোষণ করেছেন বটে; তবে তিনি বলেন, তাকদীমটি কেবল তখনই তাখসীস বুঝাবে– যদি তাকে "অর্থগত ফায়েল হিসেবে পরে ছিল" বলে ধরে নেওয়া জায়েয হয়। যথা, "আমিই দণ্ডায়মান হয়েছি।" কেননা এটাতে مُقَدَّر মানা যাবে। অন্যথায় তা حُكْم এর দৃঢ়তা বৈ কিছু বুঝাবে না। চাই তা (تَقْدِيْرُ التَّاَخُّرِ) বৈধ হোক। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অথবা مُقَدَّر না হোক বা বৈধ না হোক। যথা, "যায়েদ দণ্ডায়মান হয়েছে।"

আল্লামা সাক্কাকী রহ. اَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا কে اِسْم نَكِرَه এর শ্রেণীভূক্ত করে ইস্তিস্না করেছেন অর্থাৎ ضَمِيْر হতে بَدَل হওয়ার উক্তির ওপর" যাতে تَخْصِيْص হাতছাড়া না হয়। কেননা এছাড়া تَخْصِيْص এর কোন কারণ নেই। مَعْرِفَه এর ব্যতিক্রম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ تَقْدِيْم مُسْنَد اِلَيْه এর প্রসঙ্গে আল্লামা সাক্কাকীর অভিমত কি ?

উত্তর ঃ বিজ্ঞ মুসান্নিফ রহ. বলেন, تَقْدِيْم مُسْنَد اِلَيْه অবশ্যই তাখসীস বুঝায় –এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাক্কাকী রহ. শাইখের সাথে একমত। কিন্তু শর্তাবলি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন।

শাইখের মাযহাব হল, مُسْنَد اِلَيْه হরফে নফীর সাথে মিলিত হলে تَقْدِيْم مُسْنَد اِلَيْه তাখসীসের জন্য হবে। মুসনাদ ইলাইহিটি নাকেরা হোক চাই মারেফা ইসমে যাহের কিংবা মারেফা ইসমে যমীর হোক। নতুবা যদি হরফে নফীর সাথে মিলিত না হয়, চাই হরফে নফী মোটেই না থাকুক। যেমন, ফে'লটি

হাঁ-বাচক হল। অথবা হরফে নফীটি مُسْنَدْاِلَيْهِ এর পরে হল, তাহলে এতদুভয় সূরতে তাকদীম কখনও তাখসীস বুঝাবে, কখনও হুকুমকে শক্তিশালী করবে; مُسْنَدْاِلَيْهِ টি নাকেরা হোক বা মারেফা ইসমে যাহের কিংবা মারেফা ইসমে যমীর হোক।

পক্ষান্তরে সাক্কাকী রহ. এর মাযহাব মতে বিশ্লেষণ হচ্ছে, مُسْنَدْاِلَيْهِ টি নাকেরা হলে تَقْدِيْمِ مُسْنَدْ اِلَيْهِ কোন প্রতিবন্ধক না থাকার শর্তে তাখসীস বুঝাবে। চাই বাক্যে হরফে নফীটি مُسْنَدْاِلَيْهِ এর আগে আসুক বা পরে আসুক কিংবা মোটেই হরফে নফী না থাকুক। যদি مُسْنَدْاِلَيْهِ টি মারেফা ইসমে যাহের হয়, তবে তাকদীমটি হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য হবে। হরফে নফী مُسْنَدْاِلَيْهِ এর পূর্বে হোক বা পরে হোক কিংবা শুরু থেকেই হরফে নফী না থাকুক। আর مُسْنَدْاِلَيْهِ টি মারেফা ইসমে যমীর হলে তাকদীমটি কখনও হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য; কখনও তাখসীসের জন্য হবে। হরফে নফী তার পূর্বে হোক বা পরে কিংবা মোটেই না থাকুক।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, যদি উল্লেখিত শর্ত দুটি একত্রে না পাওয়া যায়, তবে تَقْدِيْمِ مُسْنَدْاِلَيْهِ কেবল হুকুমকে শক্তিশালী করবে; সেখানে তাখসীসের উপকারীতা পাওয়া যাবে না। মুসনাদ ইলাইহি পরে ছিল বলে ধরে নেওয়া সম্ভব হোক, যেমন, اَنَا قُمْتُ এর মধ্যে তা সম্ভব। কিন্তু ধরে নেওয়া হল না। অথবা পরে ছিল বলে ধরে নেওয়া আদৌ সম্ভব না হোক। যেমন, زَيْدٌ قَامَ এর মধ্যে مُسْنَدْاِلَيْهِ যায়েদকে অর্থগত ফায়েল ধরে পরে আনা জায়েয নয়। অর্থাৎ زَيْدٌ মূলতঃ قَامَ زَيْدٌ ছিল বলা যাবে না। কারণ, قَامَ زَيْدٌ এর মধ্যে زَيْدٌ শব্দটি قَامَ এর শাব্দিক ফায়েল; অর্থগত ফায়েল নয়। অতএব قَامَ زَيْدٌ বাক্যটিকে زَيْدٌ قَامَ এর আসল সাব্যস্থ করলে শাব্দিক ফায়েলকে মুকাদ্দম করা আবশ্যক হবে; অর্থগত ফায়েলকে নয়। অথচ অর্থগত ফায়েলকে মুকাদ্দম করা বা আগে আনা জায়েয; শাব্দিক ফায়েলকে নয়।

কিন্তু সাক্কাকী রহ. এটিকে উক্ত নিয়ম থেকে পৃথক করেছেন এবং বলেছেন, এখানে নাকেরা তথা رَجُلٌ মূলতঃ পরে ছিল এবং অর্থগতভাবে ফায়েল হয়েছে; শব্দগতভাবে নয়। কেননা جَاءَنِيْ ফে'লটিতে উহ্য যমীরটি তার শব্দগত ফায়েল। رَجُلٌ তার থেকে বদল। আর ফায়েলের বদলও যেহেতু অর্থগতভাবে ফায়েল হয়, এজন্য رَجُلٌ নাকেরাটিও جَاءَ এর অর্থগত ফায়েল হবে। কাজেই তাকে আগে আনা হলে তাখফসীসও সৃষ্টি হবে। বিধায় رَجُلٌ কে مُسْنَدْاِلَيْهِ এবং মুবতাদা বানানোও বৈধ হবে। এ প্রসঙ্গেই মুসান্নিফ রহ. বলেন, সাক্কাকী মুসনাদ ইলাইহি নাকেরাকে উপরিউক্ত নিয়ম থেকে পৃথক করেছেন এবং তাকে وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى

وَاو এর اَسَرُّوا যেরূপভাবে অর্থাৎ করেছেন। অধ্যায়ভুক্ত এর اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا তার শব্দগত ফায়েল এবং اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا তার থেকে বদল হয়েছে, তদ্রূপ رَجُلٌ جَاءَنِىْ এর প্রকৃত রূপ جَاءَنِىْ رَجُلٌ তবে رَجُلٌ শব্দটি جَاءَ এর শব্দগত ফায়েল নয় বরং جَاءَ ফেলের যমীর থেকে বদল।

মুসান্নিফ রহ. বলেন, ইসমে মারেফা ইসমে নাকেরার বিপরীত। অর্থাৎ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকেরাকে খাস করার জন্য যে দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ মারেফার ক্ষেত্রে (যেমন, زَيْدٌ قَامَ ইত্যাদিতে) সে-দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, মারেফাকে তাখসীসের অর্থে গ্রহণ করা ছাড়াই মুবতাদা বানানো জায়েয। আর একে দূরবর্তী ব্যাখ্যা বলার কারণ হল, আরবীতে ফে'লের যমীরকে ফায়েল এবং ইসমে যাহিরকে তার বদল সাব্যস্ত করা অপ্রতুল।

ثُمَّ قَالَ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ التَّخْصِيْصِ مَانِعٌ كَقَوْلِنَا رَجُلٌ جَاءَنِىْ عَلٰى مَامَرَّ دُوْنَ قَوْلِهِمْ شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ اَمَّا عَلٰى تَقْدِيْرِ الْاَوَّلِ فَلِامْتِنَاعِ اَنْ يُرَادَ الْمُهِرُّ شَرٌّ لَا خَيْرٌ وَاَمَّا عَلَى الثَّانِىْ فَلِنُبُوِّهِ عَنْ مَظَانِّ اِسْتِعْمَالِهِ وَقَدْ صَرَّحَ الْاَئِمَّةُ بِتَخْصِيْصِهِ حَيْثُ تَاَوَّلُوْهُ بِمَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ فَالْوَجْهُ تَفْظِيْعُ شَانِ الشَّرِّ بِتَنْكِيْرِهِ ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর বলেন, এর জন্য শর্ত হল, تَخْصِيْص হতে কোন অন্তরায় না থাকা। যথা, তোমার উক্তি "আমার নিকট শুধুমাত্র একজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষই এসেছে।" যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উক্তি অমঙ্গলকর বস্তু কুকুরকে সন্ত্রস্ত করেছে।" কেননা প্রথম সূরতে "ঘেউ ঘেউ এর কারণ কেবল অমঙ্গলই হয়, মঙ্গল নয় –এ মর্ম গ্রহণ করা দুষ্কর। দ্বিতীয় সূরতে এর ব্যবহারের পাত্র হতে বহুদূরে। অধিকন্তু ইমামগণ اَهَرَّ ذَا نَابٍ اِلَّا شَرٌّ এর মর্ম গ্রহণ করে تَخْصِيْص বর্ণনা করেছেন। অতএব شَرٌّ এর তানবীনটি تَنْكِيْر হওয়ায় বৈপরিত্ব দূরীভূত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. বলেন, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকেরাকে মুকাদ্দম করলে তাখসীসের উপকারীতা পাওয়া যায় –এর দুটি শর্ত ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সাক্কাকী রহ. তৃতীয় একটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, اَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এর অধ্যায়েভুক্ত আখ্যা مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকেরাকে

দেওয়া এবং অগ্র-পশ্চাতে আনার প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থাৎ একথা বলা যে, উক্ত مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি মূলতঃ পশ্চাতে ছিল। অতঃপর তাকে আগে আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে শর্ত হল, তাখসীরের ব্যাপারে কোন অন্তরায় না থাকা। কাজেই مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকেরার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্তদ্বয় পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি তাখসীসের ব্যাপারে কোন অন্তরায় থাকে, তাহলে তার অগ্রবর্তীতা তাখসীস বুঝাবে না। তবে যদি পূর্বোক্ত শর্তদ্বয়ের উপস্থিতিসহ তাখসীসের ব্যাপারে কোন অন্তরায় না থাকে, তাহলে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর অগ্রবর্তীতা তাখসীসের অর্থ প্রদান করবে।

যেমন, رَجُلٌ جَاءَنِىْ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটির অর্থ হয়ত رَجُلٌ جَاءَنِىْ لَا اِمْرَأَةٌ (আমার কাছে জনৈক পুরুষ এসেছে; কোন মহিলা নয়।) অথবা رَجُلٌ جَاءَنِىْ لَا رَجُلَانِ (আমার কাছে জনৈক পুরুষ এসেছে; দুজন নয়।) এ উদাহরণে তাখসীসের কোন অন্তরায় নেই। বিধায় প্রথম অবস্থায় তাখসীসে জিন্‌স আর দ্বিতীয় অবস্থায় তাখসীসে ওয়াহিদ হবে।

প্রশ্ন ঃ شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ বাক্যে তাখসীস আছে কি নেই ?

উত্তর ঃ পক্ষান্তরে কেউ যদি এর বিপরীত شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ বলে, তাহলে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ নাকেরা شَرٌّ কে আগে আনলে তাখসীস বুঝাবে না। কারণ, এতে যদি তাখসীসে জিন্‌স উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর অর্থ হবে– شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ لَا خَيْرٌ অর্থাৎ কুকুরকে অনিষ্টকর কিছু সন্ত্রস্ত করেছে; কল্যাণের কিছু নয়। উদ্দেশ্য হল, কুকুরকে সন্ত্রস্তকারী জিনিস দুটি। (১) অনিষ্ট ও অমঙ্গল। (২) মঙ্গল ও কল্যাণ। সুতরাং বক্তা অমঙ্গলকে অস্বীকার করে কল্যাণ ও মঙ্গলকে খাস করেছে। অথচ কুকুরকে সন্ত্রস্তকারী বস্তু নিছক অমঙ্গল; কল্যাণ কুকুরকে সন্ত্রস্ত করে না। বিধায় মঙ্গল ও কল্যান কুকুরকে সন্ত্রস্তই করতে পারে না। কাজেই একে অস্বীকার করে অনিষ্ট ও অমঙ্গলকে খাস করা দুরস্ত হবে না। ফলে এ বাক্যটিতে তাখসীসের জিন্‌সের অর্থও পাওয়া যাবে না। আর যদি বাক্যটিতে তাখসীসে ওয়াহিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থ হবে, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ لَا شَرَّانِ অর্থাৎ একটি অনিষ্ট ও অমঙ্গল কুকুরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে; দুটি নয়। আর এ অর্থ বাক্যটির সাধারণ ব্যবহার থেকে বহু দূরে। আরবের লোকেরা এজাতীয় বাক্য এরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না। সুতরাং এতে তাখসীসে ওয়াহিদের অর্থও পাওয়া যাবে না।

মোটকথা, এ বাক্যে তাখসীরের ব্যাপারে অন্তরায় থাকার দরুন, এখানে তাখসীসে জিনস কিংবা তাখসীসে ওয়াহিদ কোনটাই উদ্দেশ্য হবে না।

প্রশ্ন ঃ নাহ্বীদের মতে شَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ এর অর্থ কি ?

উত্তর ঃ وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ .. الخ ঃ এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, সাক্কাকীর ভাষ্য দ্বারা তো বুঝা গেল; شَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ বাক্যটি তাখসীসের অর্থ প্রদান করবে না। অথচ নাহ্বীগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এ বাক্যটি তাখ্সীসের অর্থ প্রদান করবে। কাজেই তারা বলেন– বাক্যটির অর্থ হল, مَا أَهَرَّ ذَانَابٍ إِلَّا شَرٌّ আর এ কথা আপনিও জানেন যে, مَا ও إِلَّا দ্বারা বাক্যে তাখ্সীস সৃষ্টি হয়। অতএব সাক্কাকী এবং নাহবীগণের কথায় তো বৈপরিত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। তা নিরসন কিংবা তাতে সমন্বয় আনা হবে কিভাবে?

এর জবাব হল, আল্লামা সাক্কাকী এতে তাখ্সীসে জিন্স এবং তাখসীসে ওয়াহিদ অস্বীকার করেছেন। আর নাহবীগণ তাখসীসে নও বা শ্রেণীবাচক তাখসীসকে প্রমাণ করেছেন। কাজেই বলেছেন, شَرٌّ নাকেরাটির তানবীন বিশালতা ও ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ কুকুরকে কোন ভয়াবহ অনিষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত করেছে; নগন্য অনিষ্ট নয়। মোটকথা, অন্তরায় তো তাখ্সীসে জিন্স ও তাখসীসে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে। আর নাহবীগণ সুস্পষ্ট ভাষায় تَخْصِيص نَوْع বা শ্রেণীবাচক তাখসীসের কথা বলেছেন। সুতরাং দুপক্ষের কথায় কোন বিরোধ রইল না।

وَفِيهِ نَظَرٌ إِذِ الْفَاعِلُ اللَّفْظِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ سَوَاءٌ فِي امْتِنَاعِ التَّقْدِيمِ مَابَقِيَا عَلَى حَالِهِمَا فَتَجْوِيزُ تَقْدِيمِ الْمَعْنَوِيِّ دُوْنَ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمٌ ثُمَّ لَانُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّخْصِيصِ. لَوْ لَا تَقْدِيرُ التَّقْدِيمِ لِحُصُولِهِ بِغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ أَن يُّرَادَ الْمُهِرَّ شَرٌّلَاخَيْرٌ ثُمَّ قَالَ وَيَقْرُبُ مِنْ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِي التَّقَوِّيْ لِتَضَمُّنِهِ الضَّمِيرَ وَشَبَّهَهُ بِالْخَالِيْ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ فِي التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ وَلِهٰذَا لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ جُمْلَةٌ وَلَاعُومِلَ مُعَامَلَتَهَا فِي الْبِنَاءِ.

সহজ তরজমা

এতে আপত্তি আছে। কারণ, فَاعِل لَفْظِي وَمَعْنَوِي কে বহাল তবিয়তে রেখে تَقْدِيم করাতে সমান অসুবিধা রয়েছে। কাজেই অর্থগতভাবে অগ্রবর্তীতে বৈধতা নির্দিনষ্ক; শব্দগতভাবে নয়। এরপর আমরা تَقْدِيرِ مُقَدَّمٌ না মাননে

تَخْصِيْص নাকচ করি না। কেননা তাছাড়াও তাখসীস পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রকারী কেবল অমঙ্গল বস্তু হয়। মঙ্গলজনক বস্তুর নিষিদ্ধতাকে আমরা মানি না। অতঃপর সাক্কাকী রহ. বলেন, زَيْدٌ قَائِمٌ এর মত উদাহরণ تَقْوِيَة حُكْم হিসেবে هُوَقَامَ এর নিকটবর্তী। কেননা তাতে ضَمِيْر আছে। তিনি তাকে ضَمِيْر বিহীনের সাথে উপমা দিলেন। সেটি تَكَلُّم , خِطَاب ও غَيْبَت এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন না হওয়ার দিক দিয়ে। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, এটি একটি বাক্য। مَبْنِى হওয়ার ক্ষেত্রে এর সাথে বাক্যের মত আচরণ করা যাবেনা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ সাক্কাকীর মাযহাবের উপর আপত্তি আছে কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, সাক্কাকীর মাযহাবের উপর আপত্তি আছে।

প্রথমতঃ সাক্কাকী যে দাবী করেছেন, تَقْدِيْم مُسْنَدإِلَيْه তখনই তাখ্সীসের অর্থ প্রদান করবে, যখন অগ্রবর্তী مُسْنَدإِلَيْه কে পশ্চাতে এনে তাকে অর্থগত ফায়েল ধরা জায়েয হবে এবং কার্যতঃ ধরেও নেওয়া হবে যে, মূলতঃ مُسْنَدإِلَيْه টি পশ্চাতে ছিল– তাঁর এ দাবী আপত্তিজনক।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে "رَجُلٌ جَاءَنِى বাক্যটিতে مُسْنَدإِلَيْه মূলতঃ পশ্চাতে ছিল" বলা ছাড়া তাখসীসের কোন কারণ নেই –তার এ দাবীটিও আপত্তিজনক।

তৃতীয়তঃ شَرٌّأَهَرَّذَانَابٍ বাক্যটিতে তিনি তাখসীসে জিন্‌স অস্বীকার করেছেন –এটিও আপত্তিমুক্ত নয়।

মোটকথা, সাক্কাকীর বর্ণিত উপরিউক্ত সমুদয় আলোচনাই মুসান্নিফ রহ. এর মতে আপত্তিজনক। কারণ, শাব্দিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েল বহাল তবিয়তে থাকাবস্থায় অর্থাৎ ফায়েলটি ফায়েল আর তাবেটি তাবে থাকাকালে تَقْدِيْم مُسْنَد إِلَيْه নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। শাব্দিক ফায়েল যেমন, زَيْدٌقَامَ এর মধ্যে যদি যায়েদকে পশ্চাতে এনে قَامَ زَيْدٌ বলা হয়, তাহলে যায়েদ শাব্দিক ফায়েল থাকাবস্থায় তাকে قَامَ এর পূর্বে আনা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ অর্থগত ফায়েল যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থগত ফায়েল তথা তাবে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকেও ফে'লের পূর্বে আনা নিষিদ্ধ।

এ বাক্যটি পূর্বোক্ত إِذْ এর মাদখূল অর্থাৎ اَلْفَاعِلُ اللَّفْظِىُّ وَالْمَعْنَوِىُّ এর উপর আতফ হয়েছে। এর মর্ম হল, সাক্কাকী যে বলেছেন, رَجُلٌ جَاءَنِى বাক্যটিতে رَجُلٌ তথা مُسْنَدإِلَيْه নাকেরাকে পশ্চাতবর্তী ছিল ধরে অগ্রবর্তী করা না হলে তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায় না এবং رَجُلٌ নাকেরাকে মুবতাদা বানানো

বৈধ হবে না। একথা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, এছাড়াও তাখসীস হতে পারে। যেমন, رَجُلٌ এর তানবীনটি বিশালতা ও ভয়াবহতা অথবা তুচ্ছতা ও সামান্যতার জন্য হবে অর্থাৎ তানবীনটি শ্রেণীবাচক তাখসীসের জন্য হবে। স্বয়ং সাক্কাকীও شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর অধীনে একথা লিখেছেন যে, شَرٌّ এর মধ্যে তাখসীসটি শ্রেণীবাচক অর্থাৎ شَرٌّ عَظِيْمٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ মোটকথা যখন رَجُلٌ এর পশ্চাতবর্তীতা অতঃপর অগ্রবর্তীতা স্বীকার করা ছাড়াও তাখসীস হতে পারে, তখন সাক্কাকীর জন্য اِذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ (এছাড়া কোন কারণ নেই) বলা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে?

মোটকথা, সাক্কাকীর উক্ত দাবী তথা আলোচ্য উদাহরণে رَجُلٌ নাকেরাটিকে অর্থগত ফায়েল বানিয়ে পশ্চাতবর্তী না করা এবং অতঃপর তাকে অগ্রবর্তী না করা হলে তাতে তাখসীস পাওয়া যাবে না –একথা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, নাকেরার মধ্যে এ ছাড়াও তাখসীস হতে দেখা যায়। কেউ কেউ সাক্কাকীর পক্ষ থেকে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, এ বক্তব্যে সাক্কাকীর সাধারণ তাখসীস উদ্দেশ্য নয় বরং বিশেষ ধরনের তাখসীস তথা তাখসীসে জিন্‌স ও তাখসীসে ওয়াহিদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর পশ্চাতবর্তীতা ধরে নেওয়া ছাড়া বিশেষ ধরনের তাখসীস পাওয়া যাবে না বটে কিন্তু শ্রেণীবাচক তাখসীস পাওয়া যাবে। সুতরাং আল্লামা সাক্কাকী তাখসীসে জিন্‌স ও তাখসীসে ওয়াহিদের প্রতি লক্ষ্য রেখে اِذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ বলেছেন, শ্রেণীবাচক তাখসীসের প্রতি লক্ষ্য করে নয়। কাজেই তার বক্তব্যে কোন প্রকার আপত্তি উঠবে না।

প্রশ্ন ঃ شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ বাক্যে কি তাখসীস আছে ?

উত্তর ঃ ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ ... الخ ঃ এখানেও সাক্কাকীর একটি দাবী খণ্ডণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাক্কাকী দাবী করেছেন– شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যে তাখসীসে জিন্‌স এবং তাখসীসে ওয়াহিদ কোনটিই হয়নি। কিন্তু আমরা এতে তাখসীসে জিন্‌স নেই বলে স্বীকার করি না। কারণ, শাইখ জুরজানী বলেছেন– এর মর্ম হল, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ لَا خَيْرٌ তথা অনিষ্ট জাতীয় জিনিস কুকুরকে সন্ত্রস্ত করেছে; মঙ্গল জাতীয় জিনিস নয়। কেননা কুকুর তার মালিককে দেখে ঘেউ ঘেউ করলে, তার কারণ হয় মঙ্গল। আর শত্রুকে দেখে ঘেউ ঘেউ করলে তার কারণ হয় অমঙ্গল। সুতরাং অনিষ্টতা এবং মঙ্গল দুটি জিনিসই কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করায়। ফলে অনিষ্টতাকে প্রমাণ করা আর মঙ্গলকে নফী (উড্ড বা অস্বীকার) করা বৈধ। আর এ প্রমাণ করা এবং অস্বীকার করার মধ্যে তাখসীসের জিন্‌স পাওয়া যায়। যদ্দরুন এখানে شَرٌّ বা অনিষ্টতাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। মোটকথা, সাক্কাকীর জন্য এ উদাহরণে তাখসীসে জিন্‌সকে অস্বীকার করা বৈধ হবে না।

মুসান্নিফ রহ. বলেন– অতঃপর সাক্কাকী বলেন, হুকুমকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যটি هُوَ قَائِمٌ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ هُوَ قَائِمٌ এর মধ্যে তো নিশ্চিত تَقْوِى حُكْم পাওয়া যায়। আর زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে সংশয়সহ تَقْوِى حُكْم পাওয়া যায়। কাজে زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যটি শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে هُوَ قَائِمٌ এর নযীর বা অনুরূপ হবে না বরং তার কাছাকাছি হবে। অবশ্য প্রশ্ন থাকে, هُوَ قَائِمٌ এর মধ্যে নিঃসন্দেহে আর زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে সংশয়সহ হুকুম শক্তিশালী হয় কিভাবে?

এর জবাব হল, هُوَ قَائِمٌ এর মধ্যে নিঃসন্দেহে ইসনাদ দুইবার হয়। একবার (কিয়ামের ইসনাদ বা সম্বন্ধ) هُوَ মুবতাদার দিকে, দ্বিতীয়বার قَائِمٌ এর মধ্যে উহ্য যমীরের দিকে। আর ইসনাদের এ পুনারাবৃত্তির নামই হুকুম শক্তিশালী হওয়া। সুতরাং هُوَ قَائِمٌ এর মধ্যে ইসনাদের পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত, বিধায় এতে হুকুম শক্তিশালী হওয়াও সুনিশ্চিত। কিন্তু زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে যেহেতু ইসনাদের পুনারাবৃত্তি নিশ্চিত নয়, এজন্য হুকুমটি শক্তিশালী হওয়াও নিশ্চিত নয়। আর قَائِمٌ এর মধ্যে قَائِمٌ এর যমীর উহ্য নেই বিধায় زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যটিতে ইসনাদ নিশ্চিত নয়। সাক্কাকী আরও বলেন, যে قَائِمٌ এর মধ্যে উহ্য যমীর থাকে, তা যমীরমুক্ত ইসমে জামেরদের সাথেও সাদৃশ্য রাখে। অর্থাৎ ইসমে জামেদ যেভাবে মুতাকাল্লিম (বক্তা), মুখাতাব (শ্রোতা) ও গায়েব (অজ্ঞাত কর্তা) হওয়ার ক্ষেত্রে এক রকম থাকে। যেমন, বলা হয়– هُوَ رَجُلٌ ও اَنْتَ رَجُلٌ . اَنَا رَجُلٌ ইত্যাদি, তদ্রূপ قَائِمٌ ইসমে ফায়েলটিও উক্ত তিন অবস্থায় একই রকম থাকে। যেমন, বলা হয়– هُوَ قَائِمٌ وَ اَنْتَ قَائِمٌ - اَنَا قَائِمٌ ইত্যাদি।

সুতরাং তা যমীর ধারণ করার কারণে ইসনাদের পুনরাবৃত্তি হবে। একবার যায়েদের দিকে। দ্বিতীয়বার তার যমীরের দিকে, যা قَائِمٌ এর মধ্যে উহ্য রয়েছে। আর ইসমে জামেদের সাদৃশ্যতার কারণে ইসনাদ কেবল একবার হবে অর্থাৎ কিয়ামের ইসনাদ যায়েদের দিকে হবে। আর قَائِمٌ যমীর বিহীনের সাদৃশ হওয়ার কারণে এটিও কেমন যেন যমীর মুক্ত হবে। কাজেই এটি (যমীরমুক্ত বলে) যমীরের দিকে ইসনাদও হবে না।

মোটকাথা, زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে একদিক দিয়ে দুবার ইসনাদ হয়েছে। আরেক দিক দিয়ে হয়নি। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসনাদের পুনরাবৃত্তির নাম হুকুম শক্তিশালী হওয়া। সুতরাং এতে একদিক দিয়ে হুকুম শক্তিশালী হবে; আরেক দিক দিয়ে হবে না। কাজেই বলা হবে– زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যটি সংশয়সহ হুকুম শক্তিশালী হওয়া প্রমাণ করে। এজন্যই সাক্কাকী এখানে يَقْرُبُ শব্দ এনে বুঝিয়েছেন, হুকুমকে শক্তিশালী ককরার ক্ষেত্রে زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যটি هُوَ قَائِمٌ এর

কাছাকাছি। কিন্তু نَظِيْرُ শব্দ এনে বলেননি, হুকুমকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে زَيْدٌ বাক্যটি هُوَ قَامَ এর নযীর বা অনুরূপ।

وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيْمُهُ كَاللَّازِمِ لَفْظُ مِثْلِ وَغَيْرِ فِيْ نَحْوِ مِثْلُكَ لَايَبْخُلُ وَغَيْرُكَ لَا يَجُوْدُ بِمَعْنٰى اَنْتَ لَاتَبْخُلُ وَاَنْتَ تَجُوْدُ مِنْ غَيْرِ اِرَادَةِ تَعْرِيْضٍ لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ لِكَوْنِهِ اَعْوَنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا

সহজ তরজমা

যে مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর অগ্রবর্তিতা অপরিহার্যের মত তন্মধ্যে غَيْر ও مِثْل যথা, "তোমার মত কেউ কৃপণতা করে না।" অর্থাৎ তুমি কৃপণতা কর না। "তোমার মত অপর ব্যক্তি দান করে না।" অর্থাৎ তুমি দান কর। শ্রোতার অপর ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করা ব্যতীত। কারণ, এতদুভয়ের মাধ্যমে মূল লক্ষ্য বস্তু বুঝা সহজতর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. এখানে বলেছেন, مِثْل ও غَيْر শব্দ দুটি ইংগিতবহরূপে ব্যবহৃত হলে এদের অগ্রবর্তীতা আবশ্যকের মত হয়; সরাসরি আবশ্যক হয় না। কারণ, বিধিমতে এদের অগ্রবর্তীতার চাহিদা নেই। কিন্তু সর্বসম্মত মতে এদুটি কোথাও ইংগিতবহরূপে ব্যবহৃত হলে এদেরকে অগ্রবর্তীরূপে ব্যবহার করা হয়। বিধায় অগ্রবর্তীতা আবশ্যক হবে। সুতরাং যদি এদেরকে ইংগিতবহরূপে পশ্চাতবর্তী করে ব্যবহার করা হয় এবং لَايَبْخُلُ مِثْلُكَ ও لَايَجُوْدُ غَيْرُكَ বলা হয়, তাহলে মন তা মেনে নেবে না। এমনকি এ বাক্যদ্বয় বালাগাত বহির্ভূত হবে। যদিও বিধিমতে পশ্চাতবর্তী করা বৈধ হয়।

মোটকথা, বিধিমতে অগ্রবর্তীতা আবশ্যক হওয়ার চাহিদা না থাকায় এদের অগ্রবর্তীতাকে মুসান্নিফ রহ. আবশ্যক বলেননি। তবে ইংগিতবহরূপে কোথাও ব্যবহৃত হলে অগ্রবর্তী করেই ব্যবহার করা হয়। বিধায় তিনি (এদের অগ্রবর্তীতাকে) আবশ্যকের মত বলেছেন। সুতরাং ইংগিতবহরূপে উল্লেখিত مِثْلُكَ لَايَبْخُلُ এবং غَيْرُكَ لَايَجُوْدُ উদাহরণ দুটির অর্থ হবে, যথাক্রমে "তোমার মত লোক কৃপণ নও" এবং "তুমি ছাড়া দানশীল নেই।" অর্থাৎ তুমি কৃপণ নও; অবশ্য শ্রোতা ভিন্ন কাউকে বিদ্রূপ করা উদ্দেশ্য না হলে এ অর্থ হবে। নতুবা এ সব বাক্য কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথচ এদের অগ্রবর্তীতা "আবশ্যকের মত" বলার জন্য এগুলো কিনায়ারূপে ব্যবহৃত হওয়া জরুরী।

পক্ষান্তরে (এ জাতীয় বাক্য দ্বারা) কাউকে বিদ্রুপ করা উদ্দেশ্য হলে তার ধরণ হবে নিম্নরূপ। যেমন, مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ এর মধ্যে مِثْلُكَ দ্বারা নির্দিষ্ট কোন দানশীল ব্যক্তি আর কৃপণতার অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে শ্রোতার মত কেউ উদ্দেশ্য হবে। তখন এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, নির্দিষ্ট অমুক ব্যক্তি কৃপণ নয়। সুতরাং এভাবেই শ্রোতা ভিন্ন নির্দিষ্ট কারও থেকে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে কৃপণতাকে অস্বীকার করা হবে এবং বিদ্রুপার্থে কোন সাদৃশ্যতার ইচ্ছা করা হবে না, তখন আবশ্যকীয়ভাবে শ্রোতা থেকে তথা শ্রোতার গুণে গুণান্বিত বিশেষ ব্যক্তি থেকে কৃপণতা রহিত (নাকচ) হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে মালযূম। আর শ্রোতা থেকে কৃপণতাকে অস্বীকার (নাকচ) করা হচ্ছে লাযেম। অতঃপর মালযূম বলে লাযেম উদ্দেশ্য নেওয়া হবে অর্থাৎ শ্রোতার গুণে গুণান্বিত বিশেষ ব্যক্তি থেকে কৃপণতাকে নাকচ করা হবে। আর এরই নাম কিনায়া। সুতরাং مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ বলে اَنْتَ لَا يَبْخَلُ উদ্দেশ্য হবে। দ্বিতীয় উদাহরণ غَيْرُكَ لَا يَجُوْدُ এর মধ্যে কিনায়ার রূপরেখা হল, শ্রোতা ভিন্ন কারও দানশীলতার অস্বীকৃতি (নাকচ করা) শ্রোতার দানশীল হওয়াকে আবশ্যক করে। কারণ, দানশীলতা এমন একটি সিফাত (বৈশিষ্ট্য), যা তার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্থান বা পাত্র কামনা করে। কাজেই শ্রোতা ব্যতীত সকল মানুষ থেকে দানশীলতা নাকচ হওয়ার কারণে এটি আবশ্যকীয়ভাবে শ্রোতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুবা অপাত্রে এ সিফাত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক হবে। অথচ তা ভ্রান্ত। মোটকথা, এখানে মালযূম বলে তথা শ্রোতা ব্যতীত অন্যদের থেকে দানশীলতা নাকচ করে, লাযেম তথা শ্রোতার জন্য তা প্রমাণ করা হয়েছে। কাজেই এখানেও কিনায়া হবে।

مسور বলা হয়, যার উপর سور প্রবিষ্ট হয়। আর سور বলা হয়, যা এককের পরিমাণ ও সংখ্যা বুঝায়। যেমন, كُلّ . جَمِيْع . بَعْض প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ سَلْب عُمُوْم এবং عُمُوْم سَلْب এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ সলব উমূমের মধ্যে সকল একক থেকে হুকুম অস্বীকার করা হয় না বরং সমষ্টিগত একক থেকে হুকুম অস্বীকার করা হয়। ফলে প্রত্যেক একক থেকে হুকুমের অস্বীকৃতি আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে উমূম সল্‌বের মধ্যে সকল এবং প্রত্যেক একক থেকে হুকুমকে অস্বীকার করা হয়। আর سَلْب عُمُوْم এবং نَفِي شُمُوْل দুটিই প্রতিশব্দ। যেমন, عُمُوْم سَلْب এবং شُمُوْل نَفِي পরস্পর প্রতিশব্দ। তাকীদ বলা হয়, যে অর্থ প্রাগুক্ত বাক্য থেকে জানা গেছে, শব্দটি তা-ই বুঝাবে এবং সুদৃঢ় করবে। আর তাসীস হল, কোন শব্দের নতুন অর্থ বুঝানো।

قِيلَ وَقَدْ يُقَدَّمُ لِأَنَّهُ دَالٌّ عَلَى الْعُمُومِ نَحْوُ كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ
بِخِلَافِ مَا لَوْ أُخِّرَ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْحُكْمِ
عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَذٰلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيحُ التَّاكِيدِ
عَلَى التَّاسِيسِ لِأَنَّ الْمُوجِبَةَ الْمُهْمَلَةَ الْمَعْدُولَةَ الْمَحْمُولِ فِي
قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ دُونَ
كُلِّ فَرْدٍ وَالسَّالِبَةُ الْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ
لِلنَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِوُرُودِ مَوْضُوعِهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ -

সহজ তরজমা

কেউ কেউ বলেন, কখনও ব্যাপকতা বুঝানোর লক্ষ্যে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে مُقَدَّم করা হয়। যথা, "কোন মানুষ দণ্ডায়মান নয়।" পশ্চাতে নিলে এর ব্যতিক্রম হবে। যথা, "সকল মানুষ দণ্ডায়মান নয়" কেননা তা সমষ্টিগতভাবে সকল সদস্য হতে حُكْم কে নাকচ করবে; প্রত্যেক সদস্য হতে নয়।

এটা এজন্য যাতে تَاسِيس এর উপর تَاكِيد এর প্রাধান্যতা অনস্বীকার্য না হয়। কেননা مُوجِبَه مُهْمَلَه مَعْدُولَةَ الْمَحْمُول এমন سَالِبَه جُزْئِيَّه এর পর্যায়ে হয়, যা সমষ্টি হতে حُكْم কে নাকচ করা অপরিহার্য করে; প্রত্যেক সদস্য হতে নয়। এবং سَالِبَه مُهْمَلَه এমন سَالِبَه كُلِّيَّه এর পর্যায়ে হয়, যা প্রত্যেক সদস্য হতে حُكْم নাকচ করার প্রত্যাশী হয়। কেননা তার مَوْضُوع (উদ্দেশ্য) نَفِى এর পরে এসেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ইবনে মালেক প্রমুখের অভিমত কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন, ইবনে মালেক প্রমুখের মাযহাব মতে দুটি শর্ত পাওয়া গেলে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে অগ্রবর্তী করা আবশ্যক। (১) مُسْنَدٌ إِلَيْهِ শুরুতে হরফে সূর كُل প্রবিষ্ট হওয়া। (২) مُسْنَدٌ إِلَيْهِ হরফে নফীর সাথে মিলিত হওয়া। এ শর্ত দুটির মধ্য হতে কোন একটি শর্ত যদি না পাওয়া যায়, তাহলে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে মুকাদ্দাম (অগ্রবর্তী) করা আবশ্যক হবে না। আর دسُوقِى গ্রন্থকার এর সাথে আরও একটি শর্তযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ টি এমন হওয়া, যদি তাকে পশ্চাতবর্তী করে দেওয়া হয়, তাহলে বাহ্যতঃ সেটি ফায়েল হবে।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল, مُسْنَدْ اِلَيْه এর শুরুতে كُل শব্দ প্রবিষ্ট হলে এবং তার সাথে হরফে নফী মিলিত হলে مُسْنَدْ اِلَيْه এর অগ্রবর্তীতা عُمُوم سَلَب ও شُمُول نَفِى বুঝাবে। নতুবা এমতাবস্থায় যদি বাক্যটি سَلَب عُمُوم বুঝায়, তাহলে كُل শব্দটি তাকীদের জন্য হবে। অধিকন্তু তাকীদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ।

كُل শব্দ বিহীন اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ বাক্যটি مُوْجِبَه مُهْمَلَه مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْل। মুজিবা হওয়ার কারণ, এতে মানুষের জন্য না দাঁড়ানোর হুকুম লাগানো হয়েছে; মানুষ থেকে দাঁড়ানোকে অস্বীকার করা হয়নি। না দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে এজন্য যে, لَمْ হরফে সলবটি খবরের অংশ। আর হরফে সলব مُسْنَدْ اِلَيْه বা খবরের অংশ হলে, তাকে قَضِيَّة مَعْدُوْلَه বলে। খবরের অংশ হলে مَعْدُوْلَةُ আর مُسْنَدْ اِلَيْه এর অংশ হলে مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْل مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْل কিংবা قَضِيَّة مَعْدُوْلَة الْمَوْضُوْع বলা হয়। আর الْمَوْضُوْع মুজিবাই হয়ে থাকে। অবশ্য নিসবতের নফীর জন্য (তথা সম্বন্ধ নাকচ করার জন্য) দ্বিতীয় কোন হরফে সলব না থাকতে হবে। মোটকথা, اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ এর হরফে সলবটি খবরের অংশ বিধায় এটি قَضِيَّةُ مَعْدُوْلَةِ الْمَحْمُوْل গণ্য হবে। এতে ইনসানের জন্য না দাঁড়ানো প্রমাণিত হবে; দাঁড়ানো নাকচ হবে না।

আবার এ বাক্যটি মুহমালাহ হওয়ার কারণ হল, এতে কোন سور তথা مُسْنَدْ اِلَيْه এর সদস্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বুঝানোর মত কোন শব্দ উল্লেখ নেই। অথচ হুকুম লাগানো হয়েছে مُسْنَدْ اِلَيْه মানুষের ওপর। আর যে বাক্যে مُسْنَدْ اِلَيْه এর সদস্যের উপর হুকুম লাগানো হয়, কিন্তু তাতে সংখ্যা ও পরিমান বাচক কোন শব্দ থাকে না, তাকে قَضِيَّه مُهْمَلَه বলে। কাজেই এ বাক্যটিও مُهْمَلَه গণ্য হবে।

যদি مُسْنَدْ اِلَيْه পশ্চাতবর্তী হয় এবং তার পূর্বে كُل প্রবিষ্ট হয়। আর মুসনাদটি হরফে নফীর সাথে মিলিত হয়, তাহলে مُسْنَدْ اِلَيْه এর এ পশ্চাতবর্তীতা সলবে উমূম ও নফীয়ে শুমূলের জন্য হবে। নতুবা তাকীদকে তাসীসের উপর অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, كُل বিহীন مُسْنَدْ اِلَيْه পশ্চাতবর্তী হলে (যেমন, لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ) সেটি হবে সালেবায়ে মুহমালাহ। আর মুসান্নিফ রহ. উক্তি সালেবায়ে মুহমালাহ سَالِبَه كُلِّيَّه এর হুকুমে হয়।" আর سَالِبَه كُلِّيَّه প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে নফী করে তথা উমূমে সলব বুঝায়। যেমন, لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ বাক্যটি لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِقَائِمٍ (মানুষের কেউ দণ্ডায়মান নেই) এর অর্থে।

وَفِيهِ نَظَرٌ لِاَنَّ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى وَعَنْ كُلِّ فَرْدٍ فِى الثَّانِيَةِ اِنَّمَا اَفَادَهُ الْاِسْنَادُ اِلٰى مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ كُلٌّ وَقَدْ زَالَ ذٰلِكَ بِالْاِسْنَادِ اِلَيْهَا فَيَكُوْنُ كُلٌّ تَاسِيْسًا لَاتَاكِيْدًا اَوْ لِاَنَّ الثَّانِيَةَ اِذَا اَفَادَةِ النَّفْىَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَقَدْ اَفَادَتِ النَّفْىَ عَنِ الْجُمْلَةِ فَاِذَا حُمِلَتْ كُلٌّ عَلَى الثَّانِى لَاتَكُوْنُ تَاسِيْسًا وَلِاَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ لَامُهْمَلَةٌ .

সহজ তরজমা

এতে আপত্তি আছে। কারণ, প্রথম সূরতে সমষ্টি হতে এবং দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক সদস্য হতে নফী হচ্ছে, যার দিকে كُل এর اِضَافَت হয়েছে। সে اِسْنَاد এই কারণে হয়েছে। কিন্তু তার দিকে اِسْنَاد করায় তা দূরীভূত হয়েছে। তাই তা تَاسِيْس হবে تَاكِيْد নয়। আর দ্বিতীয় সূরতে যখন প্রত্যেক সদস্য হতে نفى এর ফায়দা দেয়, তা সমষ্টি হতে নফীও বুঝাবে। যখন كُل কে দ্বিতীয়টির উপর প্রয়োগ করা হবে। অতএব كُل শব্দ تَاسِيْس এর জন্য হবে না। এজন্য যখন نَكِرَه مَنْفِيَه ব্যাপক (عَام) হয় তবে لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ সালেবায়ে কুল্লিয়্যাহ হয়; مُهْمَلَه নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ ইবনুল মালেক প্রমুখের বক্তব্যের কয়টি অভিযোগ ?

উত্তর ঃ وَفِيهِ نَظَرٌ **ঃ** এখানে মুসান্নিফ রহ. ইবনুল মালেক প্রমুখের বক্তব্যের উপর তিনটি অভিযোগ তুলেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন বটে; তবে তাদের কথায় অমিল খুঁজে পেয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি প্রথম অবস্থা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় উভয়টিতে সমভাবে প্রযোজ্য হয়। আর পরের প্রশ্ন দুটি তৃতীয় অবস্থার সাথে খাস।

(১) প্রথম প্রশ্নের সারকথা হল, আমরা স্বীকার করি যে, অগ্রবর্তী ও পশ্চাবর্তী উভয় অবস্থায় كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে বাক্যটি যে অর্থ প্রদান করেছে, (এখন) كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পর সে অর্থ ছাড়া ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে আমরা আপনার এ দাবী স্বীকার করি না যে, বাক্যটি كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পরও পূর্বের অর্থ প্রদান করলে তাকীদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হবে।

কারণ, প্রথম অবস্থা তথা مُوْجِبَه مُهْمَلَه مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْل যেমন, اِنْسَان سَلْب عُمُوْم এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে বাক্যটি لَمْ يَقُمْ (বা ব্যাপকতার অস্বীকৃতি) বুঝিয়েছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ সালেবায়ে মুহমালা যেমন, لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, বাক্যটি প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে রহিত করার অর্থ দিচ্ছে। সুতরাং উক্ত উদাহরণ দুটিতে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করছে সে ইসনাদ, যা كُل শব্দের مُضَاف اِلَيْه তথা اِنْسَان এর দিকে করা হয়েছে। কিন্তু كُل প্রবিষ্ট করার পর উক্ত ইসনাদটি স্বয়ং كُل শব্দের প্রতি হবে; ইনসানের প্রতি নয়। কেননা اِنْسَان এখন আর مُسْنَد اِلَيْه নেই বরং كُل এর مُضَاف اِلَيْه হয়ে গেছে। বিধায় পূর্বেকার ইসনাদ, যা ইনসানের প্রতি করা হয়েছিল। বিদূরীত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি বলা হয়, كُل শব্দের প্রতি ইসনাদটি সে অর্থই প্রদান করে, যা ইনাসানের প্রতি ইসনাদ দ্বারা অর্জিত হয়েছিল অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় বা অগ্রবর্তী করার ক্ষেত্রে বাক্যটি সাল্‌বে উমূম আর দ্বিতীয় অবস্থায় বা পশ্চাদবর্তীতার ক্ষেত্রে উমূমে সাল্‌বের অর্থ প্রদান করলেও كُل শব্দটি তাসীসের জন্য হবে, তাকীদের জন্য হবে না, কারণ, পরিভাষায় তাকীদ ঐ শব্দকে বলে, যা অপর একটি শব্দের অর্থকে শক্তিশালী করে অর্থাৎ যদি শব্দ একই অর্থ প্রদান করে, তবে দ্বিতীয়টি (প্রথমটির) তাকীদ হবে। অথচ এখানে ব্যাপার তা নয়। কারণ, كُل শব্দের প্রতি ইসনাদ করার ক্ষেত্রে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করে كُل শব্দের প্রতি কৃত ইসনাদটি; অন্য কিছু তথা ইনসানের প্রতি কৃত ইসনাদ নয় যে, كُل শব্দটি আরেক জিনিসের তাকীদ হবে।

সারকথা হল, كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে বাক্যকে যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছিল, كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পরও যদি সে অর্থেই প্রয়োগ করা হয়, তাহলে كُل শব্দটি তাকীদের জন্য হবে– একথা আমরা মানি না বরং এমতাবস্থায়ও সেটি তাসীসের জন্য হবে; তাকীদের জন্য নয়।

এখানে মুসান্নিফ রহ. দ্বিতীয় আপত্তিটি তুলেছেন। আর এটি দ্বিতীয় অবস্থা তথা مُسْنَد اِلَيْه কে পশ্চাদ্বর্তী করার সাথে খাস। যার সারকথা নিম্নরূপ।

তাদের মতের ব্যাখ্যা দাও

ইবনে মালেক প্রমূখ বলেছেন, مُسْنَد اِلَيْه কে পশ্চাদ্বর্তী করার সূরতে كُل শব্দ দাখিল করার পূর্বে এ বাক্যটি প্রত্যেক সদস্য থেকে দাঁড়ানোকে নাকচ করে এবং উমূমে সল্‌ব বুঝায়। কাজেই كُل শব্দ দাখিল করার পর একে সকল সদস্য বা সমষ্টি থেকে দাঁড়ানোকে নাকচ করার অর্থে প্রয়োগ করা আবশ্যক। কারণ, كُل শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পরও উমূমে সল্‌ব ধরা হলে তাকীদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। আমরা আপনার একথা মানি না বরং আমরা মনে

করি, كُلّ শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার পর সল্‌বে উমূম কিংবা উমূমে সল্‌ব যে অর্থই উদ্দেশ্য হোক, উভয় অবস্থায় كُلّ শব্দটি তাকীদের জন্য হবে এবং দুটি তাকীদের একটিকে প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে; আদৌ তাসীসের জন্য হবে না।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দাবীর প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ তার কারণ, দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ সালেবায়ে মুহমালা যেমন, لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ এর মধ্যে كُلّ দাখিল করার পূর্বে আপনাদের কথা মত প্রত্যেক সদস্য থেকে কিয়ামকে নাকচ করে এবং সাল্‌বে উমূমের অর্থ প্রদান করে। কিন্তু আমরা বলি, বাক্যটি প্রত্যেক সদস্য থেকে কিয়ামকে নাকচ করবে এবং উমূমে সল্‌ব বুঝাবে। যদ্দরুন এটি সকল সদস্য থেকেও নাকচ করবে এবং সলবে উমূমও বুঝাবে। কেননা প্রত্যেক সদস্য থেকে নাকচ করা খাস আর সমষ্টি থেকে নাকচ করা আম। কাজেই প্রত্যেক সদস্য থেকে কিংবা কতিপয় সদস্য থেকে নাকচ করা উভয় অবস্থায় সমষ্টি থেকে নাকচ করা হয়। মোটকথা, সমষ্টি থেকে নফীকরণ আম। আর খাস আমকে আবশ্যক করে। কাজেই প্রত্যেক সদস্য থেকে নাকচ করার দ্বারা সমষ্টি থেকে নাকচ করা আবশ্যক হবে অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী বা উমূমে সল্‌ব পাওয়া যাবে, সেখানে সমষ্টি থেকে নফী বা সাল্‌বে উমূম অবশ্যই পাওয়া যাবে। অতএব কারণে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ বাক্যটি كُلّ প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক সদস্য থেকে এবং সমষ্টি থেকে নফী করা দুটিই বুঝায়। এখন كُلّ যুক্ত করে বলা হল, لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ এবং সমষ্টি থেকে নফী করা হল। যেমনটি করেছেন ইবনে মালিক প্রমূখ। তখনও كُلّ শব্দটি তাসীসের জন্য হবে না বরং তাকীদের জন্য হবে। কেননা এ অর্থ সমষ্টি থেকে নফী বা নাকচ করার দ্বারাও অর্জিত হয়েছে। আর এমতাবস্থায় যদি لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ বাক্যটিকে আমরা لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ এর মত প্রত্যেক সদস্য থেকে কিয়াসকে নাকচ করা এবং উমূমে সাল্‌বের উপর প্রয়োগ করি, তখনও এটি তাকীদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে না। কারণ, তাকীদকে তাসীসের প্রাধান্য দান তখনই আবশ্যক হবে, যখন এখানে নতুন অর্থ সৃষ্টি হবে। অথচ এখানে মোটেও তাসীস বা নতুন অর্থ সৃষ্টি হয় না; সর্বাবস্থায় كُلّ শব্দটি তাকীদের জন্য হয়। কাজেই দুটি তাকীদের মধ্যে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। অর্থাৎ كُلّ শব্দ দাখিল করার পূর্বে যখন প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী বা নাকচ করা এবং সমষ্টি থেকে নফী করা দুটি অর্থই পাওয়া যায়, তখন كُلّ শব্দ দাখিল করার পরও كُلّ শব্দটি তাকীদের জন্য হবে; উদ্দেশ্য যাই হোক, প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী করা কিংবা সমষ্টি বা সকল থেকে নফী করা।

সুতরাং كُلُّ শব্দটিকে প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী করার অর্থে প্রয়োগ করলে একটি তাকীদ তথা উমূমে সল্‌বকে অপর তাকীদ তথ্য সমষ্টি থেকে নফী করার উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। তদ্রুপ সমষ্টি থেকে নফী করা হলে তথা সলবে উমূমের উপর প্রয়োগ করলে বাক্যটি অপর তাকীদ তথা প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী করার উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে।

প্রশ্ন ঃ শাইখের মাযহাব কি ?

উত্তর ঃ এখানে মুসান্নিফ রহ. ইবনে মালিক প্রমূখের উপর তৃতীয় আপত্তিটি তুলে ধরেছেন। যার সারকথা হল, ইবনে মালেক প্রমূল لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ বাক্যটিকে মুহমালাহ বলেছেন। অথচ এটি মুহমালা নয় বরং সালেবায়ে কুল্লিয়্যাহ। কারণ, এ বাক্যে নাকেরাটি নফীর অধিনে এসেছে। আর নফীর অধিনে নাকেরা উমূম বা ব্যাপকতা বুঝায়। সে মতে এতে হুকুমটি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর প্রত্যেক সদস্য থেকে নাকচ বা নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ নফীর অধীনে নাকেরা এলে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমটি নাকচ করা বুঝায়। আর সকল বর্ণনার জন্য একজন বর্ণনাকারী থাকা জরুরী। কাজেই لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ বাক্যটিতে নিশ্চিত একটি বর্ণনাকারী তথা এমন একটি বস্তু রয়েছে, যা এর مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর সদস্য সংখ্যার পরিমাণ বুঝায়। সেটি হল, نَكِرَه تَحْتَ النَّفْيِ তথা নফীর অধীনে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য। আর سُوْر দ্বারাও তা-ই উদ্দেশ্য। মোটকথা, لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ বাক্যটিতে سُوْر তথা نَكِرَه تَحْتَ النَّفْيِ রয়েছে। কাজেই سُوْر না থাকার দরুন একে মুহমালাহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলা ভুল।

وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ اِنْ كَانَتْ كُلُّ دَاخِلَةً فِى حَيِّزِ النَّفْىِ بِاَنْ أُخِّرَتْ عَنْ اَدَاتِهِ شِعْرٌ : مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ: اَوْ مَعْمُوْلَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ مَا جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اَوْ مَا جَاءَنِى كُلُّ الْقَوْمِ اَوْ لَمْ اٰخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ اَوْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ اٰخُذْ تَوَجَّهَ النَّفْىُ اِلَى الشُّمُوْلِ خَاصَّةً

সহজ তরজমা

আব্দুল কাহির বলেন, যদি كُل না বাচক হরফের পরে আসে। যথা, 'মানুষ যে সব বস্তুর আকাঙ্খা করে তা পায় না।" অথবা فِعْل مَنْفِى মা'মুল হয়। যথা, "আমার নিকট সারা সম্প্রদায় আসেনি।" অথবা "গোটা গোত্র আমার নিকট আসেনি।" অথবা "আমি সব টাকা নেইনি। সমুদয় টাকা আমি গ্রহণ করিনি।" তবে বিশেষভাবে নফী ব্যাপকতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. বলেন– শাইখ জুরযানী বলেছেন, كُل শব্দটি নফীর অধীনে এলে তথা হরফে নফীর পশ্চাদ্বর্তী হলে, তা হরফে নফীর মামূল হোক চাই না হোক, খবরটি ফে'ল হোক চাই না হোক কিংবা সেটি (كُل শব্দটি) নেতিবাচক ফে'লের মামূলই হোক, সর্বাবস্থায়ই মূল ফে'লের নফী (নাকচ) হবে না বরং বিশেষতঃ শুমূল বা সমষ্টির নফী হবে অর্থাৎ এ সব অবস্থায় সমষ্টি থেকে নফী এবং সাল্‌বে উমূম উদ্দেশ্য হবে। বাক্যটিতে ফে'ল কিংবা সিফাত مُضَاف اِلَيْهِ এর কিছু কিছু সদস্যের জন্য প্রমাণিত হবে অথবা কোন কোন সদস্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এক্ষেত্রে খবর ফে'ল হয়েছে যেমন–

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ + تَجْرِى الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِى السُّفُنُ

এ পংক্তিটিতে يُدْرِكُهُ ফে'লটি مَا এর খবর।

আর খবর ফে'ল হয়নি যেমন, مَا كُلُّ مُتَمَنَّى الْمَرْءِ حَاصِلًا এতে حَاصِل শব্দটি مَا এর খবর। কিন্তু এটি ফে'ল নয়। উভয় উদাহরণের মমার্থ হল, মানুষ যে আশা করে, তার সবই পাওয়া জরুরী নয় বরং সে তা পেতেও পারে; আবার নাও পেতে পারে। কারণ, বাতাস কখনও নৌ-যানের বিপরীতমুখীও প্রবাহিত হয়। এতে সমষ্টি ও শুমূলকে নফী করা হয়েছে; প্রত্যেক সদস্যকে নয়।

প্রশ্ন : তাকীদকে মা'মূল বলার কারণ কি ?

উত্তর : উল্লেখ্য যে, তাকীদকে মা'মূল বলার কারণ হল, তাকীদ একটি

তাবে। আর বদল ছাড়া বাকী তাবের ক্ষেত্রে তার মাত্‌বুয়ের আমেলটিই তার উপর আমল করে। অর্থাৎ অনুগামীতার সূত্রে তাবেও মামূল হয়। উদাহরণ নিম্নরূপ।

(১) كُلُّ শব্দটি ফায়েলের তাকীদ হয়েছে। যেমন, مَاجَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ –আমার কাছে গোত্রের সকলেই আসেনি।

(২) كُلُّ শব্দটি ফায়েল হয়েছে। যেমন, مَاجَاءَنِىْ كُلُّ الْقَوْمِ –আমার কাছে সব গোত্র আসেনি।

শারেহ এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবে বলেন, মুসান্নিফ রহ. ফায়েলের পূর্বে তাকীদের উদাহরণ আনার কারণ হল, كُل শব্দটি মূলতঃ তাকীদ অর্থে প্রণীত; ফায়েল অর্থে নয়। যদিও সত্তাগতভাবে ফায়েল আসল।

(৩) كُل শব্দটি مَفْعُوْل হয়েছে এবং ফে'লের পরে এসেছে। যেমন, لَمْ اٰخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ –আমি সব টাকা নেইনি।

(৪) كُل শব্দটি অগ্রবর্তী মাফউল হয়েছে। যেমন, كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ اٰخُذْ –আমি সব টাকাই নেই নি।

(৫) পশ্চাদ্বর্তী অবস্থায় كُل শব্দটি مَفْعُوْل এর তাকীদ হয়েছে। যেমন, لَمْ اٰخُذْ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا আমি টাকাগুলো সব নেই নি।

(৬) অগ্রবর্তী অবস্থায় مفعول এর তাকীদ হয়েছে। যেমন, اَلدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَمْ اٰخُذْ –টাকাগুলো সব আমি নেইনি।

এসব অবস্থায় নফী হচ্ছে, শুমূল তথা সমুদয় টাকার; মূল ফে'লের নয়। আর বাক্যগুলোতে ফে'ল অথবা সীগায়ে সিফাত كُل শব্দের مُضَاف اِلَيْهِ এর কিছু সংখ্যক সদস্যের জন্য প্রমাণিত এবং কিছু সংখ্যক সদস্য থেকে নফী ও নাকচ হয়েছে। তবে এটি তখনই হবে, যখন كُل শব্দটি ঐ ফে'লের অথবা সীগায়ে সিফাতের অর্থগত ফায়েল হবে, যে ফে'ল বা সীগায়ে সিফাত উক্ত বাক্যে উল্লেখ থাকবে।

পক্ষান্তরে كُل শব্দটি উল্লেখিত ফে'ল বা সীগায়ে সিফাতের মাফউল হলে তখনই এ উপকারীতা দেবে, যখন সেটি (উক্ত ফে'ল বা সীগায়ে সিফাতটি) كُل এর مُضَاف اِلَيْهِ এর কতিপয় সদস্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে আর কতিপয় সদস্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কারণ, কথোপকথন, রুচি সম্পন্ন সাক্ষ্য এবং আরবীদের ব্যবহার রীতি তা-ই প্রমাণ করে। যেমন, مَاجَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ এর অর্থ তো গোটা সম্প্রদায় আসেনি। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য "কিছু লোক এসেছে" বলে প্রমাণ করা।

اَوْ اَفَادَ ثُبُوتَ الْفِعْلِ اَوِ الْوَصْفِ لِبَعْضٍ اَوْ تَعَلُّقِهِ بِهِ وَالْاَعَمَّ كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ شِعْرٌ : قَدْ اَصْبَحَتْ اُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِيْ + عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ اَصْنَعْ

সহজ তরজমা

কিংবা بَعْض এর জন্য ثُبُوت وَصف বা তার ثُبُوت فِعل এর ফায়দা দিবে। অথবা এর সাথে তার (وَصف বা فِعل) এর সংশ্লিষ্টতার (ফায়দা দিবে)। অন্যথায় তা ব্যাপক হয়ে যাবে। যেমন, নবী কারীম ﷺ এর উক্তি যখন তাকে যুলইয়াদাইন বললেন, হে রাসূল। নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল না আপনি ভুলে গেলেন? কিছুই হয় নাই এবং এর ওপর কবির উক্তি– "উম্মুল খিয়ার আমার উপর এমন অপবাদ আরোপ করেছে, যা আমি আদৌ করিনি।" মুসান্নিফ রহ. বলেন, অনেক সময় مُسْنَدإلَيه এর অগ্রবর্তীতা আবশ্যক হয় না বটে। কিন্তু আবশ্যকের মত হয়। যেমন, غَير ও مِثل শব্দদ্বয় যখনই ইংগিতবহরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এতদুভয়কে অগ্রবর্তী করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. বলেন– كُل শব্দটি নফীর অধীন না হলে অর্থাৎ كُل নফীর উপর অগ্রবর্তী হল কিন্তু নেতিবাচক ফে'লের মামূল হল না, তাহলে আমভাবে كُل এর مُضَاف إلَيه এর প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী হবে। আর বাক্যটি মূল ফে'লকে নেতিবাচক করবে অর্থাৎ তাতে উমূমে সলব হবে; সালবে উমূম হবে না। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ যুল-ইয়াদাইনের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ –তার কোনটিই হয়নি।

ঘটনা হল, একবার মুকীম অবস্থায় রাসূলে কারীম ﷺ যুহর অথবা আসরের নামায পড়ার সময় দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে দিলেন। ফলে যুল-ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে বলেন, اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! –ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল নাকি আপনি (নামাযের রাকাআত) ভুলে গেলেন?

মুসান্নিফ রহ. বলেন– প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী বা নাকচ করা এবং উমূমে সলব অর্থে কবি আবুন নজমের নিম্নোক্ত পংক্তিটিও রচিত হয়েছে। যথা–

قَدْ اَصْبَحَتْ اُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِيْ + عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ اَصْنَعْ

"আমার পত্নি উম্মল খিয়ার আমার বিরুদ্ধে এমন সব অপরাধ ও গুণাহে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ এনেছে, যার কোনটিই আদৌ আমি করিনি।" অর্থাৎ আমি সে গুণাহের কোনটিতেই লিপ্ত হইনি। শারেহ রহ. مِنَ الذُّنُوْبِ উক্তি দ্বারা বুঝিয়েছেন, এখানে ذَنْبًا নাকেরাটি (অনির্দিষ্ট বিশেষ্যটি) যদি ইতিবাচক বাক্যে এসেছে, তথাপি স্থানীয় নিদর্শনাবলির কারণে তা আম। কারণ, কবির উদ্দেশ্য নিজের পরিপূর্ণ সাফাই ও পবিত্রতা প্রমাণ করা। আর এটি তখনই ধর্তব্য হবে, যখন প্রতিটি গুণাহকে নফী ও নাকচ করা হবে। সুতরাং স্থানীয় নিদর্শনের কারণে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এখানে উমূমে সল্‌ব ও শুমূল নফী তথা আমভাবে নফী করা হচ্ছে।

অথবা এ কারণে যে, ذَنْب শব্দটি ইসমে জিন্‌স যা কম-বেশি বা সল্প-বিস্তর উভয়ই বুঝায়। (বা উভয় অর্থে প্রয়োগ হয়।) সুতরাং এখানে ذَنْب শব্দটি স্থানীয় নির্দশনের কারণে ذُنُوْب (অপরাধ ও গুণাহসমূহ) অর্থে ব্যবহৃত এবং বেশি অর্থে পতিত হয়েছে। কাজেই এখানে নফীটি উমূমে সল্‌ব এবং শুমূলে নফী (তথা আমভাবে নাকচ করা) অর্থে প্রযোজ্য।

وَاَمَّا تَاخِيْرُهٗ فَلِاَ قْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ هٰذَا كُلُّهٗ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَقَدْ يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلٰى خِلَافِهٖ فَيُوْضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ كَقَوْلِهِمْ نِعْمَ رَجُلًا مَكَانَ نِعْمَ الرَّجُلُ فِىْ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ مَكَانَ الشَّانِ اَوِ الْقِصَّةِ لِيَتَمَكَّنَ مَا يَعْقِبُهٗ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ لِاَنَّهٗ اِذَالَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ مَعْنًى اِنْتَظَرَهٗ.

সহজ তরজমা

مُسْنَد اِلَيْه কে পশ্চাদ্বর্তী করা ঃ কেননা স্থানটি مُسْنَد অগ্রবর্তীতার দাবী করে। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য مُسْنَد এর মধ্যে আসবে) এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সবই বাহ্যিক অবস্থার চাহিদা। কখনও كَلَام এর বিপরীত আনা হয়। সুতরাং اِسْم ظَاهِر এর স্থলে ضَمِيْر আনা হয়। যথা, তাদের উক্তি نِعْمَ الرَّجُلُ এর স্থানে نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ দুটি উক্তির এক উক্তি মতে এবং তাদের উক্তি هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ বাক্যটি ضَمِيْر شَان ও ضَمِيْر قِصَّة এর স্থলে। যাতে তার পিরে অত্যাসন্ন বিষয়গুলো শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হয়। কেননা শ্রোতা যখন তা (ضَمِيْر) হতে কোন অর্থ বুঝবে না, তখন তার প্রতীক্ষায় থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ মুসনাদ ইলাইহিকে مُسْنَد এর পরে আনার কারণ কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন– اَحْوَال مُسْنَدْاِلَيْهِ এর মধ্য হতে একটি অবস্থা হল, مُسْنَدْاِلَيْهِ কে মুসনাদের পরে আনা। তবে কোথায় কোথায় পরে আনা যাবে, এরই জবাবে তিনি বলেন, যেখানে বিশেষ কোন কারণে স্থান-কাল পাত্র মুসনাদের অগ্রবর্তীতা কামনা করে। যেমন, اَحْوَال مُسْنَد এর মধ্যে আলোচনায় এর বিশদ বিবরণ অত্যাসন্ন। তখন সেখানে مُسْنَدْاِلَيْهِ কে পশ্চাদ্বর্তী করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে যেসব অবস্থা যেমন, مُسْنَدْاِلَيْهِ উহ্য হওয়া, উল্লেখ হওয়া, তাকে যমীর দ্বারা মারেফা আনা এবং নাকেরারূপে ব্যবহার করা প্রভৃতি সবই مُقْتَضٰى حَال এর বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী হবে।

মুসন্নিফ রহ. বলেন, কালাম কখনও مُقْتَضٰى ظَاهِر এর বিপরীতও আনা হয়। তবে অবস্থা-প্রেক্ষিতে এ বৈপরিত্বের দাবী করতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় বাক্যটি مُقْتَضٰى ظَاهِر এর বিপরীত এবং مُقْتَضٰى حَال এর মোয়াফেক হবে। আর মুকতাযায়ে যাহির এবং মুতাযায়ে হালের মধ্যকার পার্থক্য ইতোপূর্বে বালাগাতে কালামের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ কালাম বিভিন্ন পন্থায় مُقْتَضٰى ظَاهِر এর বিপরীত হয়। তন্মধ্যে একটি পন্থা নিম্নরূপ।

(১) ইসমে যাহিরের স্থলে যমীর বা সর্বনাম আনা। যেমন, نِعْمَ الرَّجُلُ এর স্থলে نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ বলা হল। বাস্তবে এখানে مُقْتَضٰى ظَاهِر বা বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী ইসমে যাহির আনা দরকার ছিল; যমীর নয়। কারণ, যমীর দু অবস্থায় আনা যেতে পারে। প্রথমতঃ যেখানে যমীরটির প্রত্যাবর্তন স্থল পূর্বোল্লেখিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে তার প্রত্যাবর্তনস্থলের প্রতি নির্দেশকারী কোন নিদর্শন বা লক্ষণ থাকে। অথচ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ বাক্যটিতে نِعْمَ এর অন্তঃস্থিত যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থলের বিবরণ না পূর্বে উল্লেখ আছে, আর না প্রত্যাবর্তন স্থলের প্রতি নির্দেশকারী কোন লক্ষণ আছে। কাজেই বাহ্যিক চাহিদা অনুপাতে এখানে যমীর না এনে ইসমে যাহির আনা এবং نِعْمَ الرَّجُلُ বলা উচিৎ।

কিন্তু مُقْتَضٰى حَال বা অবস্থার চাহিদা অনুপাতে এখানে বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী যমীর আনতে হয়। আর সে হাল বা অবস্থাটি হল, যমীর আনা হলে প্রথমতঃ অস্পষ্টতা অতঃপর তার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। মাদাহ ও যম্ম অধ্যায়ে মুনাসিব এবং যথোচিতও তা-ই। সুতরাং উক্ত تَفْسِيْرُ بَعْدَ الْاِبْهَامِ (অস্পষ্টতার পর ব্যাখ্যা দান) এর সূক্ষ্মতার কারণে مُقْتَضٰى حَال অনুযায়ী এখানে যমীর আনা হয়েছে; ইসমে যাহির আনা হয়নি।

(২) মুসন্নিফ রহ. বলেন, বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী ইসমে যাহিরের স্থলে যমীর ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হল, যমীরে শান ও যমীরে কিস্‌সা ব্যবহার করা। যেমন, যমীরে শানের স্থলে বলা হল, هُوَ زَيْدٌ عَالِمٌ অথবা যমীরে কিস্‌সার স্থলে বলা হল– هِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ ইত্যাদি। সুতরাং هُوَ যমীরটি শানের স্থলে ব্যবহৃত হয় বিধায় একে যমীরে শান আর هِيَ যমীরটি কিস্‌সার স্থলে ব্যবহৃত হয় বিধায় একে যমীরে কিস্‌সা বলা হয়।

মুসান্নিফ রহ. এখানে بَابِ ضَمِيْرِ شَانٍ এবং بَابِ نِعْمَ এর মধ্যে ইসমে যাহিরের স্থলে যমীর আনার কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ দুটি অধ্যায়ে ইসমে যাহিরের স্থলে যমীর আনার কারণ হল, এরূপ করলে যমীরের পরে উল্লেখিত বিষয়টি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং বিশেষ স্থান দখল করে।

কারণ, শ্রোতা যমীরটি শোনার পর যখন দেখবে, এর মারজা পূর্বে উল্লেখ নেই, তখন সে যমীরটির কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ফলে সে অত্যাসন্ন তৎপরবর্তী বিষয়ের অপেক্ষায় থাকবে। যাতে তার সাহায্যে কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারে। আর অপেক্ষা ও খোঁজ-তালাশের পর অর্জিত জিনিস, বিনাশ্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক প্রিয় ও গুরুত্ববহ হয়। তা মনের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নেয়। ফলে উক্ত যমীরের পরে আগত বিষয়টিও তার মনে বদ্ধমূল হবে ও গভীরভাবে গেঁথে যাবে। কারণ, এতে একে তো জানার আনন্দ, দ্বিতীয়তঃ প্রতীক্ষার জ্বালা ও আগ্রহের দহন বিদূরীত হওয়ার আনন্দও রয়েছে।

وَقَدْ يُعْكَسُ فَإِنْ كَانَ اِسْمُ إِشَارَةٍ فَلِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَمْيِيْزِهٖ لِاخْتِصَاصِهٖ بِحُكْمٍ بَدِيْعٍ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ :

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهٗ + وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا

وَهٰذَا الَّذِيْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً + وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا

اَوِ التَّهَكُّمِ بِالسَّامِعِ كَمَا اِذَا كَانَ فَاقِدَ الْبَصَرِ اَوِ النِّدَاءِ عَلٰى كَمَالِ بَلَادَتِهٖ اَوْ فَطَانَتِهٖ اَوِادِّعَاءِ كَمَالِ ظُهُوْرِهٖ وَعَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْبَابِ شِعْرٌ : تَعَالَلْتِ كَيْ اَشْجٰى وَمَابِكِ عِلَّةٌ × تُرِيْدِيْنَ قَتْلِيْ قَدْ ظَفِرْتِ بِذَالِكِ

সহজ তরজমা

আবার কখনও এর বিপরীত হয়। যদি তা اِسْمِ اِشَارَهْ হয় তাহলে তা চূড়ান্তভাবে নিরূপনের জন্য হয়। কারণ, তা বিস্ময়কর حُكْم দ্বারা বিশেষিত।

যথা, কবির পংক্তি– "কত বিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষকে স্বীয় জীবীকা নির্বাহ অপারগ করে দিয়েছে। অনেক গণ্ড মূর্খকে তুমি বিরাট ধনকুবের দেখতে পাবে। এটা ঐ বস্তু যা চতুর ব্যক্তিকে পেরেশানীতে লিপ্ত করে এবং বিরাট জ্ঞানীকে ব-দ্বীন করে ছাড়ে।" অথবা শ্রোতার সাথে বিদ্রুপ করণার্থে। যেমন অন্ধের সাথে। কিংবা শ্রোতার চরম নির্বুদ্ধিতা অথবা চতুরতা বুঝাতে। অথবা তার পূর্ণ স্পষ্টতার বুঝাতে এবং এর উপরই এ অধ্যায়ের বর্হিভূত (নিম্নের) শ্লোক ঃ "তুমি অসুস্থতার ভান করছ। যাতে আমি বিষণ্নতা বোধ করি। অথচ তোমার কোন রোগ নেই। তুমি আমায় হত্যা করার প্রত্যয় করেছ। নিঃসন্দেহে এতে তুমি সফলকাম হয়েছ।

(৩) মুসান্নিফ রহ. বলেন– বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী কালাম আনার একটি পন্থা হল, যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনা। তবে কখনও সে ইসমে যাহিরটি ইসমে ইশারা হয়। (ক) তখন কোন কোন সময় مُسْنَدُ اِلَيْهِ কে অন্যদের থেকে পৃথক করে চূড়ান্ত গুরুত্বাবহ করা উদ্দেশ্য হয়। কেননা তা কোন বিস্ময়কর হুকুমের সাথে সংশ্লীষ্ট এবং হুকুমটি তার জন্য প্রমাণিত। যেমন, আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক রাওয়ান্দীর রচিত কবিতা–

كَمْ عَاقِلٍ .... الخ

অনুবাদ ঃ বহু মহাজ্ঞানী এমন আছে, যাদেরকে জীবিকা নির্বাহ অক্ষম ও ব্যর্থ করে দিয়েছে অর্থাৎ তাদের জন্য জীবন ধারণ ও জীবিকা নির্বাহ বিরাট কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর বহু গণ্ডমূর্খ এমন আছে, যাদেরকে তুমি অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ও ধনকুবের দেখতে পাবে অর্থাৎ জ্ঞানী-বিজ্ঞজনের বঞ্চিত থাকা আর গণ্ডমূর্খ ধনকূবের হওয়া এমন বিষয়, যা বিজ্ঞ-জ্ঞানীদেরকে পেরেশান ও চিন্তিত, বিদগ্ধ আলিমকে কাফির এবং মহান কুশলী আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী বানিয়ে ছেড়েছে। কোন আলেম যখন আল্লাহ পাকের এই বন্টন-বৈষম্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তখন সে (আল্লাহ না করুন) মহান আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে। আর এ সংশয়-সন্দেহই তাকে নাস্তিকে পরিণত করবে।

উপরিউক্ত পংক্তিতে هٰذَا শব্দটি মুসনাদ ইলাইহি। এর দ্বারা পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয় বহির্ভূত একটি হুকুম তথা জ্ঞানীদের বঞ্চিত এবং গণ্ডমূর্খদের ধনকূবের ও সম্পদশালী হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর তৎপরবর্তী اَلَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ الخ বাক্যটি তার মুসনাদ। বস্তুতঃ এখানে কিয়াস অনুযায়ী هٰذَا ইসমে ইশারার স্থলে যমীর আনার কথা। সে মতে هُوَ الَّذِىْ تَرَكَ ...الخ বলা উচিৎ ছিল। কারণ, মারজা বা প্রত্যাবর্তন স্থল (জ্ঞানীদের বঞ্চিত হওয়া এবং গণ্ডমূর্খের

সম্পদশালী হওয়া) পূর্বে উল্লেখ আছে। আবার তা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত। আর ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে যমীর আনা হয়; ইসমে ইশারা নয়। কেননা ইসমে ইশারা আনা হয় বাস্তবে ইন্দ্রিয় লব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে; ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়।

(খ) এটি যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনার দ্বিতীয় স্থান। অর্থাৎ যমীরের স্থলে ইসমে ইশারা আনা হয় কখনও শ্রোতার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার উদ্দেশ্যে। যেমন, অন্ধ কোন শ্রোতা বলল, مَنْ ضَرَبَنِي -আমাকে কে মেরেছে? জবাবে আপনি বললেন, هٰذَا ضَرَبَكَ -এ তোমাকে মেরেছে। বস্তুতঃ এখানে প্রশ্নের মধ্যে মারজা উল্লেখ আছে। তাই বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী যায়েদ বা বকর বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু অন্ধ শ্রোতার সাথে ঠাট্টা করার লক্ষ্যে বাহ্যিক চাহিদা থেকে সরে গিয়ে যমীরের স্থলে ইসমে যাহির যেমন ইসমে ইশারা আনা হয়েছে। অথবা শ্রোতা অন্ধ নয় বটে। কিন্তু সেখানে مُشَارٌ إِلَيْهِ বা ইংগিতকৃত বস্তুটি বিদ্যমান নেই। যেমন, কোন দৃষ্টিসম্পন্ন লোকটি বলল- مَنْ ضَرَبَنِي আর আপনি বললেন, هٰذَا ضَرَبَكَ অথচ সেখানে ইংগিতকৃত ব্যক্তিটি নেই। কাজেই এখানে مُشَارٌ إِلَيْهِ বিদ্যমান না থাকার কারণে বাহ্যিক চাহিদা মতে যমীর এনে هُوَ زَيْدٌ বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু শ্রোতার সাথে বিদ্রূপ করার লক্ষ্যে যমীরের স্থলে ইসমে ইশারা আনা হয়েছে। (গ) কখনও শ্রোতার নির্বুদ্ধিতার প্রতি সতর্ক করার জন্য অর্থাৎ শ্রোতা এতই বুদ্ধিহীন যে, সে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না। বিধায় যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনা হয়। যেমন, কেউ প্রশ্ন করল- مَنْ عَالِمُ الْبَلَدِ "শহরে আলিম কে আছে? এর জবাবে বলা হবে- ذٰلِكَ زَيْدٌ -সে যায়েদ। অথচ এখানে মারজা উল্লেখ থাকার দরুণ যমীর এনে هُوَ زَيْدٌ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী যমীর থেকে ইসমে ইশারার দিকে সরে আসা হয়েছে। (ঘ) আবার কখনও শ্রোতার তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার প্রতি ইংগিত করার লক্ষ্যে যমীরের স্থলে ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বক্তা বুঝাতে চান, শ্রোতা এমন তীক্ষ্মী মেধাবী যে, তার কাছে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ও ইন্দ্রিয় লব্ধ বিষয়ের পর্যায়ে। যেমন, কোন সূক্ষ্ম মাসয়ালা আলোচনার পর উস্তাদ বললেন- هٰذِهٖ عِنْدَ فُلَانٍ ظَاهِرَةٌ -এ মাসআলাটি অমুকের কাছে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। সুতরাং এখানে মারজা উল্লেখ থাকার দরুন বাহ্যিক চাহিদা মতে هِيَ ظَاهِرَةٌ عِنْدَ فُلَانٍ বলা উচিৎ। কিন্তু শ্রোতার তীক্ষ্ম মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি ইংগিত করার জন্য এবং তার কাছে যৌক্তিক বিষয়ও বাস্তবের মত -একথা বুঝানোর জন্য বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী যমীরের স্থলে ইসমে ইশারা আনা হয়েছে। (ঙ) অনুরূপভাবে কখনও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ পরিপূর্ণ বিকশিত ও পরিস্ফুট

হওয়ার দাবী করার লক্ষ্যেও যমীরের স্থলে ইসমে ইশারা আনা হয়। অর্থাৎ اِسْم اِشَارَہ এনে বক্তা বুঝাতে চান যে, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি বাস্তবে পরিস্ফুট নয় বটে; কিন্তু আমার কাছে এটি চাক্ষুস বিষয়। যেমন, কোন ব্যক্তি মাসআলা বর্ণনাকালে অস্বীকারীর সামনে বলল– هٰذِهٖ ظَاهِرَةٌ –এটি সুস্পষ্ট। অথচ বাহ্যিক চাহিদা মতে এখানে وَهِيَ ظَاهِرَةٌ বলা উচিত। কিন্তু মাসআলাটি পরিপূর্ণ পরিস্ফুট হওয়ার দাবী করতঃ ইসমে ইশারার দিকে ফিরে এসে এভাবে বলা হয়েছে। মুসান্নিফ রহ. বলেন– مُسْنَدٌ اِلَيْهِ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ প্রতিভাত ও বিকশিত হওয়ার দাবী করতঃ ইসমে ইশারাকে যমীরের স্থলে ব্যবহার করা হয়। যেমন, জনৈক কবি বলেন–

تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجٰى وَمَا بِكِ عِلَّةٌ + تُرِيْدِيْنَ قَتْلِيْ قَدْ ظَفِرْتِ بِذَالِكَ

وَاِنْ كَانَ غَيْرُهٗ فَلِزِيَادَةِ التَّمَكِيْنِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ وَنَظِيْرُهٗ مِنْ غَيْرِهٖ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اَوْ اِدْخَالُ الرَّوْعِ فِيْ ضَمِيْرِ السَّامِعِ وَتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ اَوْ تَقْوِيَةِ دَاعِى الْمَامُوْرِ وَمِثَالُهُمَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ بِكَذَا اَوْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهٖ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اَوِ الْاِسْتِعْطَافِ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ : اِلٰهِيْ عَبْدُكَ الْعَاصِيْ اَتَاكَ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি اِسْم ظَاهِر مَوْضِع الْمُضْمَر টি ইসমে ইশারা ভিন্ন হয়, তবে তা হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য আসে। যথা, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ "বুলন! তিনিই এক আল্লাহ। অমুখাপেক্ষী।" এবং مُسْنَد اِلَيْه ছাড়া অন্যত্র এর উদাহরণ হল আল্লাহর বাণীঃ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ "আমি তা সত্য স্বরূপ অবতীর্ণ করেছি। এবং সত্য হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।" অথবা শ্রোতার হৃদয়ে আতঙ্ক ও মহত্ত্ব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। কিংবা নির্দেশদাতার প্রভাবের দরুণ। এতদুভয়ের উদাহরণ হল, শাসকগণের স্বগোত্তুক্তি اَنَا اٰمُرُكَ এর স্থলে اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ بِكَذَا "মুসলমানের শাসক তোমাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন।" এবং এতদ্ভিন্ন হতে (غَيْر مُسْنَد اِلَيْه হবে) فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ "যখন আপনি দৃঢ় প্রত্যয় করে নিবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন।" অথবা অনুগ্রহ অন্বেষণের জন্য। যথা, কবির পংক্তি– اِلٰهِيْ عَبْدُكَ .... الخ "হে প্রভূ আমার! তোমার পাপী বান্দা তোমার দরবারে এসেছে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ যমীরের স্থলে ব্যবহৃত ইসমে যাহিরটি যদি اِسْمِ اِشَارَهْ ব্যতীত অন্য কিছু হয়। তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. বলেন– যমীরের স্থলে ব্যবহৃত ইসমে যাহিরটি যদি اِسْمِ اِشَارَهْ ব্যতীত অন্য কিছু হয়। যেমন, তা কোন নাম হল। তাহলে এর দ্বারা (ক) مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল ও সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এর মধ্যে বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী هُوَ الصَّمَدُ বলা উচিত ছিল। কারণ, এখানে মারজা তথা আল্লাহ শব্দ পূর্বে উল্লেখ আছে। কিন্তু مُسْنَدٌ اِلَيْهِ তথা আল্লাহ তা'আলাকে শ্রোতার মনে সুদৃঢ় করার জন্য এখানে ইসমে যাহির তথা তার নাম এনে اَللّٰهُ الصَّمَدُ বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন– এক্ষেত্রে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এর উপমা হল, নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা। যেমন, وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ –আমি কুরআনে কারীমকে প্রয়োজনীয় হিকমতসহ অবতীর্ণ করেছি। এ আয়াতে কারীমায় বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী وَبِهٖ نَزَلَ বলা দরকার ছিল। কারণ, যমীরের মারজা حَقٌّ শব্দটি পূর্বে উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রোতার মনে কথাটি সুদৃঢ় করা এবং ভালভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য যমীরের স্থলে ইসমে যাহির এনে وَبِالْحَقِّ نَزَلَ বলা হয়েছে। আর بِالْحَقِّ শব্দটি শুরুতে بَاء আসার কারণে মাজরূর হয়েছে; মুসনাদ ইলাইহি নয়। মুসান্নিফ রহ. বলেন– (খ) কখনও শ্রোতার মনে ভীতি সৃষ্টি করা এবং সম্মান ও বড়ত্ব বৃদ্ধি করার জন্য যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনা হয়।

(গ) আবার কখনও অনির্দিষ্ট আহবানকারী তথা আদেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য যমীরের স্থলে ইসমে যাহির ব্যবহার করা হয়। দুটিরই উদারহণ হল, কোন আমীরের নিম্নোক্ত উক্তি– اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَأْمُرُكَ بِكَذَا (আমীরুল মুমিনীন তোমাকে এ কাজের নির্দেশ দিচ্ছে।) এখানেও বাহ্যিক চাহিদা মতে বক্তার জন্য اَنَا اٰمُرُكَ (আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি) বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনা হয়েছে। মুসান্নিফ বলেন– আদিষ্টের আহবান কারীকে শক্তিশালী করার জন্য مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর অধ্যায় ছাড়া অন্যত্রও যমীরের স্থলে ইসমে যাহির আনা হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ – যখন আপনি সুদৃঢ় ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। এ আয়াতে কারীমায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বক্তা বিধায় বাহ্যিক চাহিদা মতে فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ বলা দরকার ছিল। কিন্তু "আল্লাহ" শব্দে আদিষ্টের আহবান কারীকে যতটা শক্তিশালী করা যায়, যমীরের

তা হয় না। কারণ, আল্লাহ শব্দটি এমন সত্ত্বা বুঝায়, যা পরিপূর্ণ গুণাবলী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত। তাছাড়া عَلَى اللّٰهِ এর মধ্যে আল্লাহ শব্দটি মাজরূর; مُسْنَدْ اِلَيْهِ নয়। (ঘ) অদ্রুপ আবার কখনও অনুগ্রহ-অনুকম্পা প্রার্থনা করে যমীরের স্থলে ইসমে যাহির ব্যবহার করা হয়। যেমন, জনৈব কবি বলেন, اِلٰهِىْ عَبْدُكَ الْعَاصِىْ اَتَاكَ + مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْدَعَاكَ "হে আল্লাহ! তোমার গুণাহগার বান্দা তোমার কাছে এসেছে গুনাহ স্বীকার করতে এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।" এতে কবি اَنَا الْعَاصِىْ বলেননি। অথচ বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী তাই বলা উচিৎ ছিল। কারণ, عَبْد শব্দটিতে বিনয়-নম্রতা, অনুগ্রহ-অনুকম্পার প্রত্যাশা রয়েছে। যা اَنَا শব্দে নেই।

قَالَ السَّكَّاكِيُّ هٰذَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَلَا بِهٰذَا الْقَدْرِ بَلْ كُلٌّ مِنَ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ مُطْلَقًا يُنْقَلُ اِلَى الْاٰخَرِ وَيُسَمّٰى هٰذَا النَّقْلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِىْ اِلْتِفَاتًا كَقَوْلِهٖ: تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْاِثْمِدِ: وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْاِلْتِفَاتَ هُوَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ التَّعْبِيْرِ عَنْهُ بِاٰخَرَ مِنْهَا وَهٰذَا اَخَصُّ مِنْهُ مِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْخِطَابِ وَمَالِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

সহজ তরজমা

সাক্কাকী রহ. বলেন, এটা কেবল مُسْنَدْ اِلَيْهِ এর সাথে এবং এ পরিমাণের সাথে নির্ধারিত নয় বরং خِطَاب ,تَكَلُّم ও غَائِب (উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ) এর প্রত্যেকটি অপরটির দিকে পরিবর্তিত হয়। ইলমে মা'আনীর বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় এ পরিবর্তনকে اِلْتِفَات বলা হয়। যথা, কবির পংক্তি الخ .... تَطَاوُل "আসমুদ এলাকায় তোমার রাত দীর্ঘ হয়েছে।"

প্রসিদ্ধমতে اِلْتِفَات বলা হয়, প্রথমে তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতে মনের ভাব ব্যক্ত করার পর দ্বিতীয়বার ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্ত করা। এটা (মশহুরের মতটি) তদপেক্ষা (সাক্কাকীর মত থেকে) বেশি খাস। تَكَلُّم হতে خِطَاب এর দিকে اِلْتِفَات এর উদাহরণ "আমার কি হল যে, আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমায় সৃজন করেছেন। অথচ তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ কালামকে উত্তম পুরুষ থেকে নামপুরুষের দিকে রূপান্তর করা مُسْنَدَإِلَيْهِ এর সাথে কি খাস ?

উত্তর ঃ আল্লামা সাক্কাকী বলেন– কালামকে উত্তম পুরুষ থেকে নামপুরুষের দিকে রূপান্তর করা مُسْنَدَإِلَيْهِ এর সাথে খাস নয়; কখনও অন্যত্রও হয়ে থাকে। যেমন, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এর মধ্যে يائے متكلم ব্যবহার না করে ইসমে যাহির আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এটি مُسْنَدَإِلَيْهِ নয় বরং আল্লাহ শব্দটি عَلٰى হরফে জারের মাজরূর। অধিকন্তু এরূপ রূপান্তর এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় অর্থাৎ নিছক তাকাল্লুম থেকে গাইবাতের দিকে রূপান্তর করা জায়েয; অনত্র নাজায়েয –এমনটি নয়।

প্রশ্ন ঃ ইলতিফাতের সূরত কি?

উত্তর ঃ কালাম তিন রূপে ব্যবহৃত হয়। (১) তাকাল্লুম (২) খেতাব (৩) গায়বত। এদের প্রত্যেকটি অপর দুটির দিকে রূপান্তর হতে পারে। সুতরাং তিনকে দুইয়ের সাথে গুণ করলে ছয়টি পন্থা বের হয়। যথা–

(ক)তাকাল্লুম থেকে গাইবতের দিকে। (খ) তাকাল্লুম থেকে খেতাবের দিকে। (গ) খেতাব থেকে তাকাল্লুমের দিকে। (ঘ) খেতাব থেকে গাইবতের দিকে। (ঙ) গাইবত থেকে তাকাল্লুমের দিকে। (চ) গাইবত থেকে খেতাবের দিকে।

মুসান্নিফ রহ. বলেন– ইলমে মা'আনী বিশারদগণের মতে এরূপে রূপান্তর করার নামই ইলতিফাত। যেমন, মানুষ ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে ফিরে থাকে। সাক্কাকীর মাযহাব মতে ইলতিফাতের উদাহরণ কবি ইমরাউল কাইসের পংক্তি– تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْأَثْمُدِ এতে কবি নিজেকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। সে মতে বাহ্যিক চাহিদা ছিল, لَيْلُكَ এর স্থলে لَيْلِىْ বলা অর্থাৎ তাকাল্লুমের পন্থা গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি তাকাল্লুমের পন্থা পরিহার করে ইলতিফাত হিসেবে বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী খেতাবের (সম্বোধনের) পন্থা অবলম্বন করেছেন।

ইলতিফাতের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে দুটি অভিমত প্রসিদ্ধ আছে। (১) একটি সাক্কাকীর, যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। (২) দ্বিতীয়টি জমহূর উলামায়ে কিরামের। মুসান্নিফ রহ. وَالْمَشْهُوْرُ الخ বলে জমহূরের মতটি ব্যক্ত করেছেন। যার সারকথা হল, কালামকে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ –এ তিনটি ধারার কোন একটি ধারায় ব্যক্ত করার পর পুনরায় ভিন্ন ধারায় ব্যক্ত করা। তৎসঙ্গে দ্বিতীয়বার উপস্থাপন এবং দ্বিতীয় ধারাটি বাহ্যিক চাহিদা ও শ্রোতার প্রত্যাশার বিপরীতও হবে।

প্রশ্ন ঃ ইলতিফাতের সংজ্ঞা দুটির পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ সাক্কাকীর মতে سَبْقَتْ تَعْبِير তথা "প্রথমে এক ধারায় ব্যবহৃত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত হওয়া" শর্ত নয়। কিন্তু জমহূরের নিকট এটি শর্ত। কাজেই বাক্যটি প্রথম থেকেই বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত হলে, সেটি সাক্কাকীর মতে ইলতিফাত হবে; জমহূরের মতে হবে না।

মুসান্নিফ রহ. এখানে সাক্কাকী এবং জমহূরের প্রদত্ত ইলতিফাতের সংজ্ঞার মধ্যকার নিসবত ও সম্বন্ধ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন– এতদুভয় সংজ্ঞার মধ্যে আম-খাছ মুতলাকের সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ জমহূরের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি খাস মুতলাক। আর সাক্কাকীর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি আম-মুতলাক। কারণ, সাক্কাকীর মতে প্রথমে এক ধারায় আর পরে ভিন্ন ধারায় কালাম ব্যক্ত করা শর্ত নয় বরং এরূপ হোক বা না হোক তথা সূচনাতেই বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী ধারায় কালাম আনা হোক, তবুও তাতে ইলতিফাত হবে। পক্ষান্তরে জমহূরের মতে প্রথমে এক ধারায় এবং পরে ভিন্ন ধারায় কালাম আনা ইলতিফাতের জন্য শর্ত। সূচনাতেই বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী ধারায় কালাম আনা হলে তাদের মতে ইলতিফাত হবে না। যেমন, تَطَاوَلَ لَيْلُكَ الخ কবিতাটিতে সাক্কাকীর মতে ইলতিফাত হয়েছে; কিন্তু জমহূরের মতে ইলতিফাত হয়নি। মোটকথা, জমহূরের মতে যেখানে ইলতিফাত হবে, সেখানে সাক্কাকীর মতেও তো ইলতিফাত অবশ্যই হবে; কিন্তু সাক্কাকীর মতে যেখানে ইলতিফাত হবে, সেখানে জমহূরের মতে ইলতিফাত হওয়া আবশ্যক নয়। হতেও পারে; আবার নাও হতে পারে।

وَمِنَ الْمُتَكَلِّمِ اِلَى الْغَيْبَةِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمِنَ الْخِطَابِ اِلَى التَّكَلُّمِ شِعْرٌ

طَحَابِكَ قَلْبٌ فِى الْحِسَانِ طَرُوْبٌ + بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَحَانَ مَشِيْبٌ

يُكَلِّفُنِىْ لَيْلٰى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا + وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَنَا وَخُطُوْبٌ

وَاِلَى الْغَيْبَةِ نَحْوُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَمِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ وَاِلَى الْخِطَابِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ـ

সহজ তরজমা

تَكَلُّم হতে غَائِب এর দিকে ইলতিফাতের উদাহরণঃ "আমি আপনাকে

কাওসার প্রদান করেছি। কাজেই আপনি আপনার পালন কর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" خِطَاب হতে تَكَلُّم এর উদাহরণ কবির উক্তি- "যৌবনের ক্ষণকাল পরেই যখন বার্ধক্য নিকটবর্তী হল, তখন তোমায় এমন অন্তর ধ্বংস করেছে, যা সৌন্দর্য্য তালাশ করে উৎফুল হয়। সে (অন্তর) আমাকে লায়লার জন্য কষ্ট দিচ্ছে। অথচ তার ঘনিষ্ঠতার লগন সুদূর পরাহত। আমাদের মাঝে নানা বাঁধা-বিপত্তি এসে দাঁড়িয়েছে।" خِطَاب হতে غَائِب এর দিকের উদাহরণ "এমনকি যখন তোমরা নৌকায় ছিলে তখন তাদেরকে নিয়ে তিনি চালিয়ে ছিলেন।" غَائِب হতে تَكَلُّم এর দিকের উদাহরণঃ "আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি বাতাস চালিয়ে মেঘ উত্তোলন করেন। অতঃপর আমি তাকে হেঁকে নিয়ে যাই।" غَائِب হতে خِطَاب এর দিকের উদাহরণ "তিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি।"

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ তাকাল্লুম থেকে খেতাবের দিকে ইলতিফাতের উদাহরণ ?

উত্তর ঃ তাকাল্লুম থেকে খেতাবের দিকে ইলতিফাতের উদাহরণ وَمَالِىَ لَاأَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আয়াতে কারীমাটি অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কেন তার ইবাদত করব না। অথচ তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে। বস্তুতঃ এতে হাবীবে নাজ্জার স্বজাতীয় কাফিরদেরকে উপদেশ স্বরূপ বলেন- তোমাদের কি হল যে, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবে না। তিনি প্রথমতঃ وَاحِد مُتَكَلِّم এর সীগা (اَعْبُدُ) এনেছেন। অতঃপর এ ধারা পরিহার করে খেতাবের সীগা (تُرْجَعُوْنَ) এনেছেন। অথচ বাহ্যিক চাহিদা মতে وَاحِد مُتَكَلِّم এর সীগা (اَرْجِعُ) আনা দরকার ছিল। সাক্কাকী এবং জমহূর উভয়ের মতেই এখানে ইলতিফাত হয়েছে।

তাকাল্লুম থেকে গায়েবের দিকে ইলতিফাত হয়েছে, যেমন- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের কথা মুতাকাল্লিমের সীগা দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الخ অতঃপর বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত এ ধারাকে পরিবর্তন করে رَبِّكَ ইসমে যাহির তথা গায়েবের সীগা দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অথচ বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী لَنَا বলা উচিৎ ছিল।

আলকমা ইবনে আবাদাহ আজালীর নিম্নোক্ত পংক্তিটিতে খেতাব থেকে তাকাল্লুমের দিকে ইলতিফাত হয়েছে। কবি এখানে হারেছ ইবনে জাবালাহ গসানীর প্রশংসায় বলেন-

طَحَابِكَ قَلْبٌ فِى الْحِسَانِ طَرُوْبٌ + بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَحَانَ مَشِيْبُ

কবিতার অর্থঃ হে আমার আত্মা! যৌবনের কিছু কাল পরই সুন্দরী নারীর সন্ধানে মাতাল কারী অন্তর তোমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যখন বার্ধক্য সন্নিকটে। সে অন্তর আমাকে লায়লার ব্যাপারে যন্ত্রনা দিচ্ছে। অথচ লায়লার সান্নিধ্যকাল সুদূর পরাহত। আমাদের মাঝে নানা বাঁধা-বিপত্তি ও বিপদাপদ ফিরে এসেছে। এ কবিতায় কবি (بِكَ) শব্দে খেতাবের ধারা অবলম্বন করেছেন। অতঃপর يُكَلِّفُنِيْ এর يَاءِ مُتَكَلِّم এনে বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী তাকাল্লুমের ধারায় সরে এসেছেন। অথচ বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী يُكَلِّفُكَ হত। এখানে يُكَلِّفُنِيْ এর ফায়েল কল্‌ব। لَيْلٰى তার দ্বিতীয় মাফউল; প্রথম মাফউল হল يَاءِ مُتَكَلِّم। অর্থ হচ্ছে, অন্তর আমার কাছে লায়লার সান্নিধ্য কামনা করছে। আবার কেউ কেউ শব্দটিকে تاء সহ تُكَلِّفُنِيْ পড়ে থাকেন। এমতাবস্থায় لَيْلٰى তার ফায়েল এবং উহ্য شَدَائِد শব্দটি হবে তার দ্বিতীয় মাফউল। কিংবা হতে পারে এখানে আত্মা-অন্তরকে খেতাব ও সম্বোধন করা হয়েছে। আর لَيْلٰى হবে দ্বিতীয় মাফউল। তখন অর্থ হবে, হে অন্তর! তুমি আমাকে লায়লার ব্যাপারে যন্ত্রণা দিচ্ছ। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ইলতিফাত হবে, গায়েব থেকে খেতাবের দিকে অর্থাৎ শুরুতে ইসমে যাহির এনে গায়েবের ধারা অবলম্বন করা হয়েছে। অতঃপর تُكَلِّفُنِيْ এর মধ্যে قَلْب এর জন্য تاء এনে ভিন্ন ধারা অবলম্বন করা হয়েছে।

খেতাব থেকে গায়েবের দিকে ইলতিফাতের উদাহরণ, حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ। কারণ, এতে প্রথমতঃ كُنْتُمْ বলে খেতাবের ধারা অতঃপর بِهِمْ বলে গায়েবের ধারা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কিয়াস ও বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী بِكُمْ বলা দরকার। গায়েব থেকে তাকাল্লুমের দিকে ইলতিফাত হয়েছে। যেমন, اَللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ ... الخ। এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা প্রথমে গায়েবের পর্যায়ে ইসমে যাহির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অতঃপর মুতাকাল্লিমের যমীরসহ سُقْنَاهُ বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক চাহিদা মতে سَاقَهُ اللّٰهُ বলা প্রয়োজন। তদ্রুপ গায়েব থেকে খেতাবের দিকে ইলতিফাত হয়েছে, যেমন– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ এখানেও প্রথমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে ইসমে যাহির (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অতঃপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে খেতাবের ধারায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ বাহ্যিক চাহিদা মতে اِيَّاهُ বলা উচিৎ ছিল।

وَوَجْهُهُ اَنَّ الْكَلَامَ اِذَا نُقِلَ مِنْ اُسْلُوْبٍ اِلٰى اُسْلُوْبٍ اٰخَرَ اَحْسَنَ قَطْرِيَّةً لِنَشَاطِ السَّامِعِ وَاَكْثَرَ اِيْقَاظًا لِلْاِصْغَاءِ اِلَيْهِ وَقَدْ يُخْتَصُّ مَوَاقِعُهُ بِلَطَائِفَ كَمَا فِى الْفَاتِحَةِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا ذَكَرَ الْحَقِيْقَ بِالْحَمْدِ عَنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ مُحَرِّكًا لِلْاِقْبَالِ عَلَيْهِ وَكُلَّمَا اُجْرِىَ عَلَيْهِ صِفَةٌ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ قَوِىَ ذَالِكَ الْمُحَرِّكُ اِلٰى اَنْ يَئُوْلَ الْاَمْرُ اِلٰى خَاتِمَتِهَا الْمُفِيْدَةِ اَنَّهُ مَالِكُ الْاَمْرِ كُلِّهِ فِىْ يَوْمِ الْجَزَاءِ فَحِيْنَئِذٍ يُوْجِبُ الْاِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْخِطَابَ بِتَخْصِيْصِهِ بِغَايَةِ الْخُضُوْعِ وَالْاِسْتِعَانَةِ فِى الْمُهِمَّاتِ ـ

সহজ তরজমা

اِلْتِفَات অবলম্বনের কারণ ঃ যখন كَلَام কে এক পন্থা হতে অন্য পন্থায় পরিবর্তন করা হয় তখন তা নতুনত্বের দরুণ শ্রোতার চেতনাও প্রফুল্লতার উত্তম উপাদেয় হয়। তা শ্রবণের প্রতি অধিকতর মনোযোগীতা সৃষ্টি করে এবং কখনও এর স্থানগুলো বহু সূক্ষ্ম রহস্যের দ্বারা বিশেষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে। কেননা যখন বান্দা অন্তরের অন্তস্থল হতে حَمْد (প্রশংসা) এর উপযুক্ত সত্ত্বার আলোচনা করবে, তখন সে নিজ অন্তরে তাঁর দিকে অনুপ্রাণিত হওয়ার উত্তম উপাদেয় পাবে। আর যখনই সেসব মহান গুণাবলী হতে একেকটি বর্ণনা করবে তখনই এ প্রেরণা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলো শক্তিশালী হতে থাকবে। এমনকি তা গুণাবলীর শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যাবে। বুঝাবে– একমাত্র তিনি বিচার দিনের সব কিছুর মালিক। তখন তাঁর প্রতি মনোযোগীতা ও চরম বিনয়ের সাথে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা চেয়ে বিশেষভাবে সম্বোধন করাকে ওয়াজিব করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ اِلْتِفَات অবলম্বনের কারণ কি ?

উত্তর ঃ কালামকে প্রথমে এক ধারাতে উল্লেখ করতঃ দ্বিতীয়বার ভিন্ন ধারায় রূপান্তর করলে, সে কালামে (বাক্যে) নতুনত্ব ও বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। ফলে কালাম আরও উন্নত ও সাবলীল হয়। এতে শ্রোতার আগ্রহ-উদ্যমও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া শ্রোতা এরূপ কালাম শুনতে অধিক মনোযোগী হয়। কারণ, প্রত্যেক নুতন জিনিস সুস্বাদু হয়। এমনকি ইলতিফাতের এ সৌন্দর্যের দিকটি ব্যাপক। সব ধরনের ইলতিফাতেই এটি পাওয়া যায়।

হুসনে ইলতিফাত তথা ইলতিফাতের সৌন্দর্যের উল্লেখিত ব্যাপক দিকটি ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আরও গভীর এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পাওয়া যায়। যেমন, সূরায়ে ফতিহার মধ্যে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত গায়েবের সীগা এসেছে। অতঃপর খেতাবের ধারা ব্যবহৃত হয়েছে। এ ইলতিফাতের একটি দিক ও কারণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এর আরেকটি সূক্ষ্ম কারণও আছে। তা হল, বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলল এবং মনে-প্রাণে প্রশংসার উপযুক্ত সত্ত্বাকে স্মরণ করল, তখন সে বান্দা তার মনের ভেতর এমন এক প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করবে, যা তাকে ঐ সত্ত্বার প্রতি আকৃষ্ট হতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করবে। অতঃপর সে যখন رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ও اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মত মহান গুণাবলী স্মরণ করবে, তখন তার সে প্রাণ-স্পন্দন ও অনুপ্রেরণা আরও বাড়তে থাকবে।

এমনকি সে বান্দা ক্রমান্বয়ে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত পৌছালে তার কাছে প্রতিভাত হয়ে যাবে যে, সকল প্রশংসার উপযুক্ত এ সত্ত্বা বিনিময় দিবসে সব কিছুর অধিপতি ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে। ফলশ্রুতিতে সে সত্ত্বার প্রতি তার আকৃষ্টতা আবশ্যক হয়ে যাবে। সকল দুঃখ-যাতনা, কষ্ট-ক্লেশ ও সমস্যায় চরম বিনয়ের সাথে তার কাছেই প্রার্থনা করাকে সে আবশ্যক মনে করবে।. শারেহ বলেন– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতে কারীমাটিতে يَوْمُ الدِّيْنِ এর প্রতি مَالِكِ শব্দের এযাফতটি রূপকার্থে হয়েছে। নতুবা প্রকৃত অর্থে يَوْمُ الدِّيْنِ যরফ। তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, مَالِكٌ فِيْ يَوْمِ الدِّيْنِ আর بِتَخْصِيْصِهِ এর মধ্যকার بَاء টি خِطَاب এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আরও বলেন, চূড়ান্ত বিনয়-নম্রতার নামই ইবাদত-বন্দেগী। نَسْتَعِيْنُ এর মাফউল উহ্য আছে, বিধায় এখানে ব্যাপকভাবে সকল সমস্যা ও দুঃখ-যাতনা উদ্দেশ্য। আর اِيَّاكَ মাফউলটি অগ্রবর্তী করায় এখানে তাখসীসের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা, শারেহ রহ. এর বর্ণনা মতে এ স্থানটির সাথে খাস তত্ত্বটি হল, এ ইলতিফাতের মধ্যে "বান্দা যখন পড়তে শুরু করবে, তখন সে তার মনের মধ্যে এরূপ প্রাণস্পন্দন ও অনুপ্রেরণা অনুভব করবে" এ দিকে ইংগিত করা।

وَمِنَ خِلَافِ الْمُقْتَضٰى تَلَقِّى الْمُخَاطِبِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ بِحَمْلِ كَلَامِهٖ عَلٰى خِلَافِ مُرَادِهٖ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهٗ هُوَ الْاَوْلٰى بِالْقَصْدِ كَقَوْلِ الْقَبَعْثَرِى لِلْحَجَّاجِ وَقَدْ قَالَ لَهٗ مُتَوَعِّدًا لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ مِثْلُ الْاَمِيْرِ يَحْمِلُ عَلَى الْاَدْهَمِ وَالْاَشْهَبِ اَىْ مَنْ كَانَ مِثْلَ الْاَمِيْرِ فِى السُّلْطَانِ وَبَسْطِ الْيَدِ فَجَدِيْرٌ بِاَنْ يُّصْفِدَ لَا اَنْ يَصْفِدَ۔ اَوِالسَّائِلِ لِغَيْرِ مَا يَطْلُبُ بِتَنْزِيْلِ سُؤَالِهٖ مَنْزِلَةَ غَيْرِهٖ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهُ الْاَوْلٰى بِحَالِهٖ اَوِ الْمُهِمُّ لَهٗ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ۔ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ۔

সহজ তরজমা

خِلَافِ مُقْتَضٰى হতে শ্রোতার সামনে তার অনাকাঙ্খিত كَلَام পেশ করা এরূপভাবে যে, তার বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য আনা একথা বুঝানোর জন্য যে, বিপরীত বক্তব্যটি শ্রেয়। যেমন, ক্বাবাসারী হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে বলেন, যখন হাজ্জাজ তাকে বলেছিল- لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ وَالْاَشْهَبِ "রাজা বাদশাহর মত মানুষ কালো ও সাদা ঘোড়ার উপর আরোহণ করান। অর্থাৎ যে রাজত্ব ও দানশীলতায় রাজার মত তার জন্য দান করাই সমীচীন; বন্দী করা নয়। অথবা প্রশ্ন কারীর প্রশ্নকে অপ্রশ্নের পর্যায়ে ধরে জিজ্ঞাসিত বস্তুর বহির্ভূত জবাব দেওয়া। একথার প্রতি ইংগিত করার জন্য যে, তা (অজিজ্ঞাসিত বিষয়টিই ছিল) জিজ্ঞাসা করার অধিকতর উপযোগী বা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আল্লাহর বাণী "মানুষেরা আপনার নিকট চাঁদের অবস্থা-প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন! এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক।" এবং আল্লাহর বাণী- "লোকজন আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন! সম্পদ হতে যে যা তোমরা ব্যয় করবে তা তোমাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য প্রযোজ্য।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ خِلَافُ مُقْتَضٰى হতে শ্রোতার সামনে তার অনাকাঙ্খিত كَلَام পেশ করা হয় কেন ?

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. ইতোপূর্বে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ টি مُقْتَضٰى ظَاهِر তথা বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী হওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করছিলেন, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী বিষয়াদির আলোচনা এসে গেছে। কাজেই তিনি এখানে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর মধ্যে বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী বিষয়ে অনেক পন্থা বর্ণনা করেছেন। সে সব আদৌ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এর অধ্যায়ভুক্ত নয়।

তন্মধ্যে একটি পন্থা হল, বক্তা শ্রোতার সামনে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত কথা উপস্থাপন করবেন এবং শ্রোতার কথাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করবেন। যাতে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে পারেন যে, আপনি স্বীয় কালামকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা আপনার মর্যাদা মাফিক নয় বরং আপনার কালামটি আমার গৃহীত অর্থেই আপনার মর্যাদা অনুযায়ী হয়। যেমন, হাজ্জাজ ধমক দিয়ে কবা'ছারীকে বলেছিলেন- لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ (অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাকে বন্দীশালায় শেকলে চড়াব।) তার উদ্দেশ্য ছিল, বন্দীত্ব এবং শেকল অর্থাৎ আমি তোমাকে পায়ে শেল লাগাব। এর জবাবে কাবাছারী বললেন- مِثْلُ الْاَمِيْرِ يَحْمِلُ عَلَى الْاَدْهَمِ وَالْاَشْهَبِ (আপনার মত মহৎপ্রাণ আমীর اَدْهَم এবং اَشْهَب যে কোন ঘোড়ায় চড়াতে পারেন।) এখানে তিনি হাজ্জাজের উদ্দেশ্যের বিপরীত اَدْهَم দ্বারা কালো ঘোড়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তৎসঙ্গে اَشْهَب –শুভ্র ঘোড়াকেও যুক্ত করেছেন। মোটকথা, তিনি হাজ্জাজের ধমকিকে প্রতিশ্রুতিরূপে উপস্থাপন করেছেন এবং তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থে বলেছেন– আপনার মত আমীর তো কালো-শুভ্র যে কোন ঘোড়াতে চড়াতে পারেন। অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী, দানবীর এবং অঢেল ধন-সম্পদের সত্ত্বাধিকারী হোন, তার জন্য দান-দক্ষিণাই শোভনীয়; মানুষকে বন্দী করা নয়।

ইতোপূর্বে غَيْرِ مُسْنَدٍ اِلَيْهِ তথা মুসনাদ ইলাইহি ছাড়া অন্যত্র বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত কালাম আনার একটি পন্থা تَلَقِّى الْمُخَاطَبِ উক্তি দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। (খ) এখানে اَوِ السَّائِلِ তথা প্রশ্নকারীর সম্মুখে তার প্রত্যাশার বিপরীত কিছু পেশ করা উক্তি দ্বারা তারই আরেকটি পন্থা বর্ণনা করছেন। বস্তুতঃ تَلَقِّى الْمُخَاطَبِ এবং تَلَقِّى السَّائِلِ এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ تَلَقِّى السَّائِلِ প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু تَلَقِّى الْمُخَاطَبِ তদ্রূপ নয়। تَلَقِّى السَّائِلِ এর সারকথা হল, প্রশ্নকারী একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাচ্ছে।

কিন্তু উত্তর দাতা প্রশ্নকাটিকে কোন প্রশ্নই মনে করল না এবং জবাবও দিল না বরং উত্তর দাতা জবাবে ভিন্ন কথা বলে দিল।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়, এমতাবস্থায় তো জবাব প্রশ্ন অনুযায়ী হচ্ছে না। অথচ জবাব প্রশ্ন মাফিক হওয়া জরুরী? এর উত্তর হল, প্রশ্ন দু ধরনের। (১) উপস্থিত প্রশ্ন। (২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন। উপস্থিত প্রশ্নটিতে জবাব প্রশ্নমাফিক হওয়া জরুরী; তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতা প্রশ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না বরং প্রশ্নকারী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন। যেমন, ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে চিকিৎসা করেন; রোগীর প্রশ্নের ভিত্তিতে নয়। ফলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র রোগীর প্রশ্নের বিপরীত হতে পারে। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতে কারীমাতে চাঁদ এবং ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নটিও এ অধ্যায়ভুক্ত তথা প্রশ্নটি শিক্ষামূলক। কারণ, প্রশ্নকারী মুসলমান। যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি শেষ নবী। আর নবীগণ তার উম্মতের জন্য হেকিম ও চিকিৎসকের মত। কাজেই এ প্রশ্নের জবাব হবে, প্রশ্নকারী অবস্থা মাফিক; তার প্রশ্ন মাফিক নয়।

মোটকথা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নটি কোন প্রশ্নই নয় মনে করে তার সামনে বাহ্যিক চাহিদা এবং প্রত্যাশার বিপরীত জবাব দেওয়া হয়। যাতে শ্রোতাকে সতর্ক করা যায় যে, তার অপ্রত্যাশিত বিষয়টিই তার অবস্থা সঙ্গত। অর্থাৎ উত্তর দাতার প্রদত্ত জবাবটিই তার জন্য যথোপযুক্ত কিংবা প্রশ্নকারীর মধ্যে তার কৃত প্রশ্নের জবাব বুঝার মত যোগ্যতা নেই। অথবা প্রশ্নের জবাবে কোন উপকারীতা নেই। অথবা তাকে প্রদত্ত জবাবটিই জরুরী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ।

অথবা বলা যায়, প্রশ্নকারীর দুটি প্রশ্ন রয়েছে। একটি সে জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু উত্তরদাতা তার কোন জবাব দেননি। অপরটি সে জিজ্ঞাসা করেনি বটে। কিন্তু উত্তর দাতা নিজেই তার অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নকারীর দুটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তরদাতা তার প্রত্যাশা এবং প্রশ্নের বিপরীত জবাব দিয়ে বুঝিয়েছেন, প্রশ্নকারীর জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিৎ ছিল, যে সম্পর্কে সে আদৌ জিজ্ঞাসা করেনি। আর যে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসা করেছে, সে প্রশ্নটি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ার কথা ছিল।

মুসান্নিফ রহ. এখানে দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। প্রথমটি এনেছেন তার জবাব অতি উত্তম এবং যথোচিৎ হওয়ার প্রতি ইংগিত করার জন্য আর দ্বিতীয়টি এনেছেন জবাবটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার প্রতি ইংগিত করার জন্য।

(ক) সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর নিকট জানতে চাইলেন, চাঁদের আলোতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার কারণ কি? বস্তুতঃ শারেহ রহ. এখানে يَسْأَلُوْنَ বহুবচনের সীগাটি এনেছেন প্রশ্নকারী একাধিক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা বর্ণিত আছে, এ

প্রশ্নটি করেছিলেন মু'আয ইবনে জাবাল এবং রবী'আ ইবনে গনাম। তারা বলেছিলেন–

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَمَا بَالُ الْهِلَالِ ؟ يَبْدُوْ دَقِيْقًا مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيْدُ حَتّٰى يَمْتَلِئَ وَيَسْتَوِىْ ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتّٰى يَعُوْدَ كَمَا بَدَاَ ؟

"হে আল্লাহর রাসূল! নতুন চাদের কি হল যে, ধনুকের ন্যায় সরুভাবে উদিত হয়। অতঃপর বাড়তে থাকে। এমনকি পূর্ণাঙ্গ (গোলাকার) হয়ে যায়। অতঃপর নিয়মিত হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে?

লক্ষ্য করুন! তাঁরা এখানে চাদের আলোর হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু জবাবে সে কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি বরং উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারীতা ও সুফল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– চাঁদের আলোয় হ্রাস-বৃদ্ধির সুফল হল, মানুষ এর সাহায্যে চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ পরিশোধ, রোযা, হজ্ব, গর্ভমেয়াদ, ইদ্দত, হায়েয প্রভৃতির সময় জানতে পারে। চাঁদের আলোয় এরূপ তারতম্য না হলে, এ সবের সময় নির্ধারনে মানুষকে চরম বেগ পেতে হত। কাজেই তাদের প্রশ্নের বিপরীত জবাব দেওয়া হয়েছে। যাতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুযায়ী উক্ত প্রশ্নটি যথোচিৎ হয়নি বরং তাদের জন্য এ তারতম্যের উপকারীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাই যথোচিত ছিল। কারণ, উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধির কারণের সাথে প্রথমতঃ দ্বীন-ধর্মীয় কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি যোতিষ শাস্ত্রের একটি প্রতিপাদ্য। প্রশ্নকারীর পক্ষে এ শাস্ত্রের জটিলতা সহজবোধ্য নয়।

(খ) সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন– আমরা কি পরিমান খরচ করব অথবা কোন ধরনের জিনিস খরচ করব অর্থাৎ দান করব? কিন্তু তাদের এ প্রশ্নের জবাবে বিপরীত উত্তর দিয়ে ব্যায়ে খাত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা খরচ তো করবেই, তবে তার খাত কি হবে, তা জেনে নাও। সুতরাং তোমরা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, ফকীর-মিসকীন, মুসাফির প্রমুখের জন্য খরচ কর।

এ আয়াতে পিতামাতর কথা উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, এখানে নফল দান-সদকা উদ্দেশ্য; ফরয সদকা উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ এখানে প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার বিপরীত উত্তর দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, দান-সদকার পরিমাণ এবং শ্রেণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং ব্যয়ের খাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়। কারণ, উপযুক্ত খাতে ব্যয় হলেই সদকা কবূল হবে। সদকা কমবেশি এবং যে ধরনের মালই হোক। যথাযথ খাতে ব্যয় না করা হলে অল্প-বিস্তার কোন প্রকার সদকারই ধর্তব্য নেই। তা আল্লাহর নিকট কবূলও হবে না।

وَمِنْهُ التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِلَفْظِ الْمَاضِىْ تَنْبِيْهًا عَلٰى تَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ نَحْوُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَمِثْلُهٗ وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ وَذٰالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ ـ وَمِنْهُ الْقَلْبُ نَحْوُ عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ وَقَبِلَهُ السَّكَّاكِيُّ مُطْلَقًا وَرَدَّهٗ غَيْرُهٗ مُطْلَقًا وَالْحَقُّ اَنَّهٗ اِنْ تَضَمَّنَ اِعْتِبَارًا لَطِيْفًا قُبِلَ كَقَوْلِهٖ: وَمَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ اَرْجَائُهٗ × كَاَنَّ لَوْنَ اَرْضِهٖ سَمَائُهٗ. اَىْ لَوْنُهَا وَالْاَرُدَّ كَقَوْلِهٖ: شِعْرٌ كَمَا طَيَّنْتَ بِالْفَدَنِ السَّيَاعَا

সহজ তরজমা

তন্মধ্য হতে لَفْظ مَاضِى দ্বারা ব্যক্ত করা। যথা, আল্লাহর বাণী– "এবং যেদিন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন আকাশ ও জমীনের অধিবাসীগণ বিকট আওয়াযে নিনাদ করবে।" এরূপই "নিঃসন্দেহে প্রতিদানের দিন অত্যাসন্ন"। অনুরূপভাবে "এটা এমন দিবস যাতে মানুষের সমাগম হবে।"

তন্মধ্য হতে একটি হল قَلْب যথা "আমি উটনীকে পানির হাউজে নিয়েছি।" আল্লামা সাক্কাকী তা বিনাশর্তে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্যরা বিনাশর্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সঠিক কথা হল, যদি তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মতা ছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ঠ মণ্ডিত হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য। যথা– "বহু ময়দান এমনও আছে যার আশপাশ ধূলি মলিন, এর ভূমির রং যেন আকাশের মত হয়ে গেছে।" অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যাত। যথা, কবির শ্লোক– "যখন তার সামনে মোটা চরণ বের হল (তখন দেখা গেল) তুমি যেন প্রাসাদ দ্বারা লেপনকে প্রলেপ দিয়েছ।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ مُسْنَدُ اِلَيْهِ নয়, এমন স্থানে বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত কালাম আনার পন্থা কি ?

উত্তর ঃ مُسْنَدُ اِلَيْهِ নয় এমন স্থানে বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত কালাম আনার একটি পন্থা হল, ভবিষ্যতকালের অর্থকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে নিশ্চিত সংঘটিতব্য বিষয়টি অতীতকালের শব্দে ব্যক্ত করা। যাতে ভবিষ্যতে তা সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তার প্রতি ইংগিত হয়ে যায়। যেমন, يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ .... الخ এ- আয়াতে কারীমায় صَعِقَ (মাযীর সীগাটি) يَصْعَقُ (মুযারের সীগার) অর্থে

ব্যবহৃত। অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন হওয়ার ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের সময়। কিন্তু তা নিশ্চিত হবে বলে একে মাযী তথা অতীতকালের শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাহ্যিক চাহিদা পরিপন্থী ভবিষ্যতকালের অর্থকে ইসমে ফায়েলের শব্দে ব্যক্ত করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ কিয়ামতের দিন প্রতিদান পাবে। এখানে وَاقِعٌ ইসমে ফায়েলটি يَقَعُ (ফে'লে মুযারের) স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে প্রতিদান নিশ্চিত পাওয়া যাবে, তা ইসমে ফায়েলের সীগায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

তদ্রূপ اِسْم مَفْعُوْل এর সীগায়ও ভবিষ্যতকালের অর্থ ব্যক্ত করা হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ এ আয়াতে কারীমায় مَجْمُوْع ইসমে মাফউলটি يُجْمَعُ ফে'লে মুযারের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে কিয়ামত দিবসে সমবেত করা হবে নিশ্চিত। কিন্তু একে اِسْم مَفْعُوْل এর সীগায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার আরেকটি পন্থা তথা কল্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ কল্ব বলা হয়, বাক্যের একটি অংশকে অপর অংশের স্থলে এবং অপর অংশকে তদস্থলে তথা প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের স্থানে আর দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের স্থানে রাখা। তবে মনে রাখতে হবে, স্থান পরিবর্তনের নাম কল্ব নয় বরং প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের স্থলে রাখা হলে তজ্জন্য দ্বিতীয় অংশের হুকুমটি আর দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের স্থলে রাখা হলে তজ্জন্য প্রথম অংশের হুকুমটিও প্রমাণিত হতে হবে। যেমন– عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ তথা উটনীর সামনে আমি গামলা রেখেছি। এতে حَوْض এবং نَاقَة শব্দ দুটি عَرَض (পেশ করা) এর মধ্যে সমান অংশীদার। তবে حَوْض শব্দটির জন্য হরফে জারের মধ্যস্থতা ব্যতীত عَرَض প্রমাণিত। কাজেই حَوْض শব্দটি مَعْرُوْض বা পেশকৃত সাব্যস্ত হবে। আর نَاقَة এর জন্য حَرْف جَر এর মধ্যস্থতায় عَرَض প্রমাণিত হয়েছে। বিধায় نَاقَة হবে مَعْرُوْض তথা যার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণটির মর্মার্থ হবে– আমি উটনীর সম্মুখে পানি পানের জন্য হাউজ বা গামলা (বা পান পাত্র) রেখেছি।

অতএব এতে কল্ব করতঃ বলা হবে, عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ তথা আমি উটনীকে হাউজের বা পান পাত্রের সম্মুখে পেশ করেছি। তাহলে যে হুকুম হাউজের জন্য প্রমাণিত ছিল, সেটি উটনীর জন্য আর যে হুকুমটি উটনীর জন্য প্রমাণিত ছিল, সেটি হাউজের জন্য প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ হাউজ ছিল مُعْرَض বা পেশকৃত এবং উটনী ছিল مَعْرُوْض عَلَيْهَا বা যার সামনে পেশ করা হয়েছে;

আর এখন উটনী হবে مَعْرُوْض আর হাউজ হবে مَعْرُوْض عَلَيْهَا বা যার সম্মুখে পেশকৃত।

প্রশ্ন ঃ কল্‌বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতবিরোধ কি ?

উত্তর ঃ আল্লামা সাক্কাকী مُطْلَقًا বা শর্তহীনভাবে কল্‌ব গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এতে বিশেষ তাৎপর্য থাকুক চাই না থাকুক সর্বাবস্থায় তার মতে কল্‌ব গ্রহণযোগ্য। কারণ, কল্‌ব বাক্যে চমক ও মাধুর্যতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণ কল্‌বকে সাধারণতঃ বা শর্তহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। এতে বিশেষ তাৎপর্য থাকুক চাই না থাকুক। কেননা কল্‌বের মধ্যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীত ও বিরোধী বিষয় প্রতীয়মান হয়। কাজেই উদ্দেশ্য পাল্টে যাওয়ায় কল্‌ব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. বলেন, বিশুদ্ধ কথা মতে কল্‌বের মধ্যে যদি স্বয়ং তারই সৃষ্ট চমক ও মাধুর্যতা ব্যতীত বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে, তাহলে সে কল্‌ব গ্রহণযোগ্য। নতুবা বিশেষ কোন তাৎপর্য না থাকলে সে কল্‌ব প্রত্যাখাত হবে। যেমন, রুবা ইবনে আজ্জাজের নিম্নোক্ত কবিতায় বিশেষ তাৎপর্য থাকায় কল্‌ব হয়েছে। যথা–

وَمَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ اَرْجَاؤُهُ + كَاَنَّ لَوْنَ اَرْضِهِ سَمَاؤُهُ

মুসান্নিফ রহ. বলেন– যে কল্‌ব তার স্বকীয় চমক ছাড়া বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করে না, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, এমতাবস্থায় গ্রহণযোগ্য বিশেষ কোন তাৎপর্য ছাড়াই বাহ্যিক চাহিদা থেকে সরে আসা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তা নাজায়েয। যেমন, আমর ইবনে সালীম ছালাবীর আবৃত নিম্নোক্ত কবিতায় হয়েছে। যথা–

فَلَمَّا اَنْ جَرٰى سِمَنٌ عَلَيْهَا × كَمَا طَيَّنْتَ بِالْفَدَنِ السَّيَاعَا

কবি এখানে উটনীর স্থূলতা প্রসঙ্গে বলেছেন– উটনীর উপর যখন স্থূলতা প্রকাশ পেয়েছে; যেমন তুমি প্রাসাদ দ্বারা লেপনকে প্রলেপ দিয়েছ। এর দ্বারা কবি বুঝাতে চান যে, উটনী স্থূলতায় ঐ প্রাসাদের মত, যাতে লেপন দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এ কবিতার দ্বিতীয় চরণে কল্‌ব হয়েছে। কারণ, কবি বলেছেন, প্রাসাদ দ্বারা লেপনকে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত; লেপন দ্বারা প্রাসাদকে প্রলেপ দেওয়া হয়। সে মতে বলা হয়, طَيَّنْتُ السَّطْحَ وَالْبَيْتَ আমি ঘর এবং ছাদে লেপ দিয়েছে। সুতরাং এ কল্‌বে বিশেষ কোন তাৎপর্য না থাকায় এটি প্রত্যাখ্যাত।

সমাপ্ত